

সুনানু নাসাই শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবু আবদিল্লি রাহমান
আহমদ ইবন শু'আব্বা আন-নাসাই (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক আবদুল মালেক

ডঃ আবু বকর রফীক আহমদ

অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসায়ী শরীফ (প্রথম খণ্ড)

ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসায়ী (র)

অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৯৬

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৮২/১

ইফাবা প্রকাশনা : ২০০৩/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৫

ISBN : 984-06-1218-2

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০০০

দ্বিতীয় সংস্করণ

জুন ২০০৮

আষাঢ় ১৪১৫

জমাদিউস সানী ১৪২৯

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মুহাম্মাদ শামসুল হক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ অংকনে : জসিম উদ্দিন

গ্রুফ সংশোধন : কালাম আযাদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত টাকা) মাত্র।

SUNANU NASAYEE SHARIF (FIRST VOLUME): Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shuaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bangla, Edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. June 2008

Website : www.islamicfoundation.bd.org

E-mail : Info@islamicfoundation.bd.org

Price : Tk 200.00

US Dollar : 6.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিস্তৃত হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ্ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। একজন ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহ্ স্থান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, “আমি তোমাদের মধ্যে দু’টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু’টো আঁকড়ে থাকবে ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু’টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্।” প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ‘সিহাহ্ সিত্তাহ্’ অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, সুনানু নাসাঈ শরীফ এবং সুনানু ইবন মাজাহ্ শরীফ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফের প্রথম খণ্ডটি ২০০০ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে পুনঃসম্পাদনাকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশে দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগসহ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবূল করুন।

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাস্ত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ; আর সুন্নাহ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।' হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।'

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলিকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও উপরোক্ত মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সুনানু নাসাঈ শরীফের প্রথম খণ্ডটি ২০০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করানো হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম এবং প্রফ সংশোধন করেছেন— জনাব কালাম আযাদ। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি পুনঃ প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটির অনুবাদক (মরহুম) মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। মহান আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা - ২৩-৪০	
ইলমে হাদীস : একটি পর্যালোচনা	২৩
হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য	২৪
হাদীসের পরিচয়	২৫
ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা	২৫
হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ	২৯
হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ	৩০
হাদীসের সংখ্যা	৩১
হাদীসের সংরক্ষণ ও তার প্রচার	৩১
লেখনীর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ণ	৩২
উপমহাদেশে হাদীস চর্চা	৩৫
ইমাম নাসাঈ (র) ও তাঁর সুনান গ্রন্থ	৩৬
অধ্যায় : পবিত্রতা - ৪১-১৬৪	
রাতের বেলা সালাত আদায় করতে উঠলে মিসওয়াক করা	৪১
মিসওয়াক কিভাবে করতে হবে	৪২
ইমাম তাঁর অধস্তনের সামনে মিসওয়াক করবেন কি	৪২
মিসওয়াকের প্রতি উৎসাহ দান	৪৩
বারবার মিসওয়াক করা	৪৩
সিয়াম পালনকারীর জন্য অপরাহ্নে মিসওয়াক করার অনুমতি	৪৩
সর্বদা মিসওয়াক করা	৪৪
ফিতরত প্রসঙ্গ : খাতনা	৪৪
নখ কাটা	৪৪
বগলের পশম উপড়ে ফেলা	৪৫
নাভীর নিমাংশের লোম চাঁছা	৪৫
গোঁফ ছাঁটা	৪৫
উল্লিখিত কাজসমূহের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ	৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোফ ছাঁটা ও দাড়ি বর্ধিত করা	৪৬
পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনের সময় দূরে গমন করা	৪৬
দূরে না যাওয়ার অনুমতি	৪৭
পায়খানা-পেশাবের স্থানে প্রবেশ করার সময় দোয়া পাঠ করা	৪৭
পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলামুখী হওয়া নিষেধ	৪৭
পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে পেছনে রেখে বসা নিষেধ	৪৮
প্রয়োজনবোধে পায়খানা-পেশাবের সময় পূর্ব অথবা পশ্চিমদিকে ফিরে বসার নির্দেশ	৪৮
ঘরের ভেতর কিবলামুখী হয়ে বসার অনুমতি	৪৯
পেশাব করার সময় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ	৪৯
মাঠে ময়দানে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি	৫০
ঘরের ভেতর বসে পেশাব করা	৫০
কোন সুতরার দ্বারা আড়াল করে পেশাব করা	৫১
পেশাবের ছিঁটা হতে বেঁচে থাকা	৫১
পাত্রে পেশাব করা	৫২
তশতরিতে পেশাব করা	৫২
গর্তে পেশাব করা মাকরুহ	৫২
বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ	৫৩
গোসলখানায় পেশাব করা মাকরুহ	৫৩
পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া	৫৩
উয়ু করার পর সালামের জবাব দেওয়া	৫৪
হাড় দ্বারা পবিত্রতা অর্জন (ঢেলা হিসেবে ব্যবহার) করা নিষিদ্ধ	৫৪
গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন নিষিদ্ধ	৫৪
তিনটির কম ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন	৫৫
দু'টি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি	৫৫
একটি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি	৫৬
শুধু ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট	৫৬
পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন	৫৬
ডান হাতে ইস্তিজা করা নিষিদ্ধ	৫৭
ইস্তিজার পর হাত মাটিতে ঘষা	৫৮
পানির (পাক-নাপাক হওয়ার) ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ	৫৮
পানির পরিমাণ নির্ধারণ না করা	৫৯
বদ্ধ পানির বর্ণনা	৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে	৬১
করফ দ্বারা উযু করা	৬১
করফের পানি দ্বারা উযু করা	৬২
শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা উযু সম্পর্কে	৬২
কুকুরের উচ্ছিষ্ট	৬৩
কুকুর পায়ে মুখ দিলে পাত্রে জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ	৬৩
কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র মাটির দ্বারা মাজা সম্পর্কে	৬৪
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট	৬৪
পাখার উচ্ছিষ্ট	৬৫
কতমতি মহিলার উচ্ছিষ্ট	৬৫
নারী-পুরুষের একত্রে উযু করা	৬৫
স্নান ব্যক্তির (গোসলের পর) অবশিষ্ট পানি	৬৬
উযুর জন্য একজন পুরুষের জন্য কি পরিমাণ পানি যথেষ্ট	৬৬
উযুতে নিয়ত প্রসঙ্গ	৬৭
পাত্র থেকে উযু করা	৬৭
উযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা	৬৮
পুরুষের উযুর জন্য খাদেমের পানি ঢেলে দেয়া	৬৯
উযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা	৬৯
উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা	৬৯
উযুর বর্ণনা : উভয় কজি ধৌত করা	৭০
কতবার ধৌত করতে হবে	৭১
কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা	৭১
কোন হাত দ্বারা কুলি করতে হবে	৭২
নাক পরিষ্কার করা	৭২
নাকে ভালভাবে পানি দেয়া	৭২
নাক ঝাড়ার নির্দেশ	৭৩
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাক ঝেড়ে ফেলার নির্দেশ	৭৩
কোন হাতে নাক ঝাড়তে হবে	৭৪
মুখমণ্ডল ধৌত করা	৭৪
মুখমণ্ডল করতবার ধৌত করতে হবে	৭৫
উভয় হাত ধৌত করা	৭৫
উযুর বর্ণনা	৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাত কতবার ধৌত করবে	৭৭
ধৌত করার সীমা	৭৭
মাথা মসেহ করার পদ্ধতি	৭৮
কতবার মাথা মসেহ করতে হবে	৭৮
মহিলাদের মাথা মসেহ করা	৭৯
কান মসেহ করা	৮০
মাথার সাথে কান মসেহ করা এবং যা দ্বারা প্রমাণ করা হয়, উভয় কান মাথার অংশ তার বর্ণনা ...	৮০
পাগড়ির উপর মসেহ করা	৮১
মাথার অগ্রভাগসহ পাগড়ির উপর মসেহ করা	৮২
পাগড়ির উপর কিভাবে মসেহ করতে হবে	৮৩
পা ধৌত করার প্রমাণ	৮৪
কোন পা প্রথমে ধৌত করতে হবে	৮৪
উভয় হাত দ্বারা পা ধৌত করা	৮৫
আঙ্গুল খিলাল করার নির্দেশ	৮৫
পা কতবার ধৌত করবে	৮৫
হাত ও পায়ের কতটুকু ধৌত করতে হবে	৮৬
জুতা পরিহিত অবস্থায় উয়ু করা	৮৬
মোজার উপর মসেহ করা	৮৭
সফরে মোজার উপর মসেহ করা	৮৯
মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মসেহের মেয়াদ নির্ধারণ	৯০
মুকীমের জন্য মোজার উপর মসেহের মেয়াদ নির্ধারণ	৯০
উয়ু ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত উয়ু করার বর্ণনা	৯১
প্রত্যেক সালাতের জন্য উয়ু করা	৯১
পানি ছিটানো	৯২
উয়ুর উদ্ভূত পানি দ্বারা উপকৃত হওয়া	৯৩
উয়ুর ফরয হওয়া	৯৪
উয়ুতে সীমালঙ্ঘন	৯৪
পূর্ণরূপে উয়ু করার আদেশ	৯৫
পূর্ণরূপে উয়ু করার ফযীলত	৯৫
নির্দেশ মুতাবিক উয়ু করার সওয়াব	৯৬
উয়ু শেষে যা বলতে হয়	৯৭
উয়ুর জ্যোতি	৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উয়ূ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করে, তার সওয়াব	৯৯
মযী কখন উয়ূ নষ্ট করে এবং কখন করে না	৯৯
পায়খানা-পেশাবান্তে উয়ূ	১০১
পায়খানার পর উয়ূ	১০২
বাতাস নির্গমনে উয়ূ	১০২
নিদ্রার কারণে উয়ূ	১০৩
তন্দ্রার বর্ণনা	১০৩
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উয়ূ	১০৩
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় উয়ূ না করা	১০৫
কামভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উয়ূ না করা	১০৫
চুষনের পরে উয়ূ না করা	১০৬
আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করাতে উয়ূ করা	১০৭
আগুনে সিদ্ধ বস্তু খাওয়ার পর উয়ূ না করা	১১০
ছাঁড় খাওয়ার পর কুলি করা	১১১
দুধ পান করার পর কুলি করা	১১২
যাতে গোসল ফরয হয় আর যাতে ফরয হয় না এবং ইসলাম গ্রহণকালে	
কাফিরের গোসল করা	১১২
ইসলাম গ্রহণের জন্য কাফিরের আগে-ভাগে গোসল করে নেয়া	১১২
মুশরিককে দাফন করার পর গোসল	১১৩
দুই লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয হওয়া	১১৩
বীর্যপাতের দরুন গোসল	১১৪
পুরুষের ন্যায় নারী স্বপ্ন দেখলে তার গোসল	১১৫
যার স্বপ্নদোষ হয় অথচ বীর্য দেখে না	১১৬
পুরুষ এবং নারীর বীর্যের পার্থক্য	১১৬
হায়যের পর গোসল	১১৭
হায়যের মুদত সম্পর্কিত বর্ণনা	১২০
ইন্তেহাযায় আক্রান্ত নারীর গোসল	১২২
নিফাসের গোসল	১২২
হায়য ও ইন্তেহাযার রক্তের পার্থক্য	১২২
বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসল না করা	১২৪
বদ্ধ পানিতে পেশাব এবং তাতে গোসল না করা	১২৫
রাতের প্রথম ভাগে গোসল করা	১২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাতের প্রথমাংশে ও শেষাংশে গোসল করা	১২৫
গোসলের সময় পর্দা করা	১২৬
পুরুষের গোসলের জন্য পানির পরিমাণ	১২৬
এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার বর্ণনা	১২৮
স্বামী এবং স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা	১২৮
জুনুব ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার উপর নিষেধাজ্ঞা	১৩০
এ ব্যাপারে অনুমতি	১৩০
আটম খামির করার পায়ে গোসল করা	১৩১
জানাবতের গোসলে নারীর মাথার খোপা না খোলা	১৩১
ইহরামের গোসলে ঋতুমতির জন্য এর আদেশ	১৩১
পায়ে হাত ঢুকানোর পূর্বে জুনুব ব্যক্তির উভয় হাত ধৌত করা প্রসঙ্গ	১৩২
উভয় হাত পায়ে ঢুকানোর পূর্বে কতবার ধৌত করতে হবে	১৩৩
হাত ধোয়ার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জুনুব ব্যক্তির নাপাকী দূর করা	১৩৩
দেহ হতে ময়লা দূর করার পর জুনুব ব্যক্তির পুনরায় উভয় হাত ধৌত করা	১৩৪
গোসলের পূর্বে জুনুব ব্যক্তির উয়ু করা	১৩৪
জুনুব ব্যক্তির মাথা খিলাল করা	১৩৫
জুনুব ব্যক্তির মাথায় কতটুকু পানি ঢালা যথেষ্ট	১৩৫
হায়যের গোসলে কি করতে হয়	১৩৫
গোসলের পর উয়ু না করা	১৩৬
গোসলের স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে পা ধৌত করা	১৩৬
গোসলের পর রুমাল ব্যবহার না করা	১৩৭
পানাহার করতে চাইলে জুনুব ব্যক্তির জন্য উয়ু করা	১৩৭
জুনুব ব্যক্তি আহার করতে ইচ্ছা করলে শুধু তার উভয় হাত ধৌত করা	১৩৮
পানাহারের ইচ্ছা করলে জুনুব ব্যক্তির শুধু উভয় হাত ধৌত করা	১৩৮
নিদ্রার ইচ্ছা করলে জুনুব ব্যক্তির উয়ু করা	১৩৮
জুনুব ব্যক্তি নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে উয়ু করা এবং লজ্জাস্থান ধৌত করা	১৩৯
জুনুব ব্যক্তি যদি উয়ু না করে	১৩৯
জুনুব পুনঃ সহবাস করতে চাইলে	১৩৯
গোসল না করে একাধিক স্ত্রীর নিকট গমন করা	১৪০
জুনুব ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা	১৪০
জুনুব ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ও তার সাথে বসা	১৪১
ঋতুমতি স্ত্রীর খেদমত নেয়া	১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মসজিদে ঋতুমতির চাটাই বিছানো	১৪২
ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা	১৪৩
ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধৌত করা	১৪৩
ঋতুমতির সঙ্গে খাওয়া এবং তার ভুক্তাবশেষ পান করা	১৪৪
ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ আহার করা	১৪৫
ঋতুমতির সাথে শয়ন করা	১৪৫
ঋতুমতির শরীরের সাথে শরীর মিলানো	১৪৬
আল্লাহর বাণী : وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ -এর ব্যাখ্যা	১৪৭
যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় আল্লাহর নিষেধ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সহবাস করে, তার উপর কি ওয়াজিব হবে	১৪৮
মুহরিম মহিলা ঋতুমতি হলে কি করবে	১৪৯
ইহরামের সময় নিফাসওয়ালা নারীরা কি করবে	১৪৯
হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগলে	১৫০
কাপড়ে যদি বীর্য লাগে	১৫০
কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা	১৫১
কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ফেলা	১৫১
খাদ্য গ্রহণ করেনি এমন শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে	১৫২
ছোট বালিকার পেশাব প্রসঙ্গে	১৫৩
হালাল পশুর পেশাব প্রসঙ্গে	১৫৩
হালাল পশুর উদরস্থ গোবর কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে	১৫৪
প্লুথু কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে	১৫৫
তায়াম্মুমের সূচনা	১৫৬
মুকীমের তায়াম্মুম	১৫৭
সফরে তায়াম্মুম	১৫৮
তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ	১৫৯
আরেক প্রকারের তায়াম্মুম এবং উভয় হাতে ফুঁ দেওয়া	১৬০
আরেক প্রকারের তায়াম্মুম	১৬০
আরেক প্রকারের তায়াম্মুম	১৬১
তায়াম্মুমের অন্য প্রকার	১৬২
জুনুব ব্যক্তির তায়াম্মুম	১৬২
মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা	১৬৩
এক তায়াম্মুমে কয়েক সালাত আদায় করা	১৬৩
যে ব্যক্তি পানি বা মাটি কোনটাই না পায়	১৬৪

অধ্যায় : পানির বর্ণনা - ১৬৫-১৭২

পানির বর্ণনা	১৬৫
বুয়াআ নামক কৃপ প্রসঙ্গে আলোচনা	১৬৬
পানির পরিমাণ নির্ণয়	১৬৬
বদ্ধ পানিতে জুন্‌ব ব্যক্তির গোসল করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	১৬৭
সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা	১৬৮
বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা উযু করা	১৬৮
কুকুরের উচ্ছিষ্ট	১৬৯
কোন পায়ে কুকুরের মুখ দেয়ার দরুন তা মাটি দ্বারা ঘষা	১৬৯
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট	১৭০
ঋতুমতির নারীর ভুক্তাবশেষ	১৭১
স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি	১৭১
নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা	১৭১
জানাবতগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি	১৭২
একজন লোকের উযু এবং গোসলের জন্য কতটুকু পানি যথেষ্ট	১৭২

অধ্যায় : হায়য ও ইস্তিহাযা - ১৭৩-১৯০

হায়যের সূচনা এবং হায়যকে নিফাস বলা যায় কি না	১৭৩
ইস্তেহাযার বর্ণনা : রক্ত আরম্ভ হওয়া এবং তা বন্ধ হওয়া	১৭৩
যে নারীর প্রতি মাসে হায়যের দিন নির্দিষ্ট থাকে	১৭৪
হায়যের মুদতের বর্ণনা	১৭৫
ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর দু'টি সালাত একত্রিত করা আর যখন একত্রিত করবে	
তখন তজ্জন্য গোসল করা প্রসঙ্গে	১৭৭
হায়য ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য	১৭৮
হলদে রং এবং মেটে রং	১৮০
হায়যগ্রস্ত নারীর সাথে যা করা বৈধ এবং আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা	১৮০
আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে হায়য অবস্থায়	
সংবাস করে তবে তার উপর যে শাস্তি নির্ধারিত, তার বর্ণনা	১৮১
হায়যগ্রস্ত নারীর সাথে তার হায়য বস্ত্রে একত্রে শয্যা গ্রহণ	১৮২
একই কাপড়ের নিচে ঋতুমতি স্ত্রীর সাথে পুরুষের শয্যা গ্রহণ	১৮২
ঋতুমতি স্ত্রীর শরীরে শরীর মিলানো	১৮৩
যখন রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> -এর কোন স্ত্রী ঋতুমতি হতেন তখন তিনি তাঁর সাথে কি করতেন	১৮৩
ঋতুমতির সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ ও তার উচ্ছিষ্ট হতে পান করা	১৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ ব্যবহার করা	১৮৫
ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন তিলাওয়াত করা	১৮৫
ঋতুমতি নারীদের সালাত আদায় থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তি	১৮৬
ঋতুমতি নারীর খেদমত গ্রহণ	১৮৬
ঋতুমতি নারীর মসজিদে চাদর বিছানো	১৮৭
ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক মসজিদে ইতিকারত স্বামীর মাথা আঁচড়ানো	১৮৭
ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া	১৮৭
ঋতুমতি নারীদের ঈদে ও মুসলমানদের দু'আয় উপস্থিত হওয়া	১৮৮
যে নারী তাওয়াফে ইফাদার পরে ঋতুমতি হয়	১৮৮
নিফাসওয়ালী মহিলা ইহরামের সময় কি করবে	১৮৯
নিফাসওয়ালী মহিলার জানাযার সালাত	১৮৯
ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে	১৮৯

অধ্যায় : গোসল ও তায়াম্মুম - ১৯১-২০৯

বন্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসলের নিষেধাজ্ঞা	১৯১
হাশ্মামে প্রবেশের অনুমতি	১৯২
বরফ এবং মেঘের পানিতে গোসল করা	১৯২
ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা	১৯৩
নিদ্রার পূর্বে গোসল করা	১৯৩
রাতের প্রথমভাগে গোসল করা	১৯৪
গোসল করার সময় আড়াল করা	১৯৪
গোসলের পানির কোন পরিমাণ নির্ধারিত না থাকা	১৯৫
স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা প্রসঙ্গ	১৯৬
এ ব্যাপারে অনুমতি	১৯৬
এমন পাত্রে গোসল করা যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান	১৯৭
গোসলের সময় মহিলাদের মাথার চুলের বাঁধন না খোলা	১৯৭
সুগন্ধি ব্যবহার করে গোসল করলে এবং সুগন্ধির চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলে	১৯৮
গায়ে পানি ঢালার পূর্বে শরীর থেকে জুনুব ব্যক্তির নাপাকী দূর করা	১৯৮
গুপ্ত অঙ্গ ধৌত করার পর হাত মাটিতে মুছে ফেলা	১৯৯
জানাবাতের গোসল উযু দ্বারা আরম্ভ করা	১৯৯
পবিত্রতা অর্জনের কাজ ডানদিক থেকে আরম্ভ করা	১৯৯
জানাবাতের উযুতে মাথা মসেহ না করা	২০০
জানাবাতের গোসলে সর্বশরীরে পানি পৌঁছানো	২০১

বিষয়	পৃষ্ঠা
জুনুব ব্যক্তির পক্ষে কতটুকু পানি মাথায় ঢালা যথেষ্ট	২০১
হায়যের গোসলে করণীয়	২০২
গোসলে সারা শরীর একবার ধোয়া	২০২
ইহ্রামের সময় নিফাসওয়ালা মহিলার গোসল করা	২০৩
গোসলের পর উযু না করা	২০৩
এক গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন	২০৪
মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা	২০৪
যে ব্যক্তি সালাতের পর পানি প্রাপ্ত হয় তার তায়াম্মুম	২০৫
মযী নির্গত হলে উযু করা	২০৫
নিদ্রার দরুণ উযুর নির্দেশ	২০৭
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার দরুণ উযু	২০৮

অধ্যায় : সালাত - ২১০-২৩৩

সালাতের ফরযসমূহ এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস	২১০
সালাত কোথায় ফরয হয়েছে	২১৭
সালাত কিভাবে ফরয হয়েছে	২১৭
দিন-রাতে কত ওয়াক্ত (সালাত) ফরয	২১৮
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপর বায়'আত গ্রহণ	২২০
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফযত করা	২২০
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফযীলত	২২১
সালাত তরককারী সম্পর্কে বিধান	২২১
সালাতের হিসাব-নিকাশ	২২২
সালাত আদায়কারীর সওয়াব	২২৩
আবাসে যোহরের সালাতের রাক'আত সংখ্যা	২২৪
সফর অবস্থায় যোহরের সালাত	২২৪
আসরের সালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য	২২৫
আসরের সালাত নিয়মিত যত্নসহকারে আদায় করা	২২৫
যে ব্যক্তি আসরের সালাত তরক করে	২২৬
আবাসে আসরের সালাতের রাক'আত সংখ্যা	২২৬
সফর অবস্থায় আসরের সালাত	২২৭
মাগরিবের সালাত	২২৮
ইশার সালাতের ফযীলত	২২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সফরে ইশার সালাত	২২৯
জামা'আতে সালাত আদায় করার ফযীলত	২৩০
কিবলামুখী হওয়া ফরয	২৩১
কোন অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা যায়	২৩২
কিবলার ব্যাপারে ভুল প্রকাশিত হলে কি করতে হবে	২৩৩

অধ্যায় : সালাতের ওয়াক্তসমূহ - ২৩৪-২৮৬

যোহরের প্রথম সময়	২৩৪
সফরের সময় যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা	২৩৬
ঊষর সময় যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা	২৩৬
গরম প্রচণ্ড হলে যোহরের সালাত গরম কমলে আদায় করা	২৩৬
যোহরের সালাতের শেষ সময়	২৩৭
আসরের প্রথম ওয়াক্ত	২৩৮
আসরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা	২৩৯
আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করার ব্যাপারে সতর্কবাণী	২৪০
আসরের শেষ সময়	২৪১
যে ব্যক্তি আসরের দুই রাক'আত পেল	২৪৩
মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত	২৪৪
মাগরিবের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা	২৪৫
মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করা	২৪৬
মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত	২৪৬
মাগরিবের সালাতের পর ঘুমানো মাকরুহ	২৪৮
ইশার প্রথম ওয়াক্ত	২৪৯
ইশার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা	২৫০
শফক	২৫০
ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব	২৫১
ইশার শেষ সময়	২৫৩
ইশাকে আতামাহ্ বলার অনুমতি	২৫৬
ইশাকে আতামাহ্ বলা মাকরুহ	২৫৬
ফজরের প্রথম ওয়াক্ত	২৫৭
আবাসে অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করা	২৫৮
সফরে ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করা	২৫৮

বিষয়

পৃষ্ঠা

ভোর ফর্সা হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় করা ...	২৫৯
যে ব্যক্তি ফজরের এক রাক'আত পেল ...	২৫৯
ফজরের শেষ ওয়াক্ত ...	২৬০
যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল ...	২৬১
সালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ ...	২৬২
ফজরের সালাতের পর অন্য কোন সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ...	২৬৩
সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ...	২৬৩
দ্বিপ্রহরে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ...	২৬৪
আসরের পর সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ...	২৬৪
আসরের পর সালাতের অনুমতি ...	২৬৭
সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করার অনুমতি ...	২৬৯
মাগরিবের পূর্বে সালাতের অনুমতি ...	২৬৯
ফজরের প্রকাশের পর সালাত ...	২৭০
ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নফল সালাতের অনুমতি ...	২৭০
মক্কা নগরীতে সকল সময় সালাতের অনুমতি ...	২৭১
যে সময় মুসাফির যোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করবে ...	২৭১
এর বিবরণ ...	২৭২
যে ওয়াক্তে মুকীম দুই সালাত একত্রে আদায় করতে পারে ...	২৭৩
যে ওয়াক্তে মুসাফির মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতে পারে ...	২৭৪
যে অবস্থায় দু' সালাত একত্রে আদায় করা যায় ...	২৭৭
আবাসে দুই সালাত একত্রে আদায় করা ...	২৭৮
আরাফাতে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করা ...	২৭৯
মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা ...	২৭৯
দুই সালাত একত্রে আদায় করার পদ্ধতি ...	২৮০
যথাসময়ে সালাত আদায় করার ফযীলত ...	২৮১
যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায় ...	২৮২
যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করে নিদ্রা যায় ...	২৮২
সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে পরদিন সেই সময় কাযা করা ...	২৮৩
কিভাবে কাযা সালাত আদায় করতে হবে ...	২৮৪

অধ্যায় : আযান - ২৮৭-৩১৪

আযানের সূচনা ...	২৮৭
------------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠা
আযানের বাক্যগুলো দু'বার বলা	২৮৮
আযানের তরজী'তে আওয়াজ নিচু করা	২৮৮
আযানের বাক্য সংখ্যা কত	২৮৯
আযান দেয়ার নিয়ম	২৮৯
সফরের আযান	২৯২
সফর অবস্থায় একা একা সালাত আদায়কারীর আযান	২৯৩
আবাসে অন্য লোকের আযান যথেষ্ট হওয়া	২৯৪
এক মসজিদের জন্য দু'জন মুয়াযযিন	২৯৫
দুই মুয়াযযিন একই সময়ে আযান দিবে, না পৃথক পৃথক আযান দিবে	২৯৫
সালাতের ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেয়া	২৯৬
ফজরের আযানের সময়	২৯৬
আযান দেয়ার সময় মুয়াযযিন কি করবে	২৯৭
উচ্চস্বরে আযান দেয়া	২৯৭
ফজরের আযানে 'আস্-সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' বর্ধিত করা	২৯৮
আযানের শেষ বাক্য	২৯৯
বৃষ্টির রাতে জামা'আতে উপস্থিত না হয়ে অন্যত্র সালাত আদায় করলে আযান দেয়া	২৯৯
যে ব্যক্তি দুই সালাত একত্রে আদায় করবে, তার আযান প্রথম সালাতের সময়	৩০০
যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে প্রথম সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পড়বে, তার আযান	৩০১
যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়বে তার ইকামত	৩০১
কাযা সালাতের আযান	৩০২
নির্ধারিত সময়ের ও কাযা সালাতের জন্য একই আযান যথেষ্ট, তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য	
পৃথক ইকামত বলা	৩০৩
প্রত্যেক সালাতের জন্য ইকামত যথেষ্ট হওয়া	৩০৩
সালাতের কোন রাক'আত ভুলে গেলে ইকামত বলা	৩০৪
রাখালের আযান দেয়া	৩০৫
এক সালাত আদায়কারীর আযান	৩০৫
এক সালাত আদায়কারীর ইকামত	৩০৫
ইকামত কিভাবে দিবে	৩০৬
প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্য ইকামত বলা	৩০৬
আযান দেয়ার ফযীলত	৩০৭
আযানের জন্য লটারী	৩০৭
এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন বানানো, যে আযানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না	৩০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুয়াযযিন আযানে যে শব্দ উচ্চারণ করে, শ্রোতারও সে শব্দ উচ্চারণ করা ...	৩০৮
আযানের জবাব দেয়ার সওয়াব ...	৩০৮
মুয়াযযিনের অনুরূপ শাহাদাতের বাক্য বলা ...	৩০৯
মুয়াযযিন যখন 'হায্যা আলাস্-সালাহ - হায্যা আলাল্-ফালাহ্' বলবেন, শ্রবণকারী কি বলবে ...	৩০৯
আযানের পর নবী ^{পূর্ণাঙ্গ} ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলৈহি} ^ও ^{আল্লামতু} ^{সাল্লাল্লাহু} ^{আলৈহি} ^ও ^{আল্লামতু} -এর উপর দরুদ পড়া ...	৩১০
আযানের দোয়া ...	৩১০
আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত ...	৩১১
আযানের পর মসজিদ হতে বাইরে না যাওয়ার লুকুম ...	৩১২
সালাত আরম্ভ হওয়ার সময় মুয়াযযিন কর্তৃক ইমামকে অবহিত করা ...	৩১৩
ইমাম বের হওয়ার সময় মুয়াযযিন কর্তৃক ইকামত বলা ...	৩১৪
অধ্যায় : মসজিদ - ৩১৫-৩৩৭	
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত ...	৩১৫
মসজিদের ব্যাপারে গর্ব করা ...	৩১৫
প্রথম মসজিদের আলোচনা ...	৩১৬
মসজিদে হারামে সালাতের ফযীলত ...	৩১৬
কা'বায় সালাত আদায় করা ...	৩১৬
মসজিদুল আকসার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করার ফযীলত ...	৩১৭
মসজিদে নববী ও এর অভ্যন্তরে সালাত আদায় করার ফযীলত ...	৩১৭
তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা ...	৩১৯
মসজিদে কুবা ও তাতে সালাত আদায় করার ফযীলত ...	৩১৯
যে মসজিদের জন্য সওয়াবী প্রস্তুত করা যায় ...	৩২০
গির্জাকে মসজিদ বানানো ...	৩২০
কবরের স্থান সমান করে মসজিদ বানানো ...	৩২১
কবরকে মসজিদরূপে ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা ...	৩২২
মসজিদে আগমনের ফযীলত ...	৩২৩
মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করার নিষেধাজ্ঞা ...	৩২৩
মসজিদে যেতে যাকে নিষেধ করা হবে ...	৩২৩
মসজিদ থেকে যাকে বের করে দেয়া হবে ...	৩২৪
মসজিদে পর্দা লটকানো ...	৩২৪
মসজিদে শিশুদের নিয়ে প্রবেশ করা ...	৩২৫
কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধা ...	৩২৬
মসজিদে উট প্রবেশ করানো ...	৩২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মসজিদে ত্রয়-বিক্রয় ও জুমু'আর সালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসার নিষেধাজ্ঞা	৩২৬
মসজিদে কবিতা পাঠের নিষেধাজ্ঞা	৩২৭
মসজিদে উত্তম কবিতা পাঠের অনুমতি	৩২৭
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার নিষেধাজ্ঞা	৩২৭
মসজিদে হাতিয়ার বের করা	৩২৮
মসজিদে তাশবীক করা	৩২৮
মসজিদে শয়ন করা	৩২৯
মসজিদে নিদ্রা যাওয়া	৩২৯
মসজিদে থুথু ফেলা	৩২৯
মসজিদে কিবলার দিকে কফ ফেলার নিষেধাজ্ঞা	৩৩০
সালাতে সামনে অথবা ডানদিকে থুথু ফেলার ব্যাপারে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা	৩৩০
মুসল্লীর জন্য পেছনে অথবা বামদিকে থুথু ফেলার অনুমতি	৩৩০
কেন্দ্রে পায়ে থুথু মলে বিনাশ করবে	৩৩১
মসজিদকে সুগন্ধিময় করা	৩৩১
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়	৩৩১
বদার পূর্বে সালাতের নির্দেশ	৩৩২
সালাত ব্যতীত মসজিদে বসা ও বের হওয়ার অনুমতি	৩৩২
মসজিদের নিকট দিয়ে গমনকারীর সালাত	৩৩৩
সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান	৩৩৪
উটের বসার স্থানে সালাত আদায়ে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা	৩৩৪
এ ব্যাপারে অনুমতি	৩৩৫
ফজরের ওপর সালাত	৩৩৫
জুমু'আর সিজদা করা যায় এমন ক্ষুদ্র চাটাইয়ের ওপর সালাত	৩৩৫
ফজরের উপর সালাত আদায় করা	৩৩৬
ফজরের উপর সালাত	৩৩৭
অধ্যায় : কিবলা - ৩৩৮-৩৫০	
কিবলার দিকে মুখ করা	৩৩৮
যে অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করা বৈধ	৩৩৮
ইজতিহাদের পর ভুলের প্রকাশ	৩৩৯
মুসল্লীর সুতরা বা আড়াল ব্যবহার করা	৩৩৯
সুতারার নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ	৩৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
এর পরিমাণ	৩৪০
সালাত আদায়কারীর সামনে সুতরা না থাকলে, যাতে সালাত নষ্ট হয় আর যাতে নষ্ট হয় না	৩৪১
মুসল্লী ও তার সুতরার মাঝখান দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী	৩৪৩
এর অনুমতি	৩৪৩
নিদ্রিত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করার অনুমতি	৩৪৪
কবরের দিকে সালাত আদায় করার নিষেধাজ্ঞা	৩৪৪
ছবিওয়ালা কাপড়ের দিকে সালাত আদায় করা	৩৪৪
মুসল্লী এবং ইমামের মধ্যে আড়াল	৩৪৫
একবস্ত্রে সালাত	৩৪৫
এক জামায় সালাত আদায় করা	৩৪৬
ইয়ার পরিধান করে সালাত আদায় করা	৩৪৬
কোন পুরুষের এমন কাপড়ে সালাত আদায় করা যার কিছু অংশ রয়েছে তার স্ত্রীর উপর	৩৪৭
পুরুষের এমন এক বস্ত্রে সালাত আদায় করা যার কোন অংশ স্বক্দের উপর না থাকে	৩৪৭
রেশমী বস্ত্রে সালাত	৩৪৮
নকশা করা কাপড়ে সালাত	৩৪৮
লাল কাপড়ে সালাত	৩৪৮
চাদরে সালাত	৩৪৯
চামড়ার মোজা পরিধান করে সালাত আদায় করা	৩৪৯
জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা	৩৪৯
ইমামতি করার সময় ইমাম জুতা কোথায় রাখবেন	৩৫০

অধ্যায় : ইমামত - ৩৫১-৩৯৬

ইমামত, জামা'আত : আলিম এবং মর্যাদাবানদের ইমামতি	৩৫১
অত্যাচারী শাসকদের সাথে সালাত আদায় করা	৩৫১
কে ইমাম হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি	৩৫২
বয়ঃজ্যেষ্ঠকে ইমাম মনোনীত করা	৩৫৩
একদল লোকের এমন স্থানে একত্র হওয়া যেখানে সকলেই সমান	৩৫৩
যদি দলে শাসক উপস্থিত থাকেন	৩৫৩
প্রজার ইমামতির সময় শাসক আসলে	৩৫৪
অধীনস্থের পেছনে শাসকের সালাত আদায় করা	৩৫৫
যিয়ারতকারীর ইমামতি	৩৫৫
অন্ধের ইমামতি	৩৫৬
বালেগ হওয়ার পূর্বে ইমামতি	৩৫৬

বিষয়

পৃষ্ঠা

ইমামকে দেখলে দাঁড়ানো	৩৫৭
ইমামের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে	৩৫৭
মুসল্লী দাঁড়ানোর পর ইমামের স্বরণ হলো, তিনি পবিত্র নন	৩৫৮
ইমাম অনুপস্থিত থাকলে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা	৩৫৮
ইমামের অনুসরণ করা	৩৫৯
যে ইমামের অনুসরণ করেছে তার অনুসরণ করা	৩৬০
তিনজন মুসল্লী হলে ইমামের স্থান এবং এ ব্যাপারে মতভেদ	৩৬১
তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা হলে	৩৬২
দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হলে	৩৬২
ইমামের সাথে শিশু এবং নারী থাকলে ইমামের স্থান	৩৬৩
মুকতাদী শিশু হলে ইমামের স্থান	৩৬৪
ইমামের কাছে কে দাঁড়াবে এবং তার কাছে কে দাঁড়াবে	৩৬৪
ইমামের বের হওয়ার পূর্বেই কাতার ঠিক করা	৩৬৫
ইমাম কিরূপে কাতার সোজা করবেন	৩৬৫
ইমাম কাতার ঠিক করতে কী বলবেন	৩৬৬
'সোজা হয়ে দাঁড়াও' কতবার বলবেন	৩৬৭
কাতার ঠিক করতে ইমামের উৎসাহ দান	৩৬৭
দ্বিতীয় কাতারের উপর প্রথম কাতারের ফযীলত	৩৬৮
শেষের কাতার	৩৬৮
যে ব্যক্তি কাতার মিলায়	৩৬৮
নারীর উত্তম কাতার ও পুরুষের নিকৃষ্ট কাতার প্রসঙ্গ	৩৬৯
ভক্তসমূহের মধ্যে সালাত	৩৬৯
কাতারের মধ্যে যে স্থান মুস্তাহাব	৩৭০
ইমাম কর্তৃক সালাত সহজ করা	৩৭০
ইমামের জন্য লম্বা করার অনুমতি	৩৭১
ইমামের জন্য সালাতে যা বৈধ	৩৭১
ইমাম থেকে অগ্রগামী হওয়া	৩৭১
মুসল্লী কর্তৃক ইমামের সালাত থেকে বের হয়ে মসজিদের কোন প্রান্তে পৃথক সালাত আদায় করা	৩৭৩
বসে সালাত আদায়কারী ইমামের পেছনে ইকতিদা করা	৩৭৪
ইমাম ও মুকতাদীর নিয়্যতের ভিন্নতা	৩৭৭
জামা'আতের ফযীলত	৩৭৮
তিনজনের জামা'আত	৩৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
তিনজনের একজন পুরুষ, একজন বালক এবং একজন মহিলার জামা'আত	৩৭৯
দুইজনের জামা'আত	৩৭৯
নফল সালাতের জামা'আত	৩৮০
কাযা সালাতের জামা'আত	৩৮১
জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি	৩৮২
জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি	৩৮২
সালাতের আযান দিলে তার হিফায়ত করা	৩৮৩
জামা'আত ত্যাগের ওয়র	৩৮৪
জামা'আত প্রাপ্তির সীমা	৩৮৫
একাকী সালাত আদায় করে পরে জামা'আতে আদায় করা	৩৮৬
একাকী ফজরের সালাত আদায় করলে পুনরায় জামা'আতে আদায় করা	৩৮৬
সময় চলে গেলে জামা'আতে পুনঃ সালাত আদায় করা	৩৮৭
মসজিদে ইমামের সঙ্গে জামা'আতে সালাত আদায় করলে...	৩৮৮
সালাতের জন্য দৌড়ানো	৩৮৮
সালাতের জন্য না দৌড়ে দ্রুত গমন করা	৩৮৮
আগে-ভাগে সালাতে উপস্থিত হওয়া	৩৮৯
ইকামতের সময় যে সালাত মাকরুহ	৩৯০
যে ফজরের দুই রাক'আত আদায় করছে অথচ ইমাম সালাতে	৩৯১
কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায়কারী	৩৯১
কাতারের বাইরে রুকু' করা	৩৯২
যোহরের পর সালাত	৩৯৩
আসরের সালাতের পূর্বে সালাত	৩৯৩
অনুবাদক পরিচিতি	৩৯৫

ভূমিকা

ইলমে হাদীস : একটি পর্যালোচনা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপরও আল্লাহর অনুগ্রহ কর্তৃত্ব হোক।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-সুত্ত, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে কুরআন আযীমের নির্কুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর যে ওহী নাযিল করেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ-“ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা”—(উমদাতুল ক্বারী, ১ খ. পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান— যা প্রত্যক্ষ ওহী (وحي متلو) -র মাধ্যমে প্রাপ্ত— যার নাম ‘কিতাবুল্লাহ’ বা ‘আল-কুরআন’। এর ভাণ্ড ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা হক্ক আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান— যা প্রথম প্রকার জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহী (وحي غير متلو) -র মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম ‘সুন্নাহ’ বা ‘আল-হাদীস’। এর ভাণ্ড আল্লাহর, কিন্তু নবী করীম পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। বরং এর ভার নাস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন— তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী ﷺ-এর বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী।” (সূরা নাজম : ৩-৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ -

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমি অবশ্যই তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তাঁর কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম।” (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন— নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না”। (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)।

“আমার নিকট জিবরাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিলেন।” (নাইলুল আওতার ৫-খ. পৃ. ৫৬)।

“জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস।” (আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, দারিমী)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা হাশর : ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আব্বাসী বদরুদ্দীন আল-আইনী (র) লিখেছেন, “দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।”

আব্বাসী কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাস্কিক অর্থে হাদীস (حديث) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায়, মহানবী ﷺ আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরি হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে, তাকে কওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব, যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যে সব কথা ও কাজ মহানবী ﷺ-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব, যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরি (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুনাত (سنة)। সুনাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তাই সুনাতুন নবী। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা প্রমাণ করে বা প্রকাশ করে, তাই সুনাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুনাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিকহ শাস্ত্রে সুনাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুনাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر) -ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি দ্বারা যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (أثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছার-এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীগণের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে গুরুত্ব তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'। অর্থাৎ হাদীসগুলোর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম জড়িত আছে ঠিকই, কিন্তু বিশেষ কারণে তা মাওকূফ রাখা হয়েছে বা উল্লেখ করা হয়নি।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী বলে।

তাবেঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন -তাঁকে তাবেঈ বলে।

মুহাদ্দিস : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিকহ-এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে হাফিয (حافظ) বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে হাকিম বলে।^১

রাবী : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাঁকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে রিজাল শাস্ত্র (فن اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়ত : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়ত (روایت) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়ত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়ত (হাদীস) আছে।

সনদ : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফু : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মারফু (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকুফ : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثر)।

মাকতূ : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

মুত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

১. প্রকাশ থাকে যে, হাফিয, হুজ্জাত ও হাকিম পরিভাষাত্রয়ের উল্লিখিত ব্যাখ্যা সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও মুহাক্কিক 'উলামায়ে কিরামের নিকট স্বীকৃত নয়। তাদের মতে 'হাফিয' সেই ব্যক্তি, যার সনদ ও মতনসমূহের উপর সামগ্রিক দৃষ্টি আছে; 'হুজ্জাত' সেই ব্যক্তি, মতন ও সনদের শুদ্ধাশুদ্ধ সম্পর্কে যার মতকে দলীল মনে করা হয়। এ শব্দটি 'ইমাম'-এর সমার্থক। আর 'হাকিম' হাদীস শাস্ত্রের কোন পরিভাষা নয়। এককালে এটা কাযী বা বিচারক অর্থে প্রযুক্ত হত।

মুনকাতি : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে গেছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মু'আল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথমদিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক (معلق) হাদীস বলে। আর এইরূপ বাদ পড়াকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনও কখনও তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। কোন কোন গ্রন্থকার কোন কোন হাদীসের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এটিও তা'লীকের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, ইমাম বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খ (উস্তাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তাঁর নিকট সেই হাদীস শোনেন নি, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' (تدليس) বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে 'মুদাল্লিস' বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়-যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج-প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম। অবশ্য যদি এ দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দৃশ্যীয় নয়।

মুতাবি' ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি' (متابع) বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাত (متابعة) বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত (شهادة) বলে। মুতাবাত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মা'রুফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে-অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মা'রুফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যবৃত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যবত গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণে হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়- অন্যথায (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযু : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি— যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তাঁর হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রিওয়ায়াত করেছেন- যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحاد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহূর : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে কুদসী বলে (যেমন হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার রহমত ক্রোধের উপর প্রবল। —মুসলিম, হাদীস নং ৬৯০৪)। এ ধরনের হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (حديث الهی) বা হাদীসে রব্বানী (حديث ربانى) -ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হি : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হি (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালাত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে শিরক, বিদআত, ফিসক,

কবীরা গুনাহ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা এবং শিষ্টাচার বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা—যেমন হাটে-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণাবিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যবত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ থেকে শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে যবত (ضبط) বলে।

সিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাকে সিকাহ (ثقه). সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি : যে সব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি (الجامع) বলে। সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবল শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহ গ্রন্থের বিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয়, তাকে সুনান (السنن) বা মুসন্নাফ (المصنف) বলে। যেমন সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবন মাজাহ, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এ হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ : যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পর পর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জাম : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুস্তাদরাক : যে সব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে शामिल করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়—সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুস্তাদরাক (المستدرک) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে, তাকে রিসালা (رساله) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তাহ : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ (الصحيح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজাহ্‌র পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ : সিহাহ সিত্তাহর অপর চারটি গ্রন্থ— আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্‌কে একত্রে সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন :

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক', 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ ও জামি তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানে দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদে ইমাম আহমদকেও এ স্তরে शामिल করা যেতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদে আবু ইয়া'লা, মুসনাদে আবদুর রাযযাক এবং ইমাম বাযহাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুয-যুআফা, ইব্নু 'আদী'র আল-কামিল এবং খতীব আল-বাগদাদী ও আবু নুআয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান হয় নি, সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি সুবৃহৎ কিতাব। এতে ৭শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরাবলম্বিত (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার বাদে ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদে) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্ন আহমাদ সামারকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈগণের আছারসহ এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিতায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে— হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের একাধিক সনদসূত্র রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় **اِنَّمَا بِالْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে— তাদবীন, পৃ. ৫৪)। আর আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে, সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংরক্ষণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন :

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا -

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফায়ত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি।” (তিরমিযী, ২. খণ্ড, পৃ. ৯০)

মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।” (বুখারী)

তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে” (মুসতাদরাক হাকিম, ১খ. পৃ. ৯৫)।

তিনি আরও বলেন : “আমার পর লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হবে এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করবে।” (মুসনাদে আহমদ)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।” (বুখারী)

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী ﷺ বলেন :
 “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়।” (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীগণের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, এরপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্বরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্বরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী ﷺ যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ অগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, এরপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। আর তাঁর হাদীস মুখস্থ করার বিষয়ই বটে।” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)

উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নির্দেশই দিতেন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : “আমরা মহানবী ﷺ-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন— আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক-একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম— তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সব কিছু মুখস্থ হয়ে যেত।” (মাজমাউয়-যাওয়াইদ ১খ, পৃ. ১৬১)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : “আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অধ্যয়ন করি।” (দারিমী)

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস-সুফফা) কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

লেখনীর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। “হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইনতিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে” বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে— কেবল এই আশঙ্কায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন :

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ -

“তোমরা আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ছাড়া আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।”-(মুসলিম)

কিন্তু যেখানে বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না, মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : “হে আল্লাহর রাসূল ! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই স্বরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন : আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখে রাখতে পার।” —(দারিমী)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন : “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। একথা বলার পর আমি হাদীস লেখা ত্যাগ করলাম। এরপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন :

اُكْتُبْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ -

“তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।” (আবু দাউদ, দারিমী)।

তার সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন— যা আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট শুনেছি।” (উলূমুল হাদীস পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে কিন্তু আমি মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বলেন :

اسْتَعْنِ بِيَمِينِكَ وَأَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ -

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও” -এরপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন। (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন : “মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরম্ভ করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী করীম ﷺ ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন।” (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন : “আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।” (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশক ও বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

সুন্না নাসাদি শরীফ (১ম খণ্ড)–

আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন : আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ -এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। এরপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি। (মুসতাদরাফ হাকিম, ৩খ. পৃ. ৫৭৩)। রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন। (মুসনাদে আহমাদ)

আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হারম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ ছিল। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটাই ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত। (জামে বায়ানিল ইমম, ১খ. পৃ. ১৭)

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায়ে পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হৃদয়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজ্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যে সব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ -এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা) এর সহীফায়ে সহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন- তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়াব, উরওয়া ইব্নু যুযায়র, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্ন সীরীন, নাফি, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী গুরায়হ, মাসরুক, মাকহুল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক-একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ -এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব'ই-তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাব'ই-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈগণের বর্ণিত ও লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য সরকারি ফরমান প্রেরণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইব্ন হাযম-এর নিকট প্রেরিত ফরমানটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

أَنْظُرَ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَاتَبَهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ وَلِيَفْشُوا الْعِلْمَ وَلِيَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَإِيْهِلِكَ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا *

“রাসূলুল্লাহ পাঠ্যবস্তু -এর হাদীস যা কিছু পাওয়া যায়, ত্বর প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা বোধ করছি। আর নবী করীম পাঠ্যবস্তু -এর হাদীস ব্যতীত আর কিছুই যেন গ্রহণ করা না হয়। লোকেরা যেন এই ইলমে হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। হাদীস শিক্ষাদানের জন্য যেন মজলিস অনুষ্ঠিত হয়; যারা জানে না, তারা যেন শিখে নিতে পারে। কেননা ইলম গোপন করা হলেই তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।” (বুখারী, খ. ১. পৃ. ২০)

ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। একালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে ‘কিতাবুল আসার’ সংকলন করেন। এযুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামি’ সুফয়ান সাওরী, জামি’ ইবনুল মুবারক, জামি’ ইমাম আওয়াঈ, জামি’ ইবন জুরায়জ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম-বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ (র) তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানুদ দারা কুতনী, সহীহ ইবন হিব্বান, সহীহ ইবন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু’জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস-সুন্নাহ, নায়লুল আওতার সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২খ্রি.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীসের চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান প্রতদধ্বলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমানকাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী পাঠ্যবস্তু -এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম নাসাঈ ও তাঁর সুনান গ্রন্থ

ইমাম নাসাঈ (র)

পরিচয় : হাদীস সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে যে সকল মনীষী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম নাসাঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্ন শুআযব ইব্ন আলী ইব্ন সিনান ইব্ন দীনার নাসাঈ খুরাসানী, উপাধি- শায়খুল ইসলাম, হাফিয়, সাহিবুস সুনান।

জন্ম ও শৈশব

ইমাম নাসাঈ (র) ২১৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসানের 'নাসা' নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাসা' এবং খুরাসানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে যথাক্রমে নাসাঈ ও খুরাসানী বলা হয়। তিনি মূল নামের পরিবর্তে ইমাম নাসাঈ হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত হন।

ইমাম নাসাঈ-এর শৈশবকালীন লেখাপড়া সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা না গেলেও ধরে নেয়া যায় যে, তিনি নিজ শহর 'নাসা'-তেই-কুরআন-হাদীস, আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ফিকহ, আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষা লাভ

মাত্র পনের বছর বয়সে ইমাম নাসাঈ (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তদানিন্তন মুসলিম বিশ্বের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ সফরে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাক, খুরাসান, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর ও আল-জাযীরার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ

কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াযহ, হিশাম ইব্ন আয্মার, ঈসা ইব্ন হাম্মাদ, হুসায়ন ইব্ন মানসূর সুলামী নিশাপুরী, আমর ইব্ন আলী, সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর, হান্নাদ ইব্ন সারী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, মাহমূদ ইব্ন গায়লান, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা, আলী ইব্ন হুজর, ইমরান ইব্ন মুসা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ, আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআছ সিজিস্তানী, হারিস ইব্ন মিসকীন প্রমুখ।

শিক্ষকতা

ইমাম নাসাঈ (র) মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে অবশেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার জন্যে খুব শীঘ্রই দেশ-দেশান্তরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর দরসের মজলিসে ভিড় জমাতে শুরু করে।

উন্নয়ন অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে বিশিষ্ট ছাত্রগণ

আবু বিশ্বর দ্বালাবী, আবু-আলী হুসায়ন নিশাপুরী, হামযা ইবন মুহাম্মদ কিনানী, আবু বকর আহমদ ইবন ইসহাক সররী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইবন আহমদ তাবারানী, আবু জাফর তাহাবী, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ হাদ্দাদ শাফিঈ, আবদুল করীম ইবন আবী আবদুর রহমান নাসাঈ, মুহাম্মাদ ইবন মূসা মামুনী, আবু জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল নাহহাস।

মিসর ত্যাগ ও ইস্তিকাল

দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিনি ৩০২ হিজরী/ ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকে বসবাস করেন। কিন্তু সেখানে বাস করাও তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে উঠল। তিনি দামেশকে পৌছার পর দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই উমায়্যাপন্থী এবং আলী (রা)-এর বিরোধী। এ অবস্থায় তিনি জনসাধারণের মানসিক সংশোধনের লক্ষে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসায় ‘কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাদলি আলী ইবন আবী তালিব’ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এরপর দামেশকের মসজিদে সমবেত জনসাধারণকে তিনি গ্রন্থটি পাঠ করে শুনালেন। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা ইমাম নাসাঈর নিকট হযরত আমীর মু‘আবিয়া (রা)-এর মাহাত্ম্য জানতে চাইল। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু উত্তর তাদের মনঃপুত না হওয়ায় তারা হতাশ ও ক্ষোভিত হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হলো।

এরপর নিগৃহীত ও অসুস্থ ইমামের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মক্কা মুআজ্জমায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই তিনি ৩০৩ হিজরী / ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তিকাল করেন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। কতান্তরে তাঁকে ফিলিস্তিনের রামলা নামক শহরে পৌঁছে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ইস্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন আল্লাহ-ভীরু ও সুন্নাহর প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি সওমে দাউদী পালন করতেন।

ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মন্তব্য

১. হাফিয আলী ইবন উমর বলেন : “হাদীসের বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উলামা ও মুহাদ্দিসীন-এর নিকট অতি বিশ্বস্ত।” (তাহযীবুল কামাল)

২. মুহাদ্দিস মামুন মিসরী বলেন : “আমরা একদা ইমাম নাসাঈ-এর সঙ্গে তরসূস শহরে গমন করি। তাঁর নাম শুনে সেখানে অনেক মাশায়েখ সমবেত হলেন, তাঁরা সকলেই ইমাম নাসাঈকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস হিসেবে মেনে নিলেন এবং লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করলেন যে, ইমাম নাসাঈ যুগশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস।” (তাহযীবুল কামাল)

৩. হাকিম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন : আমি আবু আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি, “মুসলমানদের মধ্যে চারজন হাফিয রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম।” (তাহযীবুল কামাল)

৪. ইবনুল হাদ্দাদ শাফিঈ বলেন : “আল্লাহ ও আমার মধ্যে ইমাম নাসাঈকে আমি মাধ্যম বানিয়েছি। (তাহকিরাতুল হুফফায়)

৫. মানসূর ফকীহ ও আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন : “নাসাঈ মুসলমানদের অন্যতম ইমাম।” (তাবাকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা)

৬. হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবন তাহির মাকদিসী (র) বলেন : “একবার আমি সা‘দ ইবন ‘আলী যানজানীর নিকট জনৈক রাবীর

অবস্থা জানতে চাইলাম। সে রাবী নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আমি বললাম— ইমাম নাসাঈ তো সে রাবী যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। তখন তিনি বললেন : বৎস ! শোন, হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত এত কঠিন যে, এ বিষয়ে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম অপেক্ষাও এক ধাপ আগে রয়েছেন।” (তায়কিরাতুল হুফায ও সিয়াকু আ'লামিন নুবালা)

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলী

ইমাম নাসাঈ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. আস-সুনানুল কুবরা, ২. আল-মুজতাবা (সুনানে নাসাঈ), ৩. কিতাবুল খাসাইস ফী ফাদলি আলী ইব্ন আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত, ৪. কিতাবুদ দুআফা ওয়াল মাতরুকীন, ৫. তাসমিয়াতু ফুকাহাইল আমসার মিন আসহাবি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ামান বা'দাহুম মিন আহলিল মাদীনা, ৬. ফাদাইলুস সাহাবা, ৭. তাফসীর, ৮. কিতাবু আ'মালিল যাওমি ওয়াল লায়লা, ৯. তাসমিয়াতু মান লাম য়ারবি আনহু গায়রু রাজুলিন ওয়াহিন।

সুনানে নাসাঈ-র পরিচয় ও গুরুত্ব

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাসাঈ শরীফ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থের কারণেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি সমসাময়িককালের অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। প্রথমত তিনি 'আস-সুনানুল কুবরা' নামে একখানি বৃহদায়তনের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে সহীহ ও যঈফ সব রকমের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আস-সুনানুল কুবরার কলেবর হ্রাস করে এবং শুধু সহীহ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করে আস-সুনানুল কুবরার সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ তিনি আল-মুজতাবা (আস-সুনানুস সুগরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে প্রচলিত আস-সুনান গ্রন্থটিই হলো সেই আল-মুজতাবা।

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনানে নাসাঈর স্থান চতুর্থ এবং সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়। অবশ্য মুহাম্মদ আবদুল আযীয খাওলী (র) তাঁর 'মিফাতাহুস-সুন্নাহ' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে এর স্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীসের দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ অধিকতর বিশদ ও ব্যাপক। এ গ্রন্থে ৫,৭৬১টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুনানে নাসাঈ-র বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম নাসাঈ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর এ সুনান গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এমনকি রুকু-সিজদার তাসবীহ ও দু'আ এবং অন্যান্য সর্ব প্রকারের দু'আ সম্পর্কিত বহু হাদীস এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. ইমাম নাসাঈ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন প্রসঙ্গ ও শিরোনামকে 'কিতাব' বলে নামকরণ করেছেন। যথা : কিতাবুত তাহারাতি, কিতাবুল জানাইয প্রভৃতি।

৩. মাসআলা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে একই রিওয়াযাতকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

৪. এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ হাদীসের সূত্রগুলোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।

৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধির অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

৬. সুনানে নাসাঈ-র রচনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর। হাকিম নিশাপুরী বলেন : “সুনানে নাসাঈ যে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে, সে এর অপূর্ব বিন্যাস শৈলী দেখে অভিভূত হবে।” (মিফতাহুস সা’আদাহ ও সিয়রু আ’লামিন নুবাল)

৭. এ গ্রন্থে হাদীস সমালোচনার শাস্ত্রীয় পন্থায় সনদ ও মতনের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৮. এ গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৯. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় ইমাম নাসাঈ-র এ সুনান গ্রন্থে অনেক বেশি বাব (بَاب) বা পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি কিতাব (كِتَاب) বা অধ্যায়ের অধীনে বিপুল সংখ্যক বাব আনা হয়েছে এবং বাবগুলোও সুস্বভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুনানে নাসাঈ-র ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ

বিশুদ্ধতা ও বিন্যাসের দিক থেকে সুনানে নাসাঈ যে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী, সে অনুপাতে এর ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হল, এ সুনানের বর্ণনাভাঙ্গি খুবই সহজ-সরল, এর অর্থ স্পষ্ট, সূত্র পরিষ্কার এবং শিরোনাম অনেক। এতদসত্ত্বেও সুনানে নাসাঈ-র কিছু ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন :

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) ‘যাহরুর রুবা আলাল মুজতাবা’ নামে এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো, কানপুর ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

২. মরক্কোর ফকীহ আলী ইব্ন সুলায়মান আদ-দামনাতী আল-বাজমাউবী (মৃ. ১৩০৬ হি. / ১৮৮৯ খ্রি.) আস-সুয়ূতীর ভাষ্য গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সার ‘উরফু যাহরির রুবা’ নামে প্রস্তুত করেন। ১৩৯৯ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল হাদী আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৮ হি. / ১৭২৬ খ্রি.) সুনানে নাসাঈ-র উপর টীকা লিখেন। ১৩৫৫ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. আবু আবদির রহমান পাঞ্জাবী ও মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ আস-সুয়ূতীর ভাষ্য ও আস-সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ প্রকাশ করেন দিল্লী থেকে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।

৫. আশ-শায়খ হাসান মুহাম্মাদ আল-মাসউদীর তত্ত্বাবধানে সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ কায়রো থেকে ১৯৩০-৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ ভূজিয়ানীকৃত ‘আত-তালীকাতুস সালাফিয়া’সহ সুনানে নাসাঈ লাহোর থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭. আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী আল-আন্দালুসী (মৃ. ৭৫৬ হি.) الامعان في شرح سنن النسائي নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ লিখেন।

৮. হাফিয মুহাম্মাদ ইব্ন আলী দামিশকী (মৃ. ৭৬৫ হি.) সুনানে নাসাঈ-র একটি ভাষ্য গ্রন্থ সূচনা করেন।

৯. আল্লামা ইব্ন মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি.) ‘যাওয়াইদুন নাসাঈ’ নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১০. আল্লামা ইশফাকুর রহমান কান্দলবী (র) সুযুতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকা সংক্ষিপ্ত করে এবং আসমাউর রিজাল সংযোজন করে ১৩৫০ হিজরীতে সুনানে নাসাঈ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন।

১১. সিহাহ সিত্তাহর উর্দু অনুবাদক মাওলানা নওয়াব ওয়াহীদুয যামান হায়দরাবাদী 'রাওদুর রুবা আন তারজামাতিল মুজতাবা' নামে সুনানু নাসাঈ-র একটি উর্দু অনুবাদ লাহোর থেকে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. অনুবাদের ক্ষেত্রে সুনানে নাসাঈ-র উপমহাদেশীয় সংস্করণের অনুসরণ করা হয়েছে।
২. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।
৩. সনদের যেখানে তাহবীল রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. আরবী, ফার্সী ও উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক
অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য
সুনানু নাসাঈ শরীফ
সম্পাদনা পরিষদ

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

অধ্যায় : পবিত্রতা

আলেম-ই-রব্বানী, আল-হাফিয, আল-হুজ্জাত, আস্-সামাদানী ইমাম শায়খ আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব ইবন আলী ইবন বাহুর আন-নাসাঈ (র) আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ -

“হে মু'মিনগণ ! তোমরা যখন তোমাদের সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।” (৫ : ৬)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন :

١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي وُضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ *

১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পানিতে না ঢোকায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় পৌঁছেছিল।

بَابُ السُّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের বেলা সালাত আদায় করতে উঠলে মিসওয়াক করা

٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ *

২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিবেলা সালাত আদায় করতে উঠলে মিসওয়াক দ্বারা আপন দাঁত মাজতেন।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ

পরিচ্ছেদ : মিসওয়াক কিভাবে করতে হবে

৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنْ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ عَاً *
 ৩. আহমদ ইবন আবদাহ্ (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন আর মিসওয়াকের একপার্শ্ব তাঁর জিহ্বার উপর ছিল এবং 'আ' 'আ' করছিলেন।

بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الْإِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ

পরিচ্ছেদ : ইমাম তাঁর অধঃস্তনের সামনে মিসওয়াক করবেন কি

৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فَكِلَاهُمَا يَسْأَلُ الْعَمَلَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَاشَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قُلْتُ فَقَالَ إِنَّا لَا أَوْ لَنْ تُسَيِّعِينَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرَدَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا *
 ৪. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু বুরদা (রা) [তাঁর পিতা] আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম, আমার সঙ্গে ছিল আশ'আর গোত্রের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানদিকে আর অন্যজন ছিল আমার বাঁদিকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে কাজ চাইল। আমি বললাম : যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাদের অন্তরে কি ছিল তা আমাকে অবগত করেনি আর আমিও বুঝতে পারিনি যে, তারা কাজ চাইবে। আমি তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে রাখা মিসওয়াকের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর ঠোঁট তখন উঁচু ছিল। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কাজ চায় আমরা তাকে কাজ দিই না। তবে তুমি যাও, পরে আবু মুসাকে ইয়ামানে পাঠান আর মুয়ায ইবন জাবালকে তাঁর অনুগামী করলেন।

৪. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু বুরদা (রা) [তাঁর পিতা] আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম, আমার সঙ্গে ছিল আশ'আর গোত্রের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানদিকে আর অন্যজন ছিল আমার বাঁদিকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে কাজ চাইল। আমি বললাম : যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাদের অন্তরে কি ছিল তা আমাকে অবগত করেনি আর আমিও বুঝতে পারিনি যে, তারা কাজ চাইবে। আমি তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে রাখা মিসওয়াকের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর ঠোঁট তখন উঁচু ছিল। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কাজ চায় আমরা তাকে কাজ দিই না। তবে তুমি যাও, পরে আবু মুসাকে ইয়ামানে পাঠান আর মুয়ায ইবন জাবালকে তাঁর অনুগামী করলেন।

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السَّوَاكِ

পরিচ্ছেদ : মিসওয়াকের প্রতি উৎসাহ দান

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّوَاكُ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ *

৫. হুমায়দ ইবন মাসআদাহ ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়।

الْإِكْتَارُ فِي السَّوَاكِ

বারবার মিসওয়াক করা

٦. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ *

৬. হুমায়দ ইবন মাসআদাহ ও ইমরান ইবন মূসা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মিসওয়াক করার ব্যাপারে তোমাদেরকে অত্যধিক উৎসাহিত করেছি।

الرُّخْصَةُ فِي السَّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

সিয়াম পালনকারীর জন্য অপরাহ্নে মিসওয়াক করার অনুমতি

٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ *

৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

السَّوَاكُ فِي كُلِّ حِينٍ

সর্বদা মিসওয়াক করা

.. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ مَسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَابِثَةَ بَأَى شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسَّوَاكِ *

৮. আলী ইবন খাশরাম (র) - - - - শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথমে কি করতেন ? তিনি বলেন : মিসওয়াক করতেন।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ : الْأَخْتِثَانِ

ফিতরত প্রসঙ্গ : খাতনা

.. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْأَخْتِثَانِ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْأَبْطِ *

৯. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্গত। খাতনা করা, নাভীর নিম্নভাগের লোম চেঁছে ফেলা, গৌফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

নখ কাটা

.. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِّنْ الْفِطْرِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْأَبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ *

১০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। গৌফ ছাঁটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নাংশের লোম চেঁছে ফেলা এবং খাতনা করা।

نَتَفُ الْأَبْطُ

বগলের পশম উপড়ে ফেলা

১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتَفُ الْأَبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَآخُذُ الشَّارِبِ *

১১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। খাতনা করা, নাতীর নিম্নাংশের লোম চেঁছে ফেলা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা এবং গৌফ ছাঁটা।

حَلْقُ الْعَانَةِ

নাতীর নিম্নাংশের লোম চাঁছা

১২. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ قَصْرُ الْأَظْفَارِ وَآخُذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ *

১২. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের ফিতরাত হলো নখ কাটা, গৌফ ছাঁটা এবং নাতীর নিম্নাংশের লোম চেঁছে ফেলা।

قَصُّ الشَّارِبِ

গৌফ ছাঁটা

১৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

১৩. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গৌফ না ছাঁটে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

التَّوَقُّيْتُ فِي ذَلِكَ

উল্লিখিত কাজসমূহের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ

১৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَا لَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَصْرِ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلَقِ الْعَانَةِ وَتَنْفِ الْأَبْطِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

১৪. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নভাগের লোম চেঁছে ফেলার ও বগলের পশম উপড়ে ফেলার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ কাজগুলো চল্লিশ দিনের বেশি সময় পর্যন্ত ফেলে না রাখি। রাবী বলেন আরেকবার চল্লিশ রাতের কথাও বলেছেন।

إِحْفَاءُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيِ

গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি বর্ধিত করা

১৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ *

১৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা গোঁফ খাট কর এবং দাড়ি বর্ধিত কর।

الْإِبْعَادُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনের সময় দূরে গমন করা

১৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فَضِيلٍ وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَلَاءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ *

১৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবু কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ময়দানের দিকে বের হলাম। যখন তিনি পায়খানা-পেশাব করার ইচ্ছা করতেন তখন (লোকালয় হতে) দূরে গমন করতেন।

১৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ قَالَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ ائْتِنِي بَوْضُؤُ فَاتَيْتَهُ بَوْضُؤً فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ - قَالَ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِي *

১৭. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন পায়খানা-পেশাবের স্থানের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন (লোকালয় হতে) দূরে চলে যেতেন। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক সফরে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে (লোকালয় হতে) দূরে গিয়েছিলেন। তারপর বললেন, আমার জন্য উযূর পানি আন। আমি তাঁর জন্য উযূর পানি আনলাম। তিনি উযূ করলেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন।

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

দূরে না যাওয়ার অনুমতি

১৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى سُبَّاطَةٍ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَدَعَانِي وَكُنْتُ عِنْدَ عَقْبِيهِ حَتَّى فَرَعْتُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ *

১৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ফেলবার স্থান পর্যন্ত গেলেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে দাঁড়িলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি (এসে) তাঁর গোড়ালির কাছে (অর্থাৎ নিকটেই) থাকলাম, যাবৎ না তিনি পেশাবের কাজ সমাধা করলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন।

الْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

পায়খানা-পেশাবের স্থানে প্রবেশ করার সময় দোয়া পাঠ করা

১৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ *

১৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানা-পেশাবের স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন পড়তেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি- পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে।"

الْنَهْيُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলামুখী হওয়া নিষেধ

২০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ

ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَائِينِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا *

২০. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - রাফি' ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইয়্যুব আনসারী (রা)-এর মিসর অবস্থানকালে তাঁকে বলতে শুনেছেন— আল্লাহর শপথ! আমি জানি না কিভাবে (মিসরের) এই পায়খানাগুলো ব্যবহার করবো। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মল-মূত্র ত্যাগের উদ্দেশ্যে গমন করবে, তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে।

النَّهْيُ عَنْ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে পেছনে রেখে বসা নিষেধ

٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا *

২১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু আইয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পেশাব ও পায়খানার জন্য তোমরা কিবলামুখী হয়ে এবং কিবলাকে পেছনে রেখে বসবে না; বরং পূর্বদিক ও পশ্চিম দিক ফিরে বসবে।^১

الْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের সময় পূর্ব অথবা পশ্চিমদিকে ফিরে বসার নির্দেশ^২

٢٢. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشْرِقْ أَوْ لِيُغْرِبْ *

১. যেহেতু মদীনা কিবলার উত্তরদিকে অবস্থিত, তাই পূর্বদিক বা পশ্চিমদিকে ফিরে বসার কথা বলা হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পেছনে রেখে বসা নিষিদ্ধ। - অনুবাদক
২. এ নির্দেশ তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা কা'বা হতে উত্তর বা দক্ষিণদিকে অবস্থান করে।

২২. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন (পায়খানার জন্য) ঢালু জমির দিকে যাবে তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে না বসে এবং সে যেন পূর্ব ও পশ্চিমদিকে মুখ করে বসে।

الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

ঘরের ভেতর কিবলামুখী হয়ে বসার অনুমতি

২৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَمِّهِ وَأَسَمِ بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ *

২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (একদিন) আমাদের ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে দু'টি ইটের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছি।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পেশাব করার সময় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ

২৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ الْقَنَادُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ *

২৪. ইয়াহয়া ইব্ন দুরস্ত (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব করবে, তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে।

২৫. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ *

২৫. হানাদ ইব্ন সাররী (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পায়খানা বা পেশাবখানায় প্রবেশ করবে, তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে।

১. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ঘরের ভেতরে ও বাইরে কোথাও কিবলামুখী হয়ে কিংবা কিবলাকে পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানায় বসার অনুমতি নেই। এ হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বকার ঘটনা কিংবা নবী করীম (সা) বিশেষ কোন ওজরবশত ঐরূপ করেছিলেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبَوْلِ فِي الصُّحْرَاءِ قَائِمًا

মাঠে-ময়দানে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি

২৬. أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا *

২৬. মুআম্মাল ইবন হিশাম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا *

২৭. মুহাম্মদ ইবন বাশশার - - - - হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

২৮. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا بِهِزٌ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَشَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُورُ الْمَسْحَ *

২৮. সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ (র) - - - - হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ আবর্জনা ফেলবার স্থানে গমন করলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।

الْبَوْلُ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

ঘরের ভেতর বসে পেশাব করা

২৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا *

২৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তোমাদের বলে যে; রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করবে না। (কেননা) তিনি বসেই পেশাব করতেন।

১. বসতে অসুবিধা ছিল বিধায় তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। -অনুবাদক

الْبَوْلُ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

কোন সুত্রার^১ দ্বারা আড়াল করে পেশাব করা

৩. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَقَالَ لِإِنِّهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْظَرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرَأَةُ فَسَمِعَهُ فَقَالَ أَوْ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيطِ فَتَنَاهُمُ صَاحِبُهُمْ فَعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ *

০০. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন হাসানা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের কাছে আগমন করলেন। তাঁর হাতে চামড়ার তৈরি ঢালের মত একটি বস্তু ছিল। তিনি তা স্থাপন করলেন। এরপর তার পেছনে বসলেন এবং সেদিকে ফিরে পেশাব রুন্নলেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, তুমি কি জান না যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি শাস্তি হয়েছে? তাদের যদি পেশাবের কোন ফোঁটা শরীরে লাগত তাহলে কাঁচি দিয়ে সে অংশ তারা কেটে ফেলত। তাদের এক ব্যক্তি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে। এজন্য তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

التَّنْزَهُ عَنِ الْبَوْلِ

পেশাবের ছিটা হতে বেঁচে থাকা

৩১. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمْ هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطَبٍ فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يَخْفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَا - خَالَفَهُ مَنْصُورٌ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاوُسًا *

০১. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। (এমনি সময়) তিনি বললেন : এ দু'টি কবরের লোককে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (অবশ্য) কোন কবীর গুনাহর কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে না। (এরপর তিনি কবর দু'টির দিকে ইংগিত করে

বললেন) এই যে, কবরের অধিবাসী, সে তার পেশাবের (ফোঁটা) হতে বেঁচে থাকত না। আর এই যে কবরের অধিবাসী, সে চুগলি করে বেড়াত। তারপর তিনি একটি খেজুরের তাজা শাখা আনতে বললেন। (শাখা আনা হলে) তিনি তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন এবং উভয় কবরের উপর একটি করে শাখা পুঁতে দিলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ তা'আলা হয়ত শাখাগুলো না শুকানো পর্যন্ত এদের আযাব হালকা করে দেবেন।

بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

পরিচ্ছেদ : পাত্রে পেশাব করা

২২. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرْتَنِي حَكِيمَةُ بِنْتُ أُمِّمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِّنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ *

৩২. আইয়ুব ইব্ন মুহাম্মদ আল-ওয়াযযান (র) - - - - উমায়মা বিনত রুকায়কা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। তিনি তাতে (রাত্রে) পেশাব করতেন এবং তা খাটের নিচে রেখে দিতেন।^১

الْبَوْلُ فِي الطُّسْتِ

তশতরিতে পেশাব করা

২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ أَتْبَانَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَّقَدْ دَعَا بِالطُّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ فَالِي مَنْ أَوْصَى - قَالَ الشَّيْخُ أَزْهَرُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ *

৩৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হযরত) আলী (রা)-কে ওসিয়ত করেছেন। (অথচ তিনি তাঁর অন্তিমকালে) পেশাব করবার জন্য একটি তশতরি আনতে বললেন : আর অমনি তাঁর দেহ মুবারক (মৃত্যুর কারণে) ঢলে পড়ল, অথচ আমি টের পেলাম না (যে তার মৃত্যু হয়েছে)। কাজেই তিনি কাকে (কখন) ওসিয়ত করলেন?

كَزَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

গর্তে পেশাব করা মাকরুহ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَتْبَانَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبُولُونَ أَحَدَكُمْ فِي جُحْرٍ قَالُوا لِقِتَادَةَ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْبُولِ فِي الْجُحْرِ قَالَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِينُ الْجَنِّ *

৩৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : গর্তে পেশাব করা কীভাবে? তিনি জবাব দেন যে, বলা হয়ে থাকে, গর্ত জিন্নের বাসস্থান।*

الْنَهْيُ عَنِ الْبُولِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ
বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ

৩৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبُولِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ *

৩৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

كَرَاهِيَةُ الْبُولِ فِي الْمُسْتَحَمِّ
গোসলখানায় পেশাব করা মাকরুহ

৩৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبُولُونَ أَحَدَكُمْ فِي مُسْتَحَمٍّ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ *

৩৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা এর কারণেই অধিকাংশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

الْسَّلَامُ عَلَى مَنْ يَبُولُ
পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া

৩৭. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَقَيْصَةُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عِثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

১. অনেক সময় গর্তের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, বিষাক্ত, পোকা-মাকড় ইত্যাদি বসবাস করে থাকে। সেখানে পেশাব করলে কষ্টদায়ক প্রাণী মানুষের ক্ষতি করতে পারে; অপরিদর্শিত দুর্বল প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। - অনুবাদক

৩৭. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না। ১

رَدُّ السَّلَامِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

উযু করার পর সালামের জবাব দেয়া

৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ - عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ *

৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মুহাজির ইব্ন কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী ﷺ উযু করার পূর্বে সালামের জবাব দেননি; উযু করার পর সালামের জবাব দেন।

النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِطَابَةِ بِالْعَظَمِ

হাড় দ্বারা পবিত্রতা অর্জন (ঢেলা হিসেবে ব্যবহার) করা নিষিদ্ধ

৩৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ بْنِ سَنَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ *

৩৯. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে হাড় এবং শুষ্ক গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِطَابَةِ بِالرُّوثِ

গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন নিষিদ্ধ

৪০. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَذْبِرُهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرُّوثِ وَالرَّمَّةِ *

১. পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া নিষেধ। তাই সে সময় তিনি উক্ত ব্যক্তির সালামের জবাব দেননি।

৪০. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{পাখিলাহু ওয়া আলাইহিস সালাম} বলেছেন : আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব-পায়খানার স্থানে যাবে, তখন সে যেন কিবলার দিকে ফিরে অথবা কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে। আর ডান হাতে যেন পবিত্রতা অর্জন না করে। নবী ^{পাখিলাহু ওয়া আলাইহিস সালাম} তিনটি পাথর (ঢেলা) ব্যবহার করতে হুকুম করতেন এবং গোবর ও হাড়কে ঢেলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

النَّهْيُ عَنِ الْاِكْتِفَاءِ فِي الْاِسْتِطَابَةِ بِاَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ

তিনটির কম ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষিদ্ধ

৪১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيَعْلَمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ أَجَلُ نَهَانَا أَنْ نُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نُسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ *

৪১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সালমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, তোমাদের নবী তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। এমনকি পায়খানা-পেশাবে কিভাবে বসবে তাও। সালমান (রা) (উত্তরে) বললেন : নিশ্চয়ই। তিনি আমাদেরকে পেশাব-পায়খানাকালে কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাতে ইস্তিজ্জা করতে এবং তিনটি কুলুখের কমে ক্ষান্ত হতে নিষেধ করেছেন।

الرُّخْصَةُ فِي الْاِسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

দু'টি ঢেলার দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি

৪২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ الْغَائِطُ وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَاخَذْتُ رَوْثَةً فَآتَيْتُ بِهِنَ النَّبِيَّ ﷺ فَآخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرُّوْثَةَ وَقَالَ هَذِهِ رِكَسٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّكَسُ طَعَامُ الْجَنِّ *

৪২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ^{পাখিলাহু ওয়া আলাইহিস সালাম} একদিন (পায়খানার জন্য) ঢালু জমিতে আসেন এবং আমাকে তিনটি পাথর (ঢেলা-) আনার জন্য হুকুম করেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম। তৃতীয়টি খোঁজ করলাম। কিন্তু পেলাম না। কাজেই আমি একটি গোবরের টুকরা নিলাম এবং এগুলো নিয়ে নবী ^{পাখিলাহু ওয়া আলাইহিস সালাম} -এর নিকট আসলাম। তিনি

পাথর দু'টি^১ নিলেন ও গোবর ফেলে দিলেন এবং বললেন, ইহা 'রিকস'। আবু আবদুর রহমান বলেন : 'রিকস' হলো জিনের খাদ্য।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : একটি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি

৪২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ *

৪৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - - সালামা ইবন কায়স (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন ঢেলা ব্যবহার কর তখন বেজোড় ব্যবহার কর।

الْأَجْتِرَاءُ فِي الْإِسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

শুধু ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট

৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتِطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ *

৪৪. কুতায়বা (র) - - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন (পায়খানার জন্য) ঢালু ভূমিতে যাবে, সে যেন সাথে করে তিনটি পাথর নিয়ে যায় এবং এগুলোর দ্বারা যেন সে পবিত্রতা অর্জন করে। এটা তার (পবিত্রতা অর্জনের) জন্য যথেষ্ট হবে।

الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন

৪৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعِيَ نَحْوِي إِذَا وَءَ مِّنْ مَّاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ *

১. এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, কুলুখ ব্যবহারে তিনটির কমে যদি পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয় তবে তিনটির কম সংখ্যক কুলুখ ব্যবহার করা বৈধ। এরূপ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। এ হাদীসের উপরে বর্ণিত তিনটির কম সংখ্যক কুলুখ ব্যবহার করতে যে নিষেধ করা হয়েছে, তা এ অর্থে যে, পবিত্রতা অর্জনকারী যদি মনে করে তিনটির কমে পবিত্রতা অর্জন হবে না, তবে তিনটির কমে পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ। -অনুবাদক

৪৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আতা ইব্ন আবু মায়মূনা (র) বলেন : আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আঃ সাল্লাম যখন পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে উন্মুক্ত স্থানে প্রবেশ করতেন তখন আমি এবং আমার সাথে আমার মতই আর একটি ছেলে পানির পাত্র বয়ে আনতাম। তিনি পানি দ্বারা ইস্তিজা করতেন।

৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَرَرْنَا زَوَاجِكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَأَنَّى اسْتَحْيَيْهِمْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ *

৪৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দ্বারা শৌচকার্য করতে বল। আমি নিজে তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আঃ সাল্লাম এরূপ করতেন।

الْثَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

ডান হাতে ইস্তিজা করা নিষিদ্ধ

৪৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَاءِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ *

৪৭. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আঃ সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে এবং যখন পায়খানা-প্রশ্রাবের জন্য যায়, তখন যেন সে তার ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিজা না করে।

৪৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ *

৪৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী পা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আঃ সাল্লাম পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করতে ও ডান হাতে শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন।

৪৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ *

৪৯. আমর ইব্ন আলী ও শুয়ায়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুশরিকরা বললো : তোমাদের নবীকে দেখছি যে, তোমাদেরকে পায়খানা-পেশাবের পদ্ধতি শিক্ষা দেন! সালমান (রা) বললেন, নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন যে, আমাদের কেউ যেন ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে এবং কিবলামুখী হয়ে (পায়খানা-পেশাবে) না বসে। তিনি আরও বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম কুলুথ (ঢেলা) দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

بَابُ ذَلِكَ الْيَدِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الْأِسْتِنْجَاءِ

পরিচ্ছেদ : ইস্তিঞ্জার পর হাত মাটিতে ঘষা

৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اسْتَنْجَى ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ *

৫০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ইস্তিঞ্জা করার পর মাটিতে হাত ঘষেন এবং উষ্ম করেন।

৫১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَغْنَى ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا فَاتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَذَلِكَ بِهَا الْأَرْضُ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১. আহমদ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পায়খানা-পেশাবের স্থানে গেলেন এবং প্রয়োজন সমাধা করলেন। তারপর বললেন, হে জারীর! পানি আন, আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম। তিনি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করেন এবং হাত মাটিতে ঘষেন।

আবু আবদুর রহমান বলেন : এটি শারীকের হাদীসের তুলনায় অধিক সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَاءِ

পরিচ্ছেদ : পানির (পাক-নাপাক হওয়ার) ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ

৫২. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْتَوِيهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ *

৫২. হান্নাদ ইবন সাররী ও হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পা পাক হওয়া -কে পানির (পাক-নাপাক হওয়ার) পরিমাণ এবং যে পানিতে চতুস্পদ জন্তু ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি (উত্তরে) বলেন : পানি যখন দুই 'কুল্লা' হবে তখন তা নাপাক হবে না।^১

تَرَكُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

পানির পরিমাণ নির্ধারণ না করা

৫৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ لَا تَزْرِمُوهُ فَلَمَّا فَرَّغَ دَعَا بَدَلُوْهُ فَصَبَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ *

৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দেয়। কেউ কেউ (বাধা দিতে) উঠে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ পা পাক হওয়া বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার পেশাবে বাধার সৃষ্টি করো না। সে ব্যক্তি পেশাব শেষ করলে তিনি এক বালতি পানি আনতে বলেন। তারপর তার পেশাবের উপর তা ঢেলে দেন।

৫৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَلُوْهُ مِنْ مَّاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ *

৫৪. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করে দেয়। নবী পা পাক হওয়া এক বালতি পানি আনতে আদেশ করেন। তারপর ঐস্থানে পানি ঢেলে দেয়া হয়।

৫৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُرْكُوهُ فَتَرْكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ أَمَرَ بَدَلُوْهُ فَصَبَّ عَلَيْهِ *

১. 'কুল্লা' বলতে বড় মশক বা মটকা উভয়কে বুঝায়। তৎকালে একটা মটকায় সাধারণত তিন মণের কিছু বেশি পানি ধরত। সে হিসেবে দুই মটকা পানির পরিমাণ দাঁড়ায় অনুমান সোয়া ছয় মণ। হানাফী ফকীহগণ দশ বর্গহাতবিশিষ্ট কূপের পানিকে বেশি পানি মনে করেন। এ পরিমাণ পানিতে কোন নাপাক বস্তু পড়ার কারণে যদি এর রং, স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট না হয় তাহলে তা নাপাক হবে না।

৫৫. সুওয়াদ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক বেদুঈন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে এবং পেশাব করতে শুরু করে। এতে লোকেরা চিৎকার করে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারা তাকে ছেড়ে দেয়। সে ব্যক্তি পেশাব শেষ করে। পরে তিনি এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়।

৫৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ وَأَهْرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلُّوا مَنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسِرِينَ *

৫৬. আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন মসজিদে এসে পেশাব করে দেয়। লোকেরা তাকে ধমক দিতে আরম্ভ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা নম্র ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়েছ, কঠোর ও রুঢ় আচরণের জন্যে নয়।

بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ

পরিচ্ছেদ : বদ্ধ পানির বর্ণনা

৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ عَوْفٌ وَقَالَ خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ *

৫৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে যেখানে সে পরে উষ্য করবে।

৫৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَعْقُوبُ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا بِدِينَارٍ *

৫৮. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল করবে। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন : ইয়াকুব (র) এ হাদীসখানা বর্ণনা করতেন এক দীনার নিয়ে।

بَابُ فِي مَاءِ الْبَحْرِ

পরিচ্ছেদ : সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে

৫৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّهُّورُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مِيتَتُهُ *

৫৯. কুতায়বা (র) - - - মুগীরা ইব্ন আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আমাদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে থাকি। এ পানি দ্বারা যদি আমরা উযু করি তবে (পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে) আমরা পিপাসায় কষ্ট পাবো। (এমতাবস্থায়) আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণীও হালাল। ১

بَابُ الْوُضُوءِ بِالتَّلَجِّ

পরিচ্ছেদ : বরফ দ্বারা উযু করা

৬০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالتَّلَجِّ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ *

৬০. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আরম্ভ করার পর অল্পক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক; তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী নীরবতার সময় আপনি কি পড়েন? তিনি বলেন : আমি তখন পড়ি : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالتَّلَجِّ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

১. সমুদ্রের মৃত প্রাণী ফুলে উঠার পূর্ব পর্যন্ত হালাল। আর এখানে সমুদ্রের মৃত প্রাণী দ্বারা মাছকেই বুঝানো হয়েছে।
ইমাম আবু হানীফা (র) এরই অনুসরণ করেন।

“হে আল্লাহ্ ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে আপনি যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন তেমনি আমার ও আমার অপরাধসমূহের মধ্যে দূরত্ব করে দিন। হে আল্লাহ্ ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ্ ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে ধৌত করে দিন বরফ, পানি এবং শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা।”

الْوُضُوءُ بِمَاءِ الثَّلَجِ

বরফের পানি দ্বারা উযু করা

৬১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ *

৬১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়তেন : اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ “হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার গুনাহসমূহ বরফের পানি এবং বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করে দিন এবং আমার অন্তরকে গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করে দিন যেমন আপনি সাদা কাপড় পবিত্র করেছেন ময়লা থেকে।”

بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ

পরিচ্ছদ : শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা উযু সম্পর্কে

৬২. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَأَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلَجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ *

৬২. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - যুবায়র ইবন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আউফ ইবন মালিক (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেছিলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাতের সময় যে দোয়া পড়েছিলেন আমি তা শুনেছি। তিনি পড়েছিলেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَأَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلَجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ *

“হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে মাফ করে দিন এবং তার উপর রহম করুন। তাকে আরাম দিন এবং ক্ষমা করুন। তার আতিথেয়তাকে সম্মানজনক করুন। তার কবর প্রশস্ত করুন এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করুন। তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়।”

سُورُ الْكَلْبِ

কুকুরের উচ্চিষ্ট

৬৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ *

৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তোমাদের কারও পাত্র থেকে কুকুর পান করে তবে সে যেন তার পাত্রটি সাতবার ধৌত করে।

৬৪. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ *

৬৪. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেবে, তখন সে যেন পাত্রটি সাতবার ধৌত করে।

৬৫. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هِلَالُ بْنُ أَسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ *

৬৫. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - অপর এক সূত্র হতে আবু হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

الْأَمْرُ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ

কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ

৬৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقَهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ - "قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُرْقَهُ" *

৬৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পাঠাশাহু
সানাহিহু
৩৭৭ সন বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়। তারপর যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

আবু আবদুর রহমান বলেন : (পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়) এই কথায় (সনদের উর্ধ্বতন রাবী) আলী ইব্ন মুসহিরকে কেউ অনুসরণ করেছে বলে আমি জানি না।

بَابُ تَغْفِيرِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتَّرَابِ

পরিচ্ছেদ : কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র মাটি দ্বারা মাজা সম্পর্কে

৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ *

৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা সান'আনী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পাঠাশাহু
সানাহিহু
৩৭৭ সন কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য শিকার ও ছাগপালের পাহারাদারীর জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে, কোন পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবারে মাটি দ্বারা মেজে নেবে।

سُورُ الْهَرَّةِ

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

৬৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَأَصْنَعِي لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأْنِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ *

৬৮. কুতায়বা (র) - - - - কাবশা বিনত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা (রা) একদিন তাঁর নিকট আগমন করেন। তারপর কাবশা কিছু কথা বলেন : যার অর্থ হচ্ছে, আমি আবু কাতাদা (রা)-এর জন্য উয়ূর পানি রাখি। ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে পাত্র থেকে পানি পান করে। আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে দিলে বিড়ালটি পানি পান করে। কাবশা বলেন : আবু কাতাদা (রা) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভাতিজী ! (আমি বিড়ালকে পাত্র থেকে পানি পান করিয়েছি দেখে) তুমি

কল্পিত হয়েছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, বিড়াল অপবিত্র নয়।
কারণ যে সব প্রাণী প্রতিনিয়ত তোমাদের আশে পাশে থাকে, তাদের মধ্যে বিড়ালও একটি।

بَابُ سُورِ الْحِمَارِ

পরিচ্ছেদ : গাধার উচ্ছিষ্ট

৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رَجْسٌ *

৬৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ঘোষণাকারী এসে বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে গাধার গোশত (খেতে) নিষেধ করেছেন। কেননা তা অপবিত্র।

بَابُ سُورِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি মহিলার উচ্ছিষ্ট

৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرَقُ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ *

৭০. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাড় থেকে গোশত কামড়ে নিতাম। তারপর আমি যেখানে মুখ রাখতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও সেখানে তাঁর মুখ রাখতেন। অথচ তখন আমি ঋতুমতি ছিলাম। আমি পাত্র থেকে পানি পান করতাম। তারপর তিনিও সে স্থানে মুখ রাখতেন, হেবানে আমি মুখ রাখতাম। অথচ আমি তখন ঋতুমতি ছিলাম।

بَابُ وَضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

পরিচ্ছেদ : নারী-পুরুষের একত্রে উযু করা

৭১. أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤْنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا *

৭১. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় নারী-পুরুষ একত্রে উযু করতেন।*

بَابُ فَضْلِ الْجُنُبِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব^২ ব্যক্তির (গোসলের পর) অবশিষ্ট পানি

৭২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ *

৭২. কুতায়রা ইবন সাঈদ (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে একই পাত্রে গোসল করতেন।

بَابُ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

পরিচ্ছেদ : উযু জন্য একজন পুরুষের জন্য কি পরিমাণ পানি যথেষ্ট

৭৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوَنٍ
وَيَغْتَسِلُ بِخُمْسَةِ مَكَائٍ

৭৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাক্কক^৩ পরিমাণ
পানি দ্বারা উযু করতেন এবং পাঁচ মাক্কক পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ
قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّنِي وَهَى أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ
فَاتَى بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدَرِ ثُلَاثِي الْمُدِّ قَالَ شُعْبَةُ فَاحْفَظْ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا
وَيَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا *

৭৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উম্মু উমারা বিনত কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উযু করেন (এ উযুর জন্য) এমন একটি পাত্রে পানি আনা হয় যাতে এক মুদ-এর দু'-তৃতীয়াংশ পানি ছিল।

১. মুহাদ্দিস-ই সিদ্ধী (র) বলেন : একত্রে উযু করার ঘটনা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের অথবা তা ছিল
পর্যায়ক্রমিক। হযরত ইবন উমর (রা) তা-ই বুঝিয়েছেন।

২. জুনুব- যে ব্যক্তির জন্য গোসল ফরয।

৩. মাক্কক অর্থ এক মুদ। আর ১ মুদ ইরাকের ফকীহগণের মতে ২ রতল বা ১ লিটার (প্রায়) এবং হিজায়ের
ফকীহগণের মতে ১ রতল ও ১ রতলের তিনভাগের একভাগ বা পৌণে ১ লিটার (প্রায়)। উল্লেখ্য, ১ রতল= ৪০
তোলা। -অনুবাদক

হাবীব থেকে বর্ণনাকারী শু'বা বলেন : আমার এ কথাও শ্রবণ আছে যে, তিনি উভয় হাত মর্দন করে ধৌত করেন এবং উভয় কানের ভেতর দিকে মসেহ করেন। কানের উপর দিকে মসেহ করেছেন কিনা তা আমার বোঝাল নেই।

بَابُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

পরিচ্ছেদ : উযুতে নিয়্যত প্রসঙ্গ

৭৫. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عُرَيْبٍ عَنْ حَمَّادٍ وَآخَارِثُ بْنُ مُسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَإِنَّا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ *

৭৫. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র), সুলায়মান ইবন মনসুর (র) ও হারিস ইবন মিসকীন (র) --- উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সব কাজই নিয়্যত অনুযায়ী হয়। মানুষ যা নিয়্যত করে, তাই লাভ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য, সে তাই লাভ করবে। অথবা যার হিজরত হবে কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য, তার হিজরত সে জন্যই হবে যার উদ্দেশ্য সে হিজরত করেছে।

الْوُضُوءُ مِنَ الْإِنَاءِ

পাত্র থেকে উযু করা

৭৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانتْ صَلَوةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِوُضُوءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوْضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ *

৭৬. কুতায়বা (র) --- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখলাম যে, আসরের নামায নিকটবর্তী (অথচ পানি নেই) লোকেরা পানির অনুসন্ধান করল কিন্তু পানি পেল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্র আনা হয়। তিনি পাত্রটির ভেতরে হাত রাখেন এবং লোকদের উযু করার নির্দেশ

দেন। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে পানি উৎসারিত হচ্ছে। তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই (সে পানি দ্বারা) উযু করলেন।

৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَأَتَى بِتَوْرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الطُّهُورِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْأَعْمَشُ فُحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِحَابِرِكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفٌ وَخُمْسُ مِائَةٍ *

৭৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (এক সফরে) নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা পানি পাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছে একটি (তশতরীর ন্যায়) পাত্র নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তাতে হাত ঢোকান। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক হতে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বলছিলেন, তোমরা আব্দুল্লাহর তরফ থেকে পানি ও বরকত নিতে এসো। আ'মশ (রা) বলেন : আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সালিম ইবন আবুল জা'দ। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা) -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা তখন কতজন লোক ছিলেন? তিনি বলেন : আমরা তখন দেড় হাজার লোক ছিলাম।

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

পরিচ্ছেদ : উযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা

৭৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ تَوَضَّؤُا بِسْمِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ * " قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لَأَنْسَ كَمْ تَرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ " *

৭৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (কোন এক সফরে) নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী পানি তালাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কারো নিকট পানি আছে কি? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন : বিসমিল্লাহ বলে উযু কর। আমি তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পানি বের হতে দেখলাম। তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই এই পানিতে উযু করেন। সাবিত (র) বলেন : আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত মনে করেন? তিনি বললেন, সত্তরজনের মত।^১

১. হাদীসদ্বয়ে পৃথক পৃথক দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ

পুরুষের উয়র জন্য খাদেমের পানি ঢেলে দেয়া

٧٩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَعَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زَيَْادٍ عَنْ غُرُوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَضَّأَ فِي غُرُوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ * قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكُ غُرُوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ *

৭৯. সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - উরওয়া ইব্ন মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা মুগীরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : তাবুকের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উয় করার সময় পানি ঢেলে দিয়েছি। তিনি মোজার উপর মসেহ করেছিলেন।

الْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً

উয়র অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً *

৮০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে রাসূল ﷺ-এর উয়র সংবাদ দেব কি ? পরে তিনি (প্রত্যেক অঙ্গ) এক-একবার (ধৌত) করে উয় করলেন।

بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

পরিচ্ছেদ : উয়র অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা

٨١. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ *

৮১. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হানতাব (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তিন-তিনবার ধৌত করে উয় করেছেন এবং বলেছেন নবী ﷺ একপ উয় করেছেন।

১. উয়র অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা সুন্নত। একবার করে ধৌত করলে উয় হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নত আদায় হবে না। একে বলা হয় বয়ানে জাওয়ায। অর্থাৎ একবার করে ধৌত করলেও উয় হয়ে যায়। -অনুবাদক

صِفَةُ الْوُضُوءِ : غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

উযূর বর্ণনা : উভয় কজ্জি ধৌত করা

۸۲. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ عَنْ بَشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ الْمَغِيرَةِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْمَغِيرَةِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَلَا أَحْفَظُ حَدِيثَ دَامِنْ حَدِيثِ دَا أَنْ الْمَغِيرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَرَعَ ظَهْرِي بِغَصَا كَانَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَأَنَاخَ ثُمَّ انْطَلَقَ قَالَ فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ وَمَعِيَ سَطِيحَةٌ لِي فَاتَيْتُهُ بِهَا فَافْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ ضَبِيقَةٌ الْكُمَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَذَكَرَ مِنْ نَأْصِيَّتِهِ شَيْئًا وَعِمَامَتِهِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ لَا أَحْفَظُ كَمَا أُرِيدُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفِيهِ ثُمَّ قَالَ حَاجَتَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ فَجِئْنَا وَقَدْ أَمَّ النَّاسُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَذَهَبَتْ لِأَوْذَنِهِ فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سَبَقْنَا *

৮২. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বসরী (র) - - - মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তাঁর কাছে একটি লাঠি ছিল। (পথের এক স্থানে) তিনি লাঠিটি দিয়ে আমার পিঠে ঠোকা দিলেন। পরে তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সরে গেলাম। (কিছুক্ষণ চলার পর) এক স্থানে এসে উট থামালেন। তারপর তিনি আবার চলতে লাগলেন। রাবী বলেন : তিনি এতদূর গেলেন যে, আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (ক্ষণিক পর) ফিরে এসে বললেন, তোমার নিকট পানি আছে ? আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি তা নিয়ে তাঁর নিকট আসলাম এবং পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি তাঁর হাত মুখ ধুলেন এবং কজ্জির উপরিভাগ ধৌত করতে চাইলেন। তখন তাঁর পরিধানে ছিল চিকন হাতার একটি শামী (সিরীয়) জুব্বা। তিনি জুব্বার ভেতর থেকে হাত বের করে আনলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করলেন। তিনি কপাল ও পাগড়ির কিছু অংশ মাসেহ করেছিলেন বলে রাবী উল্লেখ করেছেন। (হাদীসের একজন রাবী) ইব্ন আওন (র) বলেন : আমার যেমন ইচ্ছা ছিল হাদীসটি তেমন স্মরণ রাখতে পারিনি। (অতঃপর রাবী বলেন,) এরপর তিনি তাঁর মোজার উপর মসেহ করেন এবং বললেন : তোমার প্রয়োজন সমাধা করো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার প্রয়োজন নেই। তারপর আমরা চলে আসলাম। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) অগ্রগামী দলে ছিলেন। (এদিকে রাসূল ﷺ-এর বিলম্বের কারণে) আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) লোকদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত এক রাকাত আদায় করলেন। আমি আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর আগমন সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করি কিন্তু তিনি আমাকে

নিষেধ করেন। অতএব আমরা যতটুকু পেলাম তা (জামাআতে) আদায় করলাম এবং যা আমরা পাইনি তা নিজেরা আদায় করে নিলাম।

كَمْ تَفْسَلَانِ

কতবার ধৌত করতে হবে

৮২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سَفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ أَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوَكَّفَ ثَلَاثًا *

৮৩. হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ (র) - - - - ইব্ন আওস (র) তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে (উযূর সময়) তিনবার করে পানি ঢালতে দেখেছি।

الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা

৮৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَافْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ الْيُمْنَى ثَلَاثًا إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضْؤِي ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضْؤِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يَحْدُثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৮৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - হুমরান ইব্ন আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার হাতে পানি ঢেলে হাত ধৌত করেন। এরপর গড়গড়া করে কুলি করেন এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম হাতও। এরপরে মাথা মসেহ করেন এবং ডান পা তিনবার ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম পাও। এভাবে উযূ শেষ করে তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একরূপ উযূ করতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং তারপরে একাগ্রতার সাথে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضَّمُ

কোন হাত দ্বারা কুলি করতে হবে

৪৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْجَمَصِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ادْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ فَتَمَضَّمُضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৮৫. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুগীরা (র) - - - - হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উসমান (রা)-কে উযূর পানি চাইতে দেখলেন। (পানি আনা হলে) তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢালেন এবং হস্তদ্বয় তিনবার করে ধৌত করেন। পরে ডান হাত পাত্রে ঢুকান এবং কুলি করেন ও পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। এরপরে মাথা মসেহ করেন ও প্রত্যেক পা তিনবার করে ধৌত করেন ও বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি আমার উযূর ন্যায় উযূ করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং একত্রতা সহকারে দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

اتِّخَاذُ الْأَسْتِنْشَاقِ

নাক পরিষ্কার করা

৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ يَسْتَنْثِرْ *

৮৬. মুহাম্মদ ইবন মানসূর ও হুসায়ন ইবন ঈসা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উযূ করবে, তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে ফেলে।

الْمُبَالَغَةُ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ

নাকে ভালভাবে পানি দেয়া

৪৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ح وَأَنْبَاءًا

اسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اَنْبَأْنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَبَالِغُ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ صَابِئًا *

৮৭. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - লাকীত ইবন সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাকে উযু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন : পূর্ণরূপে উযু করবে, আর তুমি যদি রোযাদার না হও তাহলে উত্তমরূপে নাকে পানি পৌছাবে।

الْأَمْرُ بِالْإِسْتِنْشَارِ

নাক ঝাড়ার নির্দেশ

۸۸. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ *

৮৮. কুতায়বা ও ইসহাক ইবন মনসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু করবে সে যেন নাক ঝাড়ে এবং যে ব্যক্তি ঢেলা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে।

۸۹. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْشِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأُوتِرْ *

৮৯. কুতায়বা (র) - - - - সালামা ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যখন উযু কর তখন নাক ঝেড়ে নাও। যখন কুলুথ ব্যবহার কর, তখন বেজোড় ব্যবহার কর।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِنْشَارِ عِنْدَ الْإِسْتِيقَاطِ مِنَ النُّوْمِ

পরিচ্ছেদ : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাক ঝেড়ে ফেলার নির্দেশ

۹. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتِيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ *

৯০. মুহাম্মদ ইব্ন যুমবুর মাক্কী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে উঠে, সে যেন তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান নাকের (মস্তক সংলগ্ন) ছিদ্রের উপরিভাগে রাত্রি যাপন করে।

بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

কোন হাতে নাক ঝাড়তে হবে

৯১. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فْتَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا مَلْهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ *

৯১. মুসা ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পানি আনতে বলেন, পরে তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন। বাম হাতে নাক ঝাড়েন। তিনবার এরাপ করেন। পরে বলেন : এই হলো নবী ﷺ-এর উযু।

بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ

পরিচ্ছেদ : মুখমণ্ডল ধৌত করা

৯২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فِدْعًا بِطَهْوَرٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَعْلَمَنَا فَأَتَى بِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطِيسَتْ فَافْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِّنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا

৯২. কুতায়বা (র) - - - - আবদ খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর নিকট এলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি সালাত আদায় করে ফেলেছেন। (আমাদেরকে দেখে) তিনি উযুর পানি আনতে বলেন। আমরা বললাম, তিনি তো সালাত আদায় করেছেন, এখন পানি দিয়ে কি করবেন? (পরে বুঝলাম) তিনি আমাদেরকে উযু শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এরাপ করেছেন। তাঁর হুকুম অনুযায়ী পানি ভর্তি একটি পাত্র ও অন্য একটি পাত্র আনা হলো। তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢেলে তিনবার হাত ধৌত করলেন। এরপর ডান হাতে পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আর ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং একবার মাথা মসেহ করেন। পরে ডান

পা ও বাম পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উয়ূ জানতে আগ্রহী, সে জেনে রাখুক এটাই তাঁর উয়ূ।

عَدَدُ غَسْلِ الْوَجْهِ

মুখমণ্ডল কতবার ধৌত করতে হবে

৯৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى بِكُرْسِيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ فِيهِ مَاءٌ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِّنْ تَأْصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِي أَرَدَّ هُمَا أَمْ لَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهْوَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طَهْوَرُهُ " وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عُلْقَمَةَ لَيْسَ مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ " *

৯৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট একটি বসার চৌকি নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তাতে বসেন। পরে পানিভর্তি একটি পাত্র আনতে বলেন। (পানি আনা হলে) তিনি উভয় হাতের উপর পাত্রটি কাত করে তিনবার করে পানি ঢালেন। পরে এক-এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আর তিনবার করে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করেন এবং হাতে কিছু পানি নিয়ে মাথা মসেহ করেন। 'শু'বা (আলোচ্য হাদীসের রাবী) তাঁর মাথার অগ্রভাগ থেকে মাথার শেষভাগ পর্যন্ত একবার ইস্তিত করে দেখান এবং বলেন : তিনি হাত দু'টি সম্মুখের দিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিনা তা আমার মনে নেই এবং তিনি [হযরত আলী (রা)] তিনবার করে উভয় পা ধৌত করেন এবং তিনি বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উয়ূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার এ উয়ূ দেখে), এটাই তাঁর উয়ূ।

غَسْلُ الْيَدَيْنِ

উভয় হাত ধৌত করা

৯৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا وَضُوءُهُ *

৯৪. আমার ইব্ন আলী ও হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (রা) - - - আবদ খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি একটি চৌকি আনতে বলেন। (চৌকি আনা হলে) তিনি তাতে বসেন এবং একটি পাত্রে পানি আনতে বলেন। (পানি আনা হলে) তিনি তিনবার করে উভয় হাত ধৌত করেন। এক-এক অঙ্গুলি পানি দ্বারা তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। পরে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন ও উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করেন। এরপর হাত পানির পাত্রে প্রবিশ্ট করান এবং মাথা মসেহ করেন। পরে উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উয়ূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার উয়ূ দেখে), এরূপই তাঁর উয়ূ।

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ

পরিচ্ছেদ : উয়ূর বর্ণনা

৯৫. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ أُنْبَأَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي شَيْبَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ دَعَانِي أَبِي عَلَى يَوْضُوءٍ فَقَرَّبْتُهِ لَهُ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا فِي وَضُوءِهِ ثُمَّ مَضَمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَرَّ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ نَاوِلْنِي فَنَاوَلْتُهُ الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلٌ وَضُوءُهُ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلٍ وَضُوءِهِ قَائِمًا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ لَا تَعْجَبْ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ يَقُولُ لَوْضُوءِهِ هَذَا وَشَرِبَ فَضْلٍ وَضُوءِهِ قَائِمًا *

৯৫. ইব্রাহীম ইব্ন হাসান মিকসামী (র) - - - হুমায়দ ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা আলী (রা) আমাকে উয়ূর পানি আনতে বলেন। আমি তাঁর নিকট পানি এনে দিলাম। তিনি উয়ূ করতে আরম্ভ করলেন। (প্রথমে) উয়ূর পানিতে হাত ঢুকাবার পূর্বে হাতের কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং ডান হাত তিনবার কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করলেন এবং একবার মাথা মসেহ করলেন। তারপর গোড়ালি পর্যন্ত ডান পা তিনবার এবং অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করলেন। পরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, পানির পাত্রটা (আমার হাতে) দাও। আমি (তাঁর উয়ূর পর যে পানিটুকু পাত্রে ছিল তা সহ) পাত্রটি তাঁকে দিলাম। তিনি উয়ূর অবশিষ্ট পানিটুকু দাঁড়িয়ে পান করলেন। আমি তাঁকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে অবাক হলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন : অবাক হয়ে যা। তুমি আমাকে যেমন করতে দেখলে, আমিও তোমার নানা নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। আলী (রা) তাঁর এ উয়ূ এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে বলছিলেন।

عَدَدُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

হাত কতবার ধৌত করবে

৭৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى انْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحَبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طَهُورُ النَّبِيِّ ﷺ *

৯৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হায়্যা ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি (সর্বপ্রথম) হাতের কজি পর্যন্ত অত্যন্ত পরিষ্কার করে ধৌত করেন। তারপর তিনবার কুলি করেন তিনবার নাকে পানি দেন ও তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন। পরে মাথা মসেহ করেন এবং উভয় পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর দাঁড়িয়ে উযুর অবশিষ্ট পানি পান করেন এবং বলেন : নবী ﷺ-এর উযুর পদ্ধতি কিরূপ ছিল, আমি তা তোমাদেরকে দেখাতে চেয়েছি। (তাই আমি তোমাদের উযু করে দেখালাম)।

بَابُ حَدِّ الْغَسْلِ

পরিচ্ছেদ : ধৌত করার সীমা

৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ *

৯৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - ইয়াহইয়া মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ কিভাবে উযু করতেন, আপনি আমাকে তা দেখাতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখাতে পারি। এই বলে তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি হাতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত দু'দুবার করে ধৌত

করেন। তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাকে পানি দেন। পরে মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং উভয় হাত দু'বার করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর দু'হাতে মাথা মসেহ করেন। একবার দু'হাত পেছনে নেন, আর একবার মাথার সামনের দিকে আনেন। মাথার সামনের দিক হতে শুরু করে পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান। আবার হাত ফিরিয়ে আনেন, মাথার যে স্থান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত। পরিশেষে উভয় পা ধৌত করেন।

بَابُ صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

পরিচ্ছেদ : মাথা মসেহ করার পদ্ধতি

৯৮. أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرَبِّنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ *

৯৮. উতবা ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - ইয়াহইয়া মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম মাযিনী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উযু করতেন তা আমাকে দেখাতে পারেন? আবদুল্লাহ (রা) বলেন : হ্যাঁ, এরপর তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দু'বার করে উভয় হাত ধৌত করেন এবং দু'বার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে দু'হাতে মাথা মসেহ করেন। একবার সামনে আনেন একবার হাত পেছনে নেন, আর মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করেন এবং উভয় হাত পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নেন। আবার মসেহ যে স্থান থেকে শুরু করেন সে স্থান পর্যন্ত উভয় হাত ফিরিয়ে আনেন। তারপর উভয় পা ধৌত করেন।

عَدَدُ مَسْحِ الرَّأْسِ

কতবার মাথা মসেহ করতে হবে

৯৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ ،

৯৯. মুহাম্মদ ইবন মনসুর (র) - আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ

সালিম বলে -কে উযু করতে দেখেছি। তিনি (হাত ধোয়া, কুলি করা ইত্যাদির পর) তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং দু'বার করে হাত ধৌত করেন এবং দু'বার করে পা ধৌত করেন ও মাথা মসেহ করেন।^১

بَابُ مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

পরিচ্ছেদ : মহিলাদের মাথা মসেহ করা

۱. . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَالِمٌ سَبْلَانٌ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَجِرُهُ فَأَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضَّمُضَتْ وَأَسْتَنْثَرْتُ ثَلَاثًا وَغَسَلْتُ وَجْهَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلْتُ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُيُسْرَى ثَلَاثًا وَوَضَعْتُ يَدَهَا فِي مَقْدَمِ رَأْسِهَا ثُمَّ مَسَحْتُ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخَّرِهِ ثُمَّ أَمَرْتُ يَدَيْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ قَالَ سَالِمٌ كُنْتُ أَتِيهَا مَكَاتِبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِيَ حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ ادْعِي لِي بِالْبُرْكََةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ اعْتَقَنِي اللَّهُ قَالَتْ تَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَأَرَخْتُ الْحِجَابَ دُونِي فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ *

১০০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - আবু আবদুল্লাহ সালিম সাবলান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) তাঁর আমানতদারীতে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে অর্থের বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করতেন। (সে) সালিম বলেন : আয়েশা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উযু করতেন তা দেখান। তিনি তিনবার কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তিনবার করে ডান ও বাম হাত ধৌত করেন এবং হাত মাথার অগ্রভাগে রাখেন ও মাথার পেছন পর্যন্ত একবার মসেহ করেন। পরে তিনি উভয় কান মসেহ করেন। তারপর মুখমণ্ডলে হাত বুলান। সালিম বলেন : আমি যখন মুকাতাব^২ ছিলাম তখন তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। তিনি তখন আমার থেকে পর্দা করতেন না। তিনি আমার সম্মুখে বসতেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। একদিন আমি তাঁর নিকট এলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করুন। তিনি বললেন : কিসের জন্য দোয়া করব? বললাম, আল্লাহ আমাকে আশাদ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। (এই কথা বলে) তিনি আমার সামনে পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আমি তাঁকে কোনদিন দেখিনি।

১. দু'বার মাথা মসেহ করার অর্থ হচ্ছে একবার হাত পেছনে নেওয়া আর একবার মাথার পেছন থেকে সামনে ফিরিয়ে আনা।
২. মুকাতাব : যে ক্রীতদাসের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি হয়েছে, সে ক্রীতদাসকে মুকাতাব বলা হয়।

مَسَحُ الْأَذْنَيْنِ

কান মসেহ করা

১০১. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّلَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ مَرَّةً قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَجَلَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ *

১০১. হায়সাম ইবন আইয়্যুব তালাকানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে উযু করতে দেখেছি। তিনি (প্রথমে) হাত ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। মুখমণ্ডল ও উভয় হাত একবার করে ধৌত করেন। একবার মাথা ও উভয় কান মসেহ করেন। আবদুল আযীয (র) বলেন : ইবন 'আজলান (র) হতে যিনি শুনেছেন, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইবন 'আজলান এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উভয় পা ধৌত করার কথাও বলেছেন।

بَابُ مَسَحِ الْأَذْنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

পরিচ্ছেদ : মাথার সাথে কান মসেহ করা এবং যা দ্বারা প্রমাণ করা হয় উভয় কান মাথার অংশ, তার বর্ণনা

১০২. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَغَرَفَ غُرْفَةً فَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ بِأَطْنِئِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى *

১০২. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করেন (উভয় হাত ধৌত করেন)। তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করেন। তারপর মাথা ও কান মসেহ করেন। কানের ভেতর দিক শাহাদত অঙ্গুলী ও বাহির দিক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মসেহ করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পা ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধৌত করেন।

১০৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَائِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضَّمْ خَرَجَتْ
الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ
الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا
مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ
حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ
أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَوَتُهُ نَافِلَةً لَهُ - قَالَ قَتَيْبَةُ عَنِ الصَّنَائِحِيِّ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ *

১০৩. কুতায়বা ও উত্বা ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ <sup>পালাইয়া
আল্লাহর
ও তার সন্তান</sup> বলেন : মুমিন বান্দা যখন উযু করে এবং কুলি করে, তখন তার মুখের গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন নাকে পানি দেয়, তখন নাকের গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডলের গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি গুনাহ বের হয়ে যায় দু' চোখের পাতার নিচ থেকে। যখন হাত ধৌত করে, তখন হাতের গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় দু' হাতের নখের নিচ থেকে। যখন মাথা মসেহ করে, তখন মাথার গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় তার দু'কান থেকে। যখন পা ধৌত করে, তখন পা-এর গুনাহ বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় নখের নিচ থেকে। তারপর মসজিদে যাওয়া ও সালাত আদায় করা তার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত (অতিরিক্ত সওয়াব) হিসাবে গণ্য হয়।^১

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ : পাগড়ির উপর মসেহ করা

١٠٤. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَآخِبَرَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمَسُّحُ عَلَى
الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ *

১০৪. হুসায়ন ইবন মনসুর (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ <sup>পালাইয়া
আল্লাহর
ও তার সন্তান</sup> -কে মোজা ও পাগড়ির উপর মসেহ করতে দেখেছি।

١٠٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَجَرَانِيُّ عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ

১. নফল ইবাদত : উযু দ্বারা মুমিন বান্দার যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তারপর মসজিদে গিয়ে তিনি ফরয, নফল সালাত ইত্যাদি যা কিছু আদায় করবেন তার সওয়াব তিনি অতিরিক্ত পাবেন।

وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ بِلَالٍ قَالَ "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخَفَيْنِ

১০৫. হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান জারজারায়ী^১ (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উভয় মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি।

۱. ۶. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ بِلَالٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخَفِيرِ

১০৬. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাগড়ি ও মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

পরিচ্ছেদ : মাথার অগ্রভাগ সহ পাগড়ির উপর মসেহ করা

۱. ۷. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخَفَيْنِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ *

১০৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উষু করেন। তাতে মাথার অগ্রভাগ, ২ পাগড়ি ও মোজার উপর মসেহ করেন।

۱. ۸. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمْعَكَ مَاءً فَاتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَالْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفْيِهِ *

১০৮. আমর ইব্ন আলী ও হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

১. বাগদাদ এবং ওয়াসিতের মাঝখানে অবস্থিত একটি শহরের নাম জারজারায়ী। হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান এখানকার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে জারজারায়ী বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ মাথার সম্মুখ দিকের কপাল-সংলগ্ন অংশ।

বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (এক সফরে কাফেলা হতে) পেছনে থেকে যান। আমিও তাঁর সঙ্গে পেছনে থেকে যাই। তিনি পায়খানা-পেশাবের কাজ সমাধা করলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নিকট কি পানি আছে? আমি তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর কনুই থেকে আঙ্গিন উপরে উঠাতে চাইলেন। কিন্তু জামার হাতা সংকীর্ণ হওয়াতে তা পারলেন না। তাই জামার হাতা খুলে কাঁধের উপর রেখে দেন এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ির উপর মসেহ করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন।

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ : পাগড়ির উপর কিভাবে মসেহ করতে হবে

১.৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهَبٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ خَصَلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَتَامَعُهُ فِي سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ وَقَالَ وَصَلَوَةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَوَةُ فَاخْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَوَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى مَا سَبَقَ بِهِ *

১০৯. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আমর ইবন ওহাব সাকারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয়ে আমি কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করব না। কেননা এ দু'টি কাজের সময় আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (একটি হলো মসেহ) তিনি বলেন : আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। সেখান থেকে এসে উঠে বসলেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ির দু'পার্শ্ব এবং মোজার উপর মসেহ করেন। আর (দ্বিতীয়টি হলো) অধঃস্তনের পেছনে ইমামের (নেতার) সালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে গিয়েছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। (তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার জন্য) দূরে চলে গিয়েছিলেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে যায়। (সালাতের সময় শেষ হচ্ছে দেখে) লোকেরা সালাত শুরু করে দিল। আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে তারা ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। (এমন সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসেন এবং ইবন আউফের পেছনে অবশিষ্ট সালাত আদায় করেন। ইবন আউফ সালাম ফিরালে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে যান এবং যতটুকু সালাত ছুটে গিয়েছিল তিনি তা আদায় করেন।

بَابُ إِيْجَابِ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ

পরিচ্ছেদ : পা ধৌত করার প্রমাণ

১১০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَأَنْبَاءَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيْلٌ لِّلْعَقَبِ مِنَ النَّارِ *

১১০. কুতায়বা ও মুআম্মাল ইবন হিশাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (উযুর সময়) যার পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

১১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَنْبَاءَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ بَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلَوُّحٌ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ *

১১১. মাহমুদ ইবন গায়লান ও আমর ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দল লোককে উযু করতে দেখেন। তাদের পায়ের গোড়ালীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে তা শুষ্ক রয়েছে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন : যাদের পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকবে, তাদের জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ। তোমরা পরিপূর্ণরূপে উযু কর।

بَابُ بَأْيِ الرَّجُلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

পরিচ্ছেদ : কোন্ পা প্রথমে ধৌত করতে হবে

১১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التِّيَّامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهْوَرِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجَّلَهُ -

قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يَقُولُ يُحِبُّ التِّيَّامُنَ فَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ يُحِبُّ التِّيَّامُنَ مَا اسْتَطَاعَ *

১১২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করা, জুতা পরিধান করা ও চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

হাদীসের অন্যতম রাবী শু'বা বলেন : ওয়াসিত শহরে আমি আশআছ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন তাঁর সকল কাজ। তারপর কূফাতে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি (রাসূল ﷺ) যথাসাধ্য ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

غَسَلَ الرَّجُلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

উভয় হাত দ্বারা পা ধৌত করা

১১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ يَعْنِي عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَيْسِيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَتَى بِمَاءٍ فَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتاهِمَا *

১১৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা) - - - - (আবদুর রহমান ইব্ন আবদ) কায়সী (রা) থেকে বর্ণিত। এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পানি আনা হলে তিনি পাত্র হতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত একবার ধৌত করেন। এক-একবার করে মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে উভয় হাত দ্বারা পদদ্বয় ধৌত করেন।

الْأَمْرُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

আঙ্গুল খিলাল করার নির্দেশ

১১৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ وَكَانَ يُكْنَى أَبَاهَا شَيْمٌ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ *

১১৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফে (রা) - - - - লাকীত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন উযু করবে পরিপূর্ণরূপে উযু করবে এবং আঙ্গুল খিলাল করবে।

عَدَدُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ

পা কতবার ধৌত করবে

১১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيْةٍ الْوَادَعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضَّمْضَ ثَلَاثًا وَأَسْتَنْشَقَ

ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذَرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১১৫. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - আবু হাইয়াহ ওয়াদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার উভয় হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে মাথা মসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু।

بَابُ حَدِّ الْفَسْلِ

পরিচ্ছেদ : হাত ও পায়ের কতটুকু ধৌত করতে হবে

১১৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يَحْدُثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১১৬. আহমদ ইবন আমর (র) ও হারিস ইবন মিসকীন - - - হুমরান (র) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) উযু পানি আনতে বলেন। প্রথমে তিনি তিনবার উভয় হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিন-তিনবার ডান ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। এরপর মাথা মসেহ করেন এবং তিন-তিনবার ডান ও বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ উযু করতে দেখেছি; তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এই উযুর ন্যায় উযু করবে এবং দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সালাত (তাহিয়াতুল উযু) একত্রিটিতে আদায় করবে, তার পেছনের গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে।

بَابُ الْوَضُوءِ فِي النُّعْلِ

পরিচ্ছেদ : জুতা পরিহিত অবস্থায় উযু করা

১১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمَالِكٍ وَأَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ

الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَتَتَوَضَّأُ فِيهَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا *

১১৭. মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) - - - - - উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বললাম : আমি দেখছি আপনি এই সিবতী জুতা পরিধান করেন এবং এগুলো পরিধান করেই উযু করেন (এর কারণ কি) ? আবদুল্লাহ বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সিবতী জুতা পরিধান করতে এবং তা রেখে উযু করতে দেখেছি।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ

পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মসেহ করা

১১৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَتَمْسَحُ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ قَوْلُ جَرِيرٍ وَكَانَ إِسْلَامُ جَرِيرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَنِينَ *

১১৮. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র) - - - - - জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযু করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন। তাঁকে বলা হল, কি ব্যাপার ! আপনি মোজার উপর মসেহ করেন ? তিনি উত্তরে বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মসেহ করতে দেখেছি। আবদুল্লাহর শাগরিদগণ জারীরের এই কথা পছন্দ করতেন। আর জারীর (রা) নবী ﷺ -এর ইত্তিকালের সামান্য কিছুকাল পূর্বে ইসলাম কবুল করেন।

১১৯. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ *

১১৯. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - - - আমর ইবন উমাইয়া যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উযু করতে এবং (উযুতে) মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছেন।

১২০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِلَالُ الْأَسْوَاقِ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلَالَ مَا صَنَعَ فَقَالَ

بِلَالٍ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى *

১২০. আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দুহায়ম (র) ও সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং বিলাল (রা) হারামে মদীনায় (আসওয়াক) প্রবেশ করেন। রাসূল ﷺ তাঁর পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে যান এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন। উসামা (রা) বলেন : আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কি করেছেন? বিলাল (রা) বলেন : নবী ﷺ তাঁর প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে উষ্ণ করেন। তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন, মাথা এবং মোজার উপর মসেহ করেন। তারপর সালাত আদায় করেন।

١٢١. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ *

১২১. সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - - সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি মোজার উপর মসেহ করেছেন।

١٢٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ *

১২২. কুতায়বা (র) - - - - - সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, মোজার উপর মসেহ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

١٢٣. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا *

১২৩. আলী ইব্ন খাশরাম (র) - - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ (একদা) পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি পানির পাত্র নিয়ে উপস্থিত হই। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দেই, তিনি উষ্ণ করেন। (প্রথমে) হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে

মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত ধুতে চান। কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়াতে তা পারেন নি। তাই জুব্বার (জামার) নিচের দিক দিয়ে হাত বের করেন এবং কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন। এরপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করেন।

১২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْنِ *

১২৪. কুতায়বা ইবনু সাঈদ (র) - - - - মুগীরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজন সমাধার জন্য বের হলেন। মুগীরা (রা) পানির পাত্র নিয়ে তাঁর অনুগমন করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজন সমাধার পর উযু করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন। উযু করার সময় মুগীরা (রা) তাঁকে পানি ঢেলে দেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরে মোজার উপর মসেহ করা

১২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَأَمْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ مِّنْ مَّاءٍ وَمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُّومِيَّةٌ ضَيِّقَةٌ الْكُمَيْنِ فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْنِ *

১২৫. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন : হে মুগীরা ! তুমি পেছনে থাক এবং (লোকদের বললেন,) হে লোক সকল ! তোমরা চলতে থাক। আমি (কাফেলার) পেছনে থাকলাম, আমার সঙ্গে পানির একটি পাত্র ছিল। লোকেরা চলে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজন সমাধার জন্য গেলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আমি তাঁকে (উযু জন্য) পানি ঢেলে দিতে থাকি। তাঁর পরনে চিকন হাতাওয়ালা একটি রুমী জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর হাত বের করতে চাইলেন কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়ার কারণে পারলেন না। ফলে জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করেন। তারপর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজার উপর মসেহ করেন।

بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ

পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের জন্য মসজিদ উপর মসেহের মেয়াদ নির্ধারণ

১২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

১২৬. কুতায়বা (র) - - - সাফওয়ান ইবন আস্সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাদেরকে, আমরা যখন সফরে থাকি তখন আমাদের মোজা তিন দিন তিন রাত না খোলার অনুমতি দিয়েছেন।

১২৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَّاءِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَزُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ قَالَ سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْخُفَيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ *

১২৭. আহমদ ইবন সুলায়মান রাহাভী (র) - - - যির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সাফওয়ান ইবন আস্সাল (রা)-কে মোজার উপর মসেহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যখন সফররত অবস্থায় থাকি তখন যেন মোজার উপর মসেহ করি এবং জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত, পায়খানা-পেশাব অথবা নিদ্রার কারণে তিন দিন তা না খুলি।

التَّوَقُّفُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُقِيمِ

মুকীমের জন্য মোজার উপর মসেহের মেয়াদ নির্ধারণ

১২৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَلَانِيِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخْلَمَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَغْنَى فِي الْمَسْجِدِ *

১২৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মসেহের ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত সময় নির্ধারণ করেছেন।

১২৯. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخْلَمَةَ

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ إِنَّتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَاتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا

১২৯. হানাদ ইবন সাররী (র) - - - - - শুরাইহ ইবন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে মোজার উপর মসেহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আলী (রা)-এর নিকট যাও, তিনি এ ব্যাপারে আমার থেকে অধিক জ্ঞাত। তারপর আমি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে মসেহর ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ করতেন যে, মুকীম একদিন এক রাত এবং মুসাফির তিন দিন তিন রাত মসেহ করবে।

صِفَةُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَّثٍ

উযু ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত উযু করার বর্ণনা

١٣٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَزَالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَتَى بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَهَذَا وَضُوءٌ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ *

১৩০. আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - - আবদুল মালিক ইবন মায়সারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নাযযাল ইবন সাবরাহকে বলতে শুনেছি যে, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন এবং জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণার্থে বসলেন। যখন আসরের সময় উপস্থিত হল তখন তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল। তিনি তা হতে এককোষ পানি নিলেন এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা এবং উভয় পা মসেহ করলেন। পরে দাঁড়িয়ে উদ্বৃত্ত পানি পান করলেন এবং বললেন : অনেক লোক এরূপ পান করাকে খারাপ মনে করে। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। আর এটা হলো ঐ ব্যক্তির উযু, যার উযু ভঙ্গ হয়নি।

الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করা

١٣١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِإِنَاءٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ قُلْتُ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ

صَلَاةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْتُمْ قَالُوا كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا لَمْ نُحَدِّثْ قَالَ وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَاةَ بِوُضوءٍ *

১৩১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - আমর ইবন আমির (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পানির একটি ছোট পাত্র আনা হলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। আমি (আমর) বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করতেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমর বললেন : আর আপনারা (সাহাবীগণ)? তিনি বললেন, আমরা উযু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতাম। তিনি (আমর) বলেন : আমরা একই উযু দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করতাম।

১৩২. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا بَنُ عُلَيْيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوُضوءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ *

১৩২. যিয়াদ ইবন আইয়্যুব (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচাগার হতে বের হলে তাঁর নিকট কিছু খাদ্য আনা হলো। উপস্থিত লোকেরা বললেন : আপনার জন্য উযুর পানি আনব কি? তিনি বললেন, আমাকে তো উযু করার আদেশ করা হয়েছে যখন আমি সালাতের জন্য প্রস্তুত হই।

১৩৩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَاةَ بِوُضوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ قَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ بِأَعْمُرُ *

১৩৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই উযু দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের সালাত আদায় করলেন। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন : (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা এর পূর্বে করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে উমর! ইচ্ছা করেই আমি এরূপ করেছি।

بَابُ التَّضَنُّعِ

পরিচ্ছেদ : পানি ছিটানো

১৩৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ تَضَنُّعَ بِهِ فَرَجَهُ فَذَكَرْتُهُ لِابْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ السَّنِيِّ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

১৩৪. ইসমাসিল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - হাকাম (র)-এর পিতা সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উযু করতেন তখন এককোষ পানি নিতেন এবং তা এরূপ ছিটাতেন। শু'বা (বিশিষ্ট রাবী) তা স্বীয় পুরুষাঙ্গের উপর ছিটিয়ে দেখালেন। আমি এটা ইব্রাহীমের নিকট উল্লেখ করলে তিনি আশ্চর্যবিত্ত হলেন। শায়খ ইব্ন সুন্নী বলেন : হাকাম সুফয়ান সাকারী পুত্র।

১৩৫. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَخْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سَفْيَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَنَضَعَ فَرَجَهُ قَالَ أَحْمَدُ فَنَضَعَ فَرَجَهُ *

১৩৫. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ দুরী ও আহমদ ইব্ন হারব (র) - - - - হাকাম ইব্ন সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি উযু করলেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন। আহমদ বলেছেন, পরে তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন।

بَابُ الْإِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

পরিচ্ছেদ : উযুর উদ্ভূত পানি দ্বারা উপকৃত হওয়া

১৩৬. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حِيَّةٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَنَعْتُ *

১৩৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন সাযফ (র) - - - - আবু হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, তিনি তিন-তিনবার করে (উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করে) উযু করলেন, পরে দাঁড়ালেন এবং উযুর উদ্ভূত পানি পান করলেন, আর বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করেছিলেন আমি সেরূপ করেছি।

১৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ فَأَخْرَجَ بِلَالُ فَضْلَ وَضُوئِهِ فَأَبْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنَلَتْ مِنْهُ شَيْئًا وَرَكَزَتْ لَهُ الْعَنْزَةُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَالْحُمْرِ وَالْكَلابِ وَالْمَرَأَةِ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ *

১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন মনসুর (র) - - - - আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন দেখলাম বিলাল (রা) তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি বের করলেন, আর লোক সেদিকে দৌড়াচ্ছে। আমিও তার কিছু পেলাম। তারপর তাঁর সম্মুখে একটি লাঠি স্থাপন

করা হলো। তিনি লোকদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন। আর গাধা, কুকুর এবং স্ত্রীলোক তাঁর সম্মুখ দিয়ে চলাচল করছিল।

১৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ مَرَضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي فَوَجَدَانِي قَدْ أَغْمَى عَلَى فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَى وَضُوءِهِ *

১৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সুফয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনুল মুনকাদির (র)-কে বলতে শুনেছেন : আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি একবার অসুস্থ হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা) আমাকে দেখতে আসলেন। তাঁরা দেখলেন, আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। এরূপ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করলেন এবং আমার উপর তাঁর উযুর পানি ছিটিয়ে দিলেন।

بَابُ فَرَضِ الْوُضُوءِ

পরিচ্ছেদ : উযুর ফরয হওয়া

১৩৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةَ مَنْ غُلُولَ *

১৩৯. কুতায়বা (র) - - - - উসামা ইব্ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত কবুল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত মালের সদকা গ্রহণ করেন না।

الْإِعْتِدَاءُ الْوُضُوءِ

উযুতে সীমালঙ্ঘন

১৪০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ *

১৪০. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে উযু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উযুর অঙ্গ তিন-তিনবার ধৌত করে দেখালেন। আর বললেন, উযু এরূপেই করতে হয়। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ালো সে অন্যায় করল, সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করল।

الْأَمْرُ بِاسْتِبَاغِ الْوُضُوءِ

পূর্ণরূপে উযু করার আদেশ

١٤١. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ جُلُوسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّغَ الْوُضُوءَ وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلَا تَنْزِيَّ الْحُمْرَ عَلَى الْخَيْلِ *

১৪১. ইয়াহয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ, অন্য লোকদের বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিশেষভাবে কোন বিষয়ে বলেন নি, তিনটি বিষয় ব্যতীত : (১) তিনি আমাদের পূর্ণরূপে উযু করার নির্দেশ দিয়েছেন; (২) আমাদের সাদকা খেতে নিষেধ করেছেন এবং (৩) নিষেধ করেছেন গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দিতে।

١٤٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْبِغُوا الْوُضُوءَ *

১৪২. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পূর্ণরূপে উযু করবে।

بَابُ الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

পরিচ্ছেদ : পূর্ণরূপে উযু করার ফযীলত

١٤٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ *

১৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সন্ধান দিব না, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? তা হলো, কষ্ট অবস্থায়ও পূর্ণরূপে উযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচালনা করা, আর এক সালাতের পব অন্য সালাতের অপেক্ষায় থাকা। এটাই রিবাত, এটাই রিবাত, এটাই রিবাত।^১

১. রিবাতের মূল অর্থ হচ্ছে শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্য সীমান্তে সর্বদা প্রহরারত অবস্থায় থাকা। আর মন ও শয়তানের শত্রুতা ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকাকেও রিবাত বলা হয়। - অনুবাদক

ثَوَابُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

নির্দেশ মুতাবিক উযু করার সওয়াব

১৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَاسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ النَّعَامَ وَقَدْ أَخْبَرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ فَقَالَ يَابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ أَكْذَلِكِ يَا عُقْبَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ !

১৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আসিম ইবন সুফয়ান সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা 'সুলাসিল' যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ পান নি। পরে তাঁরা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রইলেন এবং মুআবিয়া (রা)-এর নিকট প্রত্যাভর্তন করলেন। তখন তাঁর নিকট আবু আইযুব এবং উকবা ইবন আমির ছিলেন। তখন আসিম বললেন, হে আবু আইযুব! এ বৎসর আমরা যুদ্ধের সুযোগ পেলাম না। আর আমাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি চারটি মসজিদে সালাত আদায় করবে, তার পাপ মার্জনা করা হবে। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজতর পন্থা বলে দেব না? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি নির্দেশ মুতাবিক উযু করবে আর নির্দেশ মুতাবিক সালাত আদায় করবে, তার পূর্বকার পাপ ক্ষমা করা হবে। সত্যি কি তাই হে উকবা? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তাই।

১৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبِيَانَ أَخْبَرَ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ *

১৪৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - হুমরান ইবন আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু বুরদা (র)-কে মসজিদে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি উসমান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক উযু সম্পন্ন করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তার মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহের জন্য কাফফারা স্বরূপ গণ্য হবে।

১৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ أَمْرٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الْإِغْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْآخِرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا *

১৪৬. কুতায়বা (র) - - - - উসমান (রা)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযু করে এবং পরে সালাত আদায় করে, তার এ সালাত ও পরবর্তী সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ের পাপ মাফ করে দেয়া হবে।

١٤٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نَعِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَبْسَةَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْوُضُوءُ قَالَ أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فَإِنْ قَيَّيْتَهُمَا خَرَجْتَ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَا مِلْكٌ فَإِذَا مَضُمَمْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مِنْ خَيْرِكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَةِ خَطَايَاكَ فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ فَقُلْتُ يَا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ أَكُلُّ هَذَا يُعْطَى فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّي وَدَنَا أَجَلِي وَمَا بِي مِنْ فَقْرٍ فَأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ أَذْنَائِي وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

১৪৭. আমর ইবন মনসুর (র) - - - - মুআবিয়া ইবন সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু ইয়াহয়া সুলায়ম ইবন আমির, যামরাহ ইবন হাবীব এবং আবু তালহা নুয়ায়ম ইবন যিয়াদ (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমরা আবু উমামা বাহিলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমর ইবন আবাসা (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! উযু কিরূপ করতে হয়? তিনি বললেন, উযু! তুমি যখন উযু কর এবং তোমার হস্ত তালুদ্বয় ধৌত কর এবং পরিষ্কার করে ধৌত কর তখন তোমার পাপসমূহ তোমার নখের ভেতর হতে এবং তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগ হতে বের হয়ে যায়। আর যখন তুমি কুলি কর এবং নাকের ভেতরকার অংশ ধৌত কর এবং তোমার মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং মাথা মসেহ কর এবং গোড়ালী পর্যন্ত পা ধৌত কর, তখন তুমি তোমার সাধারণ পাপসমূহ ধুয়ে ফেললে। আর যখন তুমি তোমার মুখমণ্ডল আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থাপন কর, তখন তুমি পাপ হতে ঐ দিনের মত মুক্ত হয়ে যাও, যেদিন তোমার জননী তোমাকে জন্ম দিয়েছিল। আবু উমামা বলেন : আমি বললাম, হে আমর ইবন আবাসা ! দেখ তুমি কি বলছ। একই মজলিসে কি এসব কিছু দান করা হয়? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছি আর আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। আর আমার কোন অভাবও নেই, এমতাবস্থায় কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পর্কে মিথ্যা বলবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার উভয় কান তা শ্রবণ করেছে আর আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।

الْقَوْلُ بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنَ الْوُضُوءِ

উযু শেষে যা বলতে হয়

١٤٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ السَّمُرُزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا

مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتَحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ *

১৪৮. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হারব মারওয়াযী (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে আর বলে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল” তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করবে।

حِلْيَةُ الْوُضُوءِ

উযু জ্যোতি

١٤٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ خَلْفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ ابْطِئَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ لِي يَا بَنِي فَرُوحٍ أَنْتُمْ هُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ تَبْلُغُ حِلْيَةَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءَ *

১৪৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু হুরায়রা (রা) সালাতের জন্য উযু করছিলেন। আর আমি তাঁর পেছনে ছিলাম, তিনি তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করছিলেন তাঁর বগল পর্যন্ত, তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবু হুরায়রা ! এ কোন্ ধরনের উযু ? তিনি আমাকে বললেন : হে ফররুখের বংশধর! তোমরা এখানে ? যদি আমি পূর্বে জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ তাহলে আমি এরূপ উযু করতাম না। আমি আমার বন্ধু রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মুমিনের জ্যোতি ঐ পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত উযু পানি পৌছে।

١٥٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ وَبَدَتْ أُنَى قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ بَلْ

أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلِ بَهْمٍ دُهُمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنَّا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ *

১৫০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{পালাইলি} একবার কবরস্থানের দিকে গেলেন। (তথ্য উপস্থিত হয়ে) তিনি বললেন : হে মুমিন সম্প্রদায়ের ঘরের অধিবাসী ! তোমাদেরকে সালাম, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমি আশা করি আমার ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখতে পাব। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা কি আপনার ভ্রাতা নই ? তিনি বললেন : বরং তোমরা আমার আসহাব। আর আমার ভ্রাতৃবৃন্দ হলো যারা পরবর্তীকালে আসবে, আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের অগ্রবর্তী হবো। তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনার যে সকল উম্মত পরবর্তীকালে আগমন করবে, আপনি তাদের কিভাবে চিনবেন ? তিনি বললেন : তোমরা বল তো, যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো ঘোড়ার মধ্যে সাদা চেহারা ও সাদা পদবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না ? তাঁরা বলেন : নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : কিয়ামতের দিন উযূর দরুন তাদের হস্তপদ উজ্জ্বল হবে। আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের আগে গিয়ে অপেক্ষা করব।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করে, তার সওয়াব

১০১. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضِرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ *

১৫১. মুসা ইব্ন আবদুর রহমান মাসরুকী (র) - - - উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^{পালাইলি} বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে তারপর দু'রাকাত সালাত কায়মানে আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ

পরিচ্ছেদ : মযী কখন উযূ নষ্ট করে এবং কখন করে না

১০২. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلَى كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ تَحْتِي فَاسْتَحْيَيْتُ
أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِي سَلُهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ *

১৫২. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - আবু আবদুর রহমান (রা)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন, আমি এমন ছিলাম যে, প্রায় আমার মযী^১ নির্গত হতো, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। সে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এতে উযু করতে হবে।

১৫৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَاَمَذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَبْنَتُهُ تَحْتِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ *

১৫৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মিকদাদকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করুন যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ করে এবং তদ্বারন তার মযী নির্গত হয় অথচ সে সহবাস করেনি, তাহলে সে কি করবে? কেননা তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং সালাতের উযু ন্যায় উযু করবে।

১৫৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي فَقَالَ يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ *

১৫৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আয়িশ ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেছেন : আমার প্রায়ই মযী নির্গত হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমার ইবন ইয়াসিরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, এর জন্য উযু করলেই চলবে।

১৫৫. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا أُمِّيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَّ رُوحَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذَى فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ *

১. পেশাবের আগে অথবা পরে এবং সামান্য কামোত্তেজনার ফলে যে পাতলা সামান্য আঠাল পানি পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত হয়, তাকে মযী বা বীর্যরস বলে। তা বের হলে উযু ভঙ্গ হয়।

১৫৫. উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আম্মারকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মযীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বললেন : সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং উযু করবে।

১৫৬. أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرُوزِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتُهُ وَأَنَا اسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ *

১৫৬. উত্বা ইব্ন আবদুল্লাহ মারওয়াযী (র) - - - - মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হলে যদি তদ্রূপ তার মযী নির্গত হয়, তাহলে তার কি করতে হবে? কারণ তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী থাকায় আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তারপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি তোমাদের কারও এরূপ হয় তাহলে সে যেন স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করে আর সালাতের উযু ন্যায় উযু করে।

১৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ *

১৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা (রা) আমার বিবাহাধীন থাকায় মযী সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদকে অনুরোধ করলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এতে উযু করতে হবে।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

পরিচ্ছেদ : পায়খানা-মেশাবাস্তে উযু

১৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ زُرَّيْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَيْتُ رَجُلًا يُدْعَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ إِنَّ الْمَلِكَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ

فَقَالَ عَنْ أَى شَيْءٍ تَسْأَلُ ؟ قُلْتُ عَنِ الْخُفَيْنِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَمَرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ *

১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যির ইব্ন হুবায়শকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন : আমি সাফওয়ান ইব্ন আস্‌সাল নামক এক ব্যক্তির নিকট আসলাম এবং তার দরজায় বসে রইলাম। তিনি বের হয়ে বললেন, তোমার খবর কি ? আমি বললাম, ইল্মের সন্ধানে এসেছি। তিনি বললেন, ইল্ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণ ডানা বিছিয়ে দেন। তারপর তিনি বললেন, কোন্ বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করতে চাও ? আমি বললাম, মোজা পরিধান সম্বন্ধে। তিনি বললেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে আসতাম, তিনি আমাদের আদেশ করতেন, আমরা যেন একমাত্র জানাবাত ব্যতীত, পায়খানা-পেশাব এবং নিদ্রার কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা না খুলি।

الْوُضُوءُ مِنَ الْغَائِطِ

পায়খানার পর উযু

১৫৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَمَرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ *

১৫৯. আমার ইব্ন আলী ও ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - যির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাফওয়ান ইব্ন আস্‌সাল (রা) বলেছেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে বের হতাম তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন আমরা যেন একমাত্র জানাবাত ব্যতীত পায়খানা-পেশাব এবং নিদ্রার কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা না খুলি।

الْوُضُوءُ مِنَ الرِّيحِ

বাতাস নির্গমনে উযু

১৬০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا *

১৬০. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট অভিযোগ করল, সে সালাতে কিছু অনুভব করে।^১ তিনি বললেন : সে সালাত পরিত্যাগ করবে না যতক্ষণ না গন্ধ বা শব্দ শুনতে পায়।^২

الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ

নিদ্রার কারণে উষ

১৬১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ *

১৬১. ইসমাইল ইবন মাসউদ ও হুমায়দ ইবন মাসআদাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যখন নিদ্রা হতে জাগ্রত হয় তখন সে যেন তার হাত পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করায় যতক্ষণ না তার উপর তিনবার পানি ঢালে, কেননা সে জানে না তার হাত রাত্রে কোথায় ছিল।

بَابُ النُّعَاسِ

পরিচ্ছেদ : তন্দ্রার বর্ণনা

১৬২. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَذَرِي *

১৬২. বিশর ইবন হিলাল (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তির সালাতে তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন হালকাভাবে সালাত শেষ করে চলে যায়। কেননা অজ্ঞাতসারে সে হয়ত নিজের উপরেই বদদোয়া করে বসবে।

الْوُضُوءُ مِنْ مُسِّ الدُّكْرِ

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উষ

১৬৩. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ أَنْبَاءًا مَالِكُ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ

১. বায়ু নির্গমন হয়েছে বলে সন্দেহ করে।

২. বায়ু নির্গমন হয়েছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرَوَانُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَرَوَانُ
أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةٍ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ *

১৬৩. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর ইবন আমর ইবন হাযম থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবন যুবায়রকে বলতে শুনেছেন যে, আমি মারওয়ান ইবন হাকাম-এর নিকট এসে কোন্ কোন্ কারণে উযু করতে হয় তা জিজ্ঞাসা করলাম। মারওয়ান বললেন : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করতে হবে। উরওয়া বললেন, আমি তা অবগত নই। মারওয়ান বললেন : বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যখন তোমাদের কেউ স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন তার উযু করা উচিত।

١٦٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَكَرَ مَرَوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ إِذَا أَفْضَى
إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَانْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَا وَضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ فَقَالَ مَرَوَانُ أَخْبَرْتَنِي
بِسُرَّةٍ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ مَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرَوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِّنْ حَرَسِهِ
فَارْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثْتُ مَرَوَانَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِسُرَّةٍ يُمِثِّلُ الَّذِي حَدَّثَنِي
عَنْهَا مَرَوَانُ *

১৬৪. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুগীরা (র) - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর ইবন আমর ইবন হাযম (র) আমাকে বলেছেন, তিনি উরওয়া ইবন যুবায়রকে বলতে শুনেছেন যে, মারওয়ান তাঁর মদীনায় শাসনকালে উল্লেখ করেছেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় হস্ত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে সে উযু করবে। আমি অস্বীকার করলাম এবং বললাম, যে ব্যক্তি তা স্পর্শ করে, তার উযু করতে হবে না। তখন মারওয়ান বললেন, বুসরা বিনতে সাফওয়ান আমাকে বলেছেন যে, তিনি যে যে কারণে উযু করতে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা উল্লেখ করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করতে হবে। উরওয়া বলেন : অতএব আমি এ ব্যাপারে মারওয়ানের সাথে বিতর্কে লিপ্ত রইলাম। অবশেষে তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের একজনকে ডেকে বুসরার নিকট প্রেরণ করলেন। সে বুসরাকে মারওয়ানের নিকট তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। বুসরা তার নিকট ঐরূপই বলে পাঠালেন যে রূপ মারওয়ান আমার নিকট বুসরা থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ

পরিচ্ছেদ : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় উযু না করা

১৬৫. أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ مُلَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا وَقَدْأَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ *

১৬৫. হানাদ (র) - - - - তালক ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আমাদের গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম, তারপর তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ হলে এক ব্যক্তি আসলো, মনে হলো যেন সে একজন গ্রাম্য লোক। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি সালাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন : এটা তোমার শরীরের এক টুকরা গোশত বৈ আর কি? অথবা তিনি বললেন : তা তোমার শরীরের একটি অংশ।*

تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

কামভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযু না করা

১৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اغْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ مَسْنَى بِرِجْلِهِ *

১৬৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল হাকাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি জানাযার ন্যায় তাঁর সামনে শায়িত থাকতাম। এমনকি তিনি যখন সিজদা দিতে ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে তাঁর পা দ্বারা স্পর্শ করতেন।

১৬৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ *

১৬৭. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি দেখেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আড়াআড়ি গুয়ে আছি আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি

সিজদা করতে মনস্থ করতেন আমার পা স্পর্শ করতেন। আমি তা আমার দিকে টেনে নিতাম। তারপর তিনি সিজদা করতেন।

١٦٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلَايَ فِي قَبِيلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبِضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ *

১৬৮. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শায়িত থাকতাম আর আমার পদদ্বয় তাঁর কিবলার দিকে থাকত। যখন তিনি সিজদা করতেন আমাকে স্পর্শ করতেন আর আমি আমার পদদ্বয় টেনে নিতাম আর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আমি তা মেলে দিতাম। আর ঘরে তখন কোন বাতি থাকত না।

١٦٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَنَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ *

১৬৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক ও নুসায়র ইবন ফারাজ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় পাচ্ছিলাম না। তখন আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তাঁর পদযুগলের উপর পতিত হলো। তখন তাঁর পা খাড়া ছিল আর তিনি ছিলেন সিজদারত। তিনি বলছিলেন :

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ *

“(হে আল্লাহ্ !) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমার ক্রোধ হতে তোমার সন্তুষ্টির, তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আর আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমা হতে। তোমার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারব না, তুমি নিজে ঐরূপ, যে রূপ তুমি নিজের প্রশংসা করেছ।”

تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقِبْلَةِ

চুয়নের পরে উযু না করা

١٧٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْقٍ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ بَعْضَ أَوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
 قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا
 وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى
 الْقَطَّانُ حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا وَحَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّي
 وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ لَأَشَى *

১৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জনৈক স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। পরে সালাত আদায় করতেন কিন্তু তিনি উষ্ম করতেন না।

আবু আবদুর রহমান বলেন : এ অধ্যায়ে এর চেয়ে উত্তম হাদীস আর নেই যদিও হাদীসটি মুরসাল। এ হাদীসটি আ'মাশ-হাবীব ইব্ন আবু সাবিত থেকে এবং তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহুইয়া কাত্তান বলেন : হাবীবের এ হাদীসটি, যা তিনি উরওয়া থেকে এবং উরওয়া আয়েশা (রা) এবং হাবীবের থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি হাদীস, যা তিনি উরওয়া থেকে এবং উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে এই মর্মে বর্ণনা করেছেন যে, “মুস্তাহায়া মহিলা সালাত আদায় করবে যদিও রক্তের ফোঁটা বিছানায় টপকায়”—এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।^১

بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَ النَّارُ

পরিচ্ছেদ : আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করাতে উষ্ম করা

١٧١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করলে উষ্ম করবে।^২

١٧٢. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ
 عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

১. সম্ভবত এজন্য যে, হাবীব ও উরওয়া-এর মধ্যে ইনকিতা' রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম বুখারী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আবু দাউদ (র) হাবীব-এর বর্ণনা উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এ সনদ দু'টি বিসৃদ্ধ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবদুল বার-এর মতও তাই। ইমাম যায়লায়ী এ সনদের অনেক সমর্থক সনদ বর্ণনা করেছেন এবং সনদের সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন। ইমাম শাওকানী (র) বলেছেন, এ হাদীসের সনদ প্রমাণিত। -অনুবাদক

২. এখানে উষ্ম করার অর্থ হচ্ছে হাত মুখ ধৌত করা।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضُّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭২. হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করলে উযু করবে।

١٧٢. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৩. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন ক্বারিয় (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে মসজিদের ছাদে উযু করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি কয়েক টুকরা পণীর খেয়েছি, তাই আমি উযু করলাম। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করতে উযু করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

١٧٤. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُطَلِّبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَلٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجَدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلَالًا لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصَى فَقَالَ أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৪. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন আমর আল-আওয়াঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হান্‌তাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন : আগুন স্পর্শ করার কারণে আমাকে কি ঐ খাদ্যের জন্য উযু করতে হবে যাকে আমি আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) হালাল পেয়েছি ? এতদশ্রবণে আবু হুরায়রা (রা) কতকগুলো পাথর টুকরা একত্র করলেন এবং বললেন : আমি এই কংকর পরিমাণ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা উযু করবে ঐ সকল বস্তু হতে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

١٧٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা উযু করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

১৭৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مُحَمَّدُ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَ النَّارُ *

১৭৬. আমর ইব্ন আলী ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবু আইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা উযু করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন পরিবর্তন করেছে।

১৭৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ جَعْفَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَ النَّارُ *

১৭৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা উযু করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন পরিবর্তন করেছে।

১৭৮. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَوَضَّؤُوا مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ *

১৭৮. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা উযু কর ঐ সকল বস্তু আহার করার জন্য যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে।

১৭৯. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ بِنْتُ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৯. হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র) - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা উযু করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

১৮০. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيْقٍ أَنَّهُ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَسَقَتْهُ سَوِيْقًا ثُمَّ قَالَتْ لَهُ تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أُخْتِي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৮০. হিশাম ইবন আবদুল মালিক (র) - - - আবু সুফয়ান ইবন সাঈদ ইবন আখনাস ইবন শারীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর খালা নবী পরিষ্কার ও সওয়াব -এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি (উম্মে হাবীবা) তাঁকে ছাত্তু খাওয়ালেন। পরে তাকে বললেন : হে ভাগ্নে ! উযু করে নাও। কেননা রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও সওয়াব বলেছেন : তোমরা উযু কর ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

١٨١. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سُوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَهُ وَشَرِبَ سَوِيْقًا يَا ابْنَ أُخْتِي تَوَضَّأَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৮১. রবী ইবন সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - আবু সুফয়ান ইবন সাঈদ ইবন আখনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও সওয়াব -এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা) তাকে ছাত্তু খাওয়ার পর বলেছিলেন, হে ভাগ্নে, তুমি উযু করে নাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও সওয়াব -কে বলতে শুনেছি : তোমরা উযু কর ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

পরিচ্ছেদ : আগুনে সিদ্ধ বস্তু খাওয়ার পর উযু না করা

١٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمْسُ مَاءً *

১৮২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও সওয়াব (বকরির) কাঁধের গোশত আহার করলেন, তারপর বিলাল (রা) এলে তিনি সালাত আদায় করতে গেলেন। অথচ তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।

١٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ

يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ وَحَدَّثَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جُنُبًا مَّشْوِيًا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

১৮৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মে সালামার নিকট গেলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নদোষ ব্যতীত (সহবাস জনিত কারণে) জানাবাত অবস্থায় ভোর করতেন এবং সিয়ামও পালন করতেন। বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে খালিদ বলেন যে, এ হাদীসের সাথে এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, একদা উম্মে সালামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ভূনা গোশত রাখলেন। তিনি তা হতে কিছু খেলেন। পরে সালাতের জন্য প্রস্তুত হলেন কিন্তু উযু করলেন না।

١٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ خَبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

১৮৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি রুটি ও গোশত খেলেন। পরে সালাতের জন্য গেলেন কিন্তু উযু করলেন না।

١٨٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৮৫. আমর ইবন মনসূর (র) - - - - মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে তা আহার করার পরে উযু করা ও না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ কাজটি ছিল উযু না করা।

الْمَضْمَضَةُ مِنَ السُّوْيُقِ

ছাতু খাওয়ার পর কুলি করা

١٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُؤَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصُّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يَوْتَ إِلَّا بِالسُّوْيُقِ فَأَمَرَهُ فَتَرَى فَأَكَلَ وَآكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَتَمَضَّمْضَمَّ وَتَمَضَّمْضَمْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। সুয়ায়দ ইব্ন নু'মান (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি খায়বার যুদ্ধের বৎসর একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলেন। যখন তাঁরা সাহুবা নামক স্থানে পৌঁছলেন— আর তা খায়বরের শেষ সীমায় অবস্থিত, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি কিছু খাদ্যদ্রব্য চাইলে তাঁর নিকট কেবল ছাতু পরিবেশন করা হলো। তাঁর আদেশক্রমে তা পানির সাথে মিশানো হলো, তারপর তিনি তা খেলেন আর আমরাও তা খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং কুলি করলেন আর আমরাও কুলি করলাম। পরে সালাত আদায় করলেন অথচ আর উযু করলেন না।

الْمَضْمَضَةُ مِنَ اللَّبَنِ

দুধ পান করার পর কুলি করা

১৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا *

১৮৭. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করার পর পানি চাইলেন এবং তা দ্বারা কুলি করলেন এবং বললেন : ওতে চর্বি আছে।

بَابُ ذِكْرِمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

পরিচ্ছেদ : যাতে গোসল ফরয হয় আর যাতে ফরয হয় না এবং ইসলাম গ্রহণকালে কাফিরের গোসল করা

১৮৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ *

১৮৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - কায়স ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করতে আদেশ করলেন।

تَقْدِيمُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

ইসলাম গ্রহণের জন্য কাফিরের আগে-ভাগে গোসল করে নেয়া

১৮৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالِ الْخَنْفَى انْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ
وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا
إِلَيَّ وَإِنْ خَيْلَكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ
يَعْتَمِرَ مُخْتَصِرًا *

১৮৯. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্ন আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, সুমামা ইব্ন উসাল হানাফী মসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি বাগানে গেলেন সেখানে গোসল করার পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন এবং বললেন : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ পরিষ্কার ও স্পষ্ট আল্লাহর রাসূল তাঁর বান্দা এবং রাসূল।” হে মুহাম্মদ পরিষ্কার ও স্পষ্ট আল্লাহর রাসূল আল্লাহর শপথ, পৃথিবীতে আমার কাছে কোন চেহারা আপনার চেহারা থেকে অধিক অপ্রিয় ছিল না, এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সকল চেহারা থেকে প্রিয়। আপনার সৈনিকরা আমাকে ধ্রুেফতার করেছে অথচ আমি উমরার ইচ্ছা করেছিলাম। এখন এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও স্পষ্ট আল্লাহর রাসূল তাঁকে সুসংবাদ দান করলেন এবং তাঁকে উমরাহ করতে অনুমতি দিলেন।

الْغُسْلُ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ মুশরিককে দাফন করার পর গোসল

১৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ
نَاجِيَةَ بِنَ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ
إِذْهَبْ فَوَارِهِ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ إِذْهَبْ فَوَارِهِ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي
اغْتَسِلْ *

১৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও স্পষ্ট আল্লাহর রাসূল -এর নিকট এলেন এবং বললেন : আবু তালিব মরে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও স্পষ্ট আল্লাহর রাসূল বললেন : যাও, তাকে দাফন কর, আলী (রা) বললেন : তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার ও স্পষ্ট আল্লাহর রাসূল আবার বললেন : যাও তাকে দাফন কর। যখন আমি তাকে দাফন করে তাঁর নিকট ফিরে আসলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন : গোসল করে নাও।

بَابُ وَجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ

পরিচ্ছেদ : দুই লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয হওয়া

১৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ
سُنانُ نَاسِئِ شَرِيفِ (১ম খণ্ড) — ১৫

الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ *

১৯১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যখন স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সহবাসের চেষ্টা করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

١٩٢. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ الْجَوْزْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرِ ابْنِ شَمِيلٍ وَغَيْرِهِ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ *

১৯২. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-জুযাজানী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কেউ তার স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সঙ্গমের চেষ্টা চালায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ

বীৰ্যপাতের দরুন গোসল

١٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيََّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ *

১৯৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এমন ছিলাম যে, আমার অধিক মযী নির্গত হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : যখন তুমি মযী দেখবে, তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে। আর যখন বীৰ্য নির্গত হয়, তখন গোসল করবে।

١٩٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَائِدَةَ ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَمِيْلَةَ الْفَزَارِيِّ

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فْتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضَخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ *

১৯৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন : যখন তুমি মযী দেখতে পাও, তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো ও উষু করো, আর যখন বীর্যের ফোঁটা দেখতে পাবে, তখন গোসল করবে।

غُسْلُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

পুরুষের ন্যায় নারী স্বপ্ন দেখলে তার গোসল

১৯৫. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِذَا أَنْزَلْتَ الْمَاءَ فَلْتَفْتَسِلْ *

১৯৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। পুরুষের ন্যায় মহিলার স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে।

১৯৬. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَأَمَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَفْتَفْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أَفْ لَكَ أَوْ تَرَى الْمَرْأَةَ ذَلِكَ فَالْتَفَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ *

১৯৬. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, উম্মু সুলায়ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আয়েশা (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মু সুলায়ম বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ সত্যের ব্যাপারে লজ্জা করেন না, আমাকে বলুন, কোন নারী যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা পুরুষ দেখে থাকে, এতে কি তারও গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাঁকে বললাম, ধিক তোমায় ! নারীও কি তা দেখে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমার হাত ধুলো-মলিন হোক, তা না হলে সন্তান মাতার মত হয় কি করে? ২

১. মিকদাদ (রা) অথবা আশ্মার (রা)-এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

২. অর্থাৎ নারীরও পানি আছে বলেই সন্তান মায়েরও চেহারা পায়। আর তারও যখন পানি আছে, তখন স্বপ্নদোষ তো হতেই পারে।

১৭৭. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اتَّحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفِيمَ يُشَبِّهُهَا الْوَلَدُ *

১৭৭. শু'আয়ব ইব্ন ইউনুস (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না। নারীদের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হয় ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। এতে উম্মু সালামা হেসে দিলেন, তিনি বললেন : নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তা না হলে সন্তান মায়ের সদৃশ হয় কিরূপে ?

১৭৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ الْخُرَّاسَانِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ *

১৭৮. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - খাওলা বিনত হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন নারীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম যার স্বপ্নদোষ হয়। তিনি বললেন : সে যখন বীর্য দেখবে, তখন গোসল করবে।

بَابُ الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

পরিচ্ছেদ : যার স্বপ্নদোষ হয় অথচ বীর্য দেখে না

১৭৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ *

১৭৭. আবদুল জব্বার ইব্ন আ'লা (র) - - - - আবু আইয়্যুব (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : পানির ব্যবহার পানির কারণেই অপরিহার্য হয় (অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়)।^১

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ : পুরুষ এবং নারীর বীর্যের পার্থক্য

২০০. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ

১. উক্ত হাদীসে ইহতিলাম বা স্বপ্নদোষের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। সহবাসের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। এ সম্পর্কে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرَأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ
فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشُّبَّةُ *

২০০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষের বীর্ষ গাঢ় সাদা বর্ণের এবং নারীর বীর্ষ পাতলা হলদে বর্ণের। এতদুভয়ের যেটিই পূর্বে নির্গত হয় সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে।

ذِكْرُ الْإِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

হায়যের পর গোসল

২.১. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا بِنْتُ قَيْسٍ مِّنْ بَنِي أَسَدٍ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تَسْتَحَاضُ فَرَزَعَمَتْ
أَنَّهُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ
الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي *

২০১. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - কুরায়শ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে উল্লেখ করলেন যে, তার অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়। তাঁর ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন যে, তা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন সালাত ছেড়ে দেবে— আর যখন হায়যের মেয়াদ অতিবাহিত হয়, তখন রক্ত ধৌত করবে তারপর সালাত আদায় করবে।

২.২. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ
فَاغْسِلِي *

২০২. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ হায়যের মেয়াদ অতিবাহিত হয়) তখন গোসল করবে।

২.৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ

১. কোন মহিলার হায়যের নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় রক্তস্রাব হলে তাকে ইস্তেহাযা বলা হয়। এটা এক প্রকারের ব্যাধি।

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَحْيِضْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَأَغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي *
 ২০৩. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহ্শ সাত বছর ইস্তেহাযায় ভুগছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয় বরং এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব, তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর।

২.৪. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو مُعَيْدٍ وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غِيْلَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَحْيِضْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَإِذَا أَذْبَرْتَ الْحَيْضَةَ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرَكِي لَهَا الصَّلَاةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَأَنَّهُ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي وَكَأَنَّهُ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةٍ أُخْتَهَا زَيْنَبُ وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَنْ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَغْلُوا الْمَاءَ وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ *
 ২০৪. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহ্শ (রা) যিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনত জাহ্শ (রা)-এর বোন—ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন, আয়েশা (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এটা হায়য নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়য বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। আবার যখন হায়য আরম্ভ হবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর বোন যয়নবের কক্ষে যখন যয়নব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থাকতেন, একটি বড় গামলায় গোসল করতেন। এমনকি রক্তের লাল রং পানির উপর উঠে আসত। তারপর তিনি বের হতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতে শরীক হতেন। এটা তাকে সালাতে বাধা প্রদান করত না।

২.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ خَتْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَحْيِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَأَغْتَسَلِي وَصَلِّي *

২০৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর স্ত্রী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শ্যালিকা উম্মে হাবীবা (রা) সাত বছর যাবত ইস্তেহাযায় ভুগছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরার রক্ত। অতএব তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর।

২.৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَفْتَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَأَغْتَسَلِي وَصَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ *

২০৬. কুতায়বা (রা) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি ইস্তেহাযায় আক্রান্ত। তিনি বললেন : এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর। এরপর উম্মে হাবীবা প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।

২.৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الدَّمِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانًا دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسَلِي *

২০৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে (ইস্তেহাযার) রক্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাঁর টব রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তোমার হায়য যতদিন তোমাকে তোমার সালাত হতে বিরত রাখত, ততদিন বিরত থাক তারপর গোসল কর।

২.৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا *

২০৮. কুতায়বা (র) থেকে অন্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি জাফরের^১ নাম উল্লেখ করেন নি।

২.৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعْنِي أَنَّ امْرَأَةً

كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَتَنْظُرَ عِدَالِيَّ إِلَى وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفْتَ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلِ ثُمَّ لَتَسْتَشْفِرْ ثُمَّ لَتُصَلِّيَ *

২০৯. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে জনৈকা মহিলার সর্বদা রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, উম্মে সালামা তার এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ার) যে রোগে সে আক্রান্ত, সে রোগ হওয়ার পূর্বে তার প্রত্যেক মাসে কতদিন কত রাত হায়য আসত সে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মাসের সেই দিন ও রাত্রিগুলোতে সালাত আদায় করবে না। তারপর সে দিনগুলো অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে ও লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে নেবে এবং সালাত আদায় করবে।

ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ

হায়যের মুদত সম্পর্কিত বর্ণনা

২১০. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الْتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتَحْيَضَتْ لَاتَطْهَرُ فَذَكَرَ شَانَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِّنَ الرَّجَمِ فَلَتَنْظُرَ قَدَرُ قَرَاهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَنْظُرُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ *

২১০. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্শ যিনি আবদুর রহমান ইবন আউফের সহধর্মিণী ছিলেন- ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হলেন যা অবিরাম চলতে লাগল। তাঁর এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : তা হায়য নয়, বরং তা জরায়ুর স্পন্দন মাত্র। অতএব সে যেন তার হায়যের মুদতের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং সে দিনগুলোতে সালাত আদায় হতে বিরত থাকে। হায়যের মুদত অতিবাহিত হলে সে যেন প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করে।

২১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدَرُ أَقْرَائِهَا وَحِيضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ *

২১১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্শ (রা) সাত বছর ইস্তেহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরা মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। অতএব তিনি তাকে তার হায়যের মুদত পরিমাণ সালাত ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। তারপর গোসল করতে ও সালাত আদায় করতে বললেন। এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।

২১২. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتَ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِنْظُرِي إِذَا أَتَاكَ قَرُوكِ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قَرُوكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرَاءِ إِلَى الْقَرَاءِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَازَكَرَ الْمُنْذِرُ *

২১২. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবু হুবাযশ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর রক্তক্ষরণ জনিত অসুবিধার কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এটা একটি শিরা মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। অতএব লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার হায়য উপস্থিত হয়, তখন সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন তোমার হায়য অতিবাহিত হয় এবং তুমি পবিত্র হও, তখন তুমি সালাত আদায় করবে এক হায়য হতে অন্য হায়য-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত।

এ হাদীস হতে বুঝা যায় (الاقراء) 'আকরা' এখানে হায়য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবু আবদুর রহমান বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) এ হাদীসটি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুনযির (রাবী) তাতে এ (হায়য) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

২১৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي *

২১৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবী হুবাযশ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমি একজন ইস্তেহাযায় আক্রান্ত মহিলা; আমি পাক হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ত্যাগ করব? তিনি বললেন : না, এটা হায়য নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। যখন তোমার হায়য আরম্ভ হবে তখন সালাত ছেড়ে দেবে। যখন তা অতিবাহিত হয় তখন রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করবে।

ذَكَرُ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

ইস্তেহাযায় আক্রান্ত নারীর গোসল

২১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ وَأَمَرْتُ أَنْ تُوَخَّرَ الظُّهْرُ وَتُعْجَلَ الْعَصْرُ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتُوَخَّرَ الْمَغْرِبُ وَتُعْجَلَ الْعِشَاءُ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا *

২১৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় একজন ইস্তেহাযগ্রস্ত নারীকে বলা হয়েছিল যে, এটা একটি শিরামাত্র, যার রক্ত বন্ধ হয় না। তাকে আদেশ করা হয়েছিল, সে যেন যোহর সালাতকে পিছিয়ে শেষ ওয়াক্তে এবং আসরের সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে এবং উভয় সালাতের জন্য একবারই গোসল করে এবং মাগরিবকে শেষ ওয়াক্তে এবং ইশাকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে এবং এ দুই সালাতের জন্য একবারই গোসল করে। আর ফজরের সালাতের জন্য একবার গোসল করে।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ النَّفَاسِ

পরিচ্ছেদ : নিফাসের গোসল

২১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلَ *

২১৫. মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আসমা বিনতে উমায়স (রা)-এর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে নিফাসগ্রস্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে বললেন : তাকে (আসমা বিনতে উমায়স) গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বল।

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

পরিচ্ছেদ : হায়য ও ইস্তেহাযার রক্তের পার্থক্য

২১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يَعْرِفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ *

২১৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ইস্তেহাযা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : যখন হায়যের রক্ত হয়, যা কাল রক্ত, চেনা যায়, তখন তুমি সালাত থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত হয় তখন উযু করে নেবে। কেননা তা একটি শিরামাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)।

২১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مَنْ حَفِظَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُبَيْشٍ كَانَتْ تَسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي * قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

২১৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা)-এর ইস্তেহাযা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : হায়যের রক্ত কাল বর্ণের হয়ে থাকে যা সহজে চেনা যায়। যখন এ রক্ত দেখা দেবে তখন সালাত থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত দেখা দেবে তখন উযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।

২১৮. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَحِضْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيلَ لَهُ فَالْغَسْلُ قَالَ ذَلِكَ لَا يَشْكُ فِيهِ أَحَدٌ * قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَتَوَضَّئِي غَيْرَ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَتَوَضَّئِي *

২১৮. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা)-এর ইস্তেহাযা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার ইস্তেহাযা হয়, অতএব আমি পাক হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ত্যাগ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরামাত্র। অতএব যখন হায়য দেখা দেয় তখন সালাত আদায় করবে না। আর যখন হায়য বন্ধ হবে তখন রক্তের চিহ্ন ধৌত করবে এবং উযু করে নেবে। কারণ এটা হায়য নয়, বরং (একটি শিরামাত্র যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হায়য বন্ধ হওয়ার পর কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন : এতে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না।

২১৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي *

২১৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি পাক হই না, আমি কি সালাত ত্যাগ করব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা একটি শিরামাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়), এটা হায়য নয়। যখন হায়য দেখা দেবে, তখন সালাত ত্যাগ করবে আর যখন হায়যের মুদত অতিবাহিত হবে, তখন গোসল করে রক্ত দূর করবে এবং সালাত আদায় করবে।

২২০. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَاتَرُكُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ قَالَ خَالِدٌ فِينَمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي *

২২০. আবুল আশআছ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুবায়শের কন্যা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি পাক হই না, অতএব আমি কি সালাত ত্যাগ করবো ? তিনি বললেন : না, এটা একটি শিরামাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। খালিদ বললেন : আমি তার নিকট যা পাঠ করেছি তাহলো, তা হায়য নয়, অতএব যখন হায়য আসে তখন সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা গোসল করে সালাত আদায় করবে।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

পরিচ্ছেদ : বন্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসল না করা

২২১. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ *

২২১. সুলায়মান ইবন দাউদ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - বুকাযর (র) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জানাবাত অবস্থায় বন্ধ পানিতে গোসল না করে।

بَابُ التَّهْمِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ وَالْإِغْتِسَالِ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : বন্ধ পানিতে পেশাব এবং তাতে গোসল না করা

২২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقَرِّي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبُولُنَّ أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ *

২২২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল করবে।

بَابُ ذِكْرِ الْإِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের প্রথমভাগে গোসল করা

২২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْيَوْمِ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ رَبِّمَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَبِّمَا اغْتَسَلَ آخِرَهُ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً *

২২৩. আমর ইবন হিশাম (র) - - - গুযায়ফ ইবন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের কোন্ অংশে গোসল করতেন? তিনি বললেন : কোন কোন সময় তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন আবার কোন কোন সময় রাতের শেষভাগে গোসল করতেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

الْإِغْتِسَالُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

রাতের প্রথমাংশে ও শেষাংশে গোসল করা

২২৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا قُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ رَبِّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرَبِّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً *

২২৪. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - গুযায়ফ ইবন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথমভাগে গোসল

করতেন না শেষভাগে ? তিনি বললেন : সব রকমই করেছেন। কোন সময় রাতের প্রথমভাগে গোসল করেছেন আবার কোন সময় রাতের শেষভাগে গোসল করেছেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহু তা'আলার, যিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ ذِكْرِ الْإِسْتِثَارِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের সময় পর্দা করা

২২৫. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلٌّ بْنُ خُلَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْعِ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلَنِي قَفَاكَ فَأَوْلِيَهُ فَقَايَ فَاسْتُرَهُ بِهِ *

২২৫. মুজাহিদ ইব্ন মুসা (র) - - - - মুহিল ইব্ন খলীফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুস সামহু (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন : তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দাও। তখন আমি আমার পিঠ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিতাম। এভাবে তাঁকে পর্দা করতাম।

২২৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أُمُّ هَانِيٍّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ *

২২৬. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি গোসল করছেন আর ফাতিমা (রা) তাঁকে একখানা কাপড় দ্বারা পর্দা করে আছেন। তিনি তাঁকে সালাম করলেন, তিনি বললেন ইনি কে ? আমি বললাম, আমি 'উম্মে হানী'। তিনি গোসল শেষ করলেন এবং পরে একখানা কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত সালাত আদায় করলেন।

بَابُ ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفَى بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : পুরুষের গোসলের জন্য পানির পরিমাণ

২২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجَهَنِيِّ قَالَ أَتَى مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزْرَتُهُ ثَمَانِيَّةٌ أُرْطَالٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا *

২২৭. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - - মুসা জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুজাহিদ (র)-এর নিকট একটি পেয়লা আনা হলো, আমার অনুমান তাতে আট রতল^১ পরিমাণ পানি হবে। পরে তিনি বললেন : আমাকে আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

২২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَخُوهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ فَسَتَرَتْ سِتْرًا فَاغْتَسَلَتْ فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا *

২২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু বকর ইব্ন হাফস (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবু সালামাকে বলতে শুনেছি, আমি এবং আয়েশা (রা)-এর দুধভাই তাঁর নিকট গেলাম। তাঁর ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি এমন একটি পাত্র আনলেন যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ছিল। তারপর তিনি যথাযথ পর্দা করে গোসল করলেন এবং তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন।

২২৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ هُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ *

২২৯. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক পানির পাত্রে গোসল করতেন যার নাম ফারাক (যাতে ষোল রতল পানি ধরত) আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম।

২৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوُوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَكِيَّ *

২৩০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন জাবর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাক্কুক^২ দ্বারা উযু করতেন এবং গোসল করতেন পাঁচ মাক্কুক দ্বারা।^৩

১. এক রতল বলতে সাধারণত আধা সের, যা বর্তমান পরিমাণে প্রায় ১/২ লিটার।

২. ১ মাক্কুক অর্থ এক মুদ। আর ১ মুদ ইরাকের ফকীহগণের মতে ২ রতল বা ১ লিটার (প্রায়) এবং হিজায়ের ফকীহগণের মতে ১ রতল ও ১ রতলের তিন ভাগের এক ভাগ বা পৌনে ১ লিটার (প্রায়)।

৩. ৫ মাক্কুক ইরাকী ফকীহগণের মতে ১০ রতল বা পৌনে ৫ লিটার (প্রায়)। আর হিজায়ের ফকীহগণের মতে ৩ লিটারের একটু বেশি।

২২১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِّنْ مَّاءٍ قُلْنَا مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلَا صَاعَانِ قَالَ جَابِرٌ قَدْ كَانَ يَكْفِي مَن كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا *

২৩১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহর সম্মুখে গোসলের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হলাম। তখন জাবির (রা) বললেন : জানাবাতের গোসলে এক সা'১ পানিই যথেষ্ট। আমরা বললাম এক সা' অথবা দুই সা' কোনরূপই যথেষ্ট নয়। জাবির বললেন : তোমাদের থেকে উত্তম ও অধিক কেশযুক্ত ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর) জন্য তা যথেষ্ট হতো।

بَابُ ذِكْرِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَأَوْقَتْ فِي ذَلِكَ

পরিচ্ছেদ : এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার বর্ণনা

২২২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ *

২৩২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম আর সে পাত্র ছিল ফারাক (ঘোল রাতল পরিমাপের একটি পাত্র)।

بَابُ ذِكْرِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نُسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : স্বামী এবং স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা

২২৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا *

২৩৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর ও কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা অঞ্জলিপূর্ণ করে তা থেকে একই সময় পানি নিতাম।

১. ১ সা' সকলের মতে ৪ মুদ। ইরাকী হিসাবমতে তাতে হয় ৮ রতল বা পৌনে ৪ লিটার (প্রায়)। আর হিজায়ী হিসাবমতে তাতে হয় ৫.৩৩ রতল বা আড়াই লিটার। উল্লেখ্য, ১ রতল = ৪০ তোলা।

২২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ *

২৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে জানাবাতের গোসল করতাম।

২২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا زِعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ *

২৩৫. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার স্মরণ আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাত্র থেকে গোসল করতাম সে পাত্র নিয়ে আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাড়াকাড়ি করতাম।

২২৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ *

২৩৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম।

২২৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ *

২৩৭. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে আমার খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মায়মূনা (রা) সংবাদ দিয়েছেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।

২২৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُوزٍ الْأَعْرَجَ يَقُولُ حَدَّثَنِي نَاعِمٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُبِلَتْ أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيْسَةً رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ

نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نَفِيزٌ عَلَى آيَدَيْنَا حَتَّى نُنْقِيَهَا ثُمَّ نَفِيزُ عَلَيْهَا الْمَاءَ قَالَ الْأَعْرَجُ لَا تَذْكُرُ فَرْجًا وَلَا تَبَالَهُ *

২৩৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবদুর রহমান ইব্ন হুরমূয আল-আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম না'য়িম বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, স্ত্রী কি পুরুষের সাথে গোসল করতে পারে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, করতে পারে যখন স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। আমার স্মরণ আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই গামলা থেকে গোসল করতাম। আমরা আমাদের উভয় হাতে পানি ঢালতাম এবং তা ধুইতাম পরে তার উপর পানি ঢালতাম। আ'রাজ (র) 'বুদ্ধিমতী' -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : যে লজ্জাস্থানের উল্লেখ করে না এবং নির্বোধ মহিলার ন্যায় আচরণ করে না।

بَابُ ذِكْرِ النَّهْيِ عَنِ الْأِغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার উপর নিষেধাজ্ঞা

٢٣٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبْشُرَ فِي مُغْتَسِلِهِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا *

২৩৯. কুতায়বা (র) - - - হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সাক্ষাৎ লাভ করেছি এমন এক ব্যক্তির যিনি চার বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতিদিন মাথা আঁচড়াতে এবং গোসলের স্থানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন আর স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের এবং পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা স্ত্রীর গোসল করতে এবং তাদের একত্রে অঞ্জলি দিয়ে পানি নিতেও নিষেধ করেছেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

পরিচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অনুমতি

٢٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ دَعَى لِي وَأَقُولُ أَنَا دَعَى لِي قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ دَعَى لِي دَعَى لِي *

২৪০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার পূর্বে পানি নেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতেন, আমি তাঁর পূর্বে নেয়ার জন্য তাড়াছড়া করতাম। এমনকি তিনি বলতেন, আমার জন্য রাখ, আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন। সুওয়ায়দ (র) বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন, তিনি আমার পূর্বে ও আমি তাঁর পূর্বে পানি নেয়ার জন্য চেষ্টা করতাম। এক পর্যায়ে আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন।

بَابُ ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يَعْجِنُ فِيهَا

পরিচ্ছেদ : আটা-খামির করার পাত্রে গোসল করা

২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মায়মূনা (রা) একই পাত্রে গোসল করেছেন, তা এমন পাত্র ছিল যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল।

ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ *

২৪২. সুলায়মান ইব্ন মানসূর (র) - - - - নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি শক্ত করে বেণী করি। আমি কি আমার জানাবাতের গোসলের সময় তা ধোয়ার জন্য খুলে ফেলবো ? তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে পরে তোমার শরীরে পানি ঢালবে।

بَابُ ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرَأَةِ نَقْضِ ضَفَرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলে নারীর মাথার খোপা না খোলা

২৪২. সুলায়মান ইব্ন মানসূর (র) - - - - নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি শক্ত করে বেণী করি। আমি কি আমার জানাবাতের গোসলের সময় তা ধোয়ার জন্য খুলে ফেলবো ? তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে পরে তোমার শরীরে পানি ঢালবে।

۲۴۲. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرٍ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهَا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَنِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكَ *

২৪২. সুলায়মান ইব্ন মানসূর (র) - - - - নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি শক্ত করে বেণী করি। আমি কি আমার জানাবাতের গোসলের সময় তা ধোয়ার জন্য খুলে ফেলবো ? তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে পরে তোমার শরীরে পানি ঢালবে।

بَابُ ذِكْرِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ لِلْإِحْرَامِ

পরিচ্ছেদ : ইহ্রামের গোসলে ঋতুমতির জন্য এর আদেশ

২৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন যুন্সর (র) - - - - উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি শক্ত করে বেণী করি। আমি কি আমার জানাবাতের গোসলের সময় তা ধোয়ার জন্য খুলে ফেলবো ? তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে পরে তোমার শরীরে পানি ঢালবে।

১. যে সমস্ত স্ত্রীলোকের চুল লম্বা এবং ঘন, তাদের জন্য জানাবাতের গোসলের সময় চুলের গোড়া ভিজলেই যথেষ্ট। বেণী বা খোপা না খুলেও তা করা যায়।

عُرْوَةَ حَدَّثَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَاهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا جَائِضٌ فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَّوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْقَضَى رَأْسُكَ وَأَمْتَشَطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِيَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمَرَتِكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَشْهَبُ *

২৪৩. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম, তারপর আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম। আর আমি হায়য অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলাম। ফলে আমি কা'বাঘরের ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করতে পারলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে মনঃকষ্টের কথা জানালাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং মাথা আঁচড়াও, আর হজ্জের ইহরাম বাঁধ, উমরার নিয়্যত ছাড়। আমি তাই করলাম। তারপর যখন আমরা হজ্জের কাজ সমাপ্ত করলাম, তিনি আমাকে আবদুর রহমান ইবন আবু বকরের সাথে তানঈমে^১ পাঠালেন। তখন আমি উমরা করলাম। তিনি বললেন : এ-ই তোমার উমরার স্থান। আবু আবদুর রহমান বলেন : এ হাদীসটি গরীব, কারণ মালিক থেকে আশ্হাব ভিন্ন আর কেউ এটি বর্ণনা করেন নি।

ذَكَرُ غَسَلَ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا الْإِنَاءُ

পায়ে হাত ঢুকাবার পূর্বে জুনুয ব্যক্তির উভয় হাত ধৌত করা প্রসঙ্গ

২৪৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَضَعَ لَهُ الْإِنَاءَ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا الْإِنَاءَ حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرَجَهُ بِالْيُسْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلءَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ *

২৪৪. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তাঁর জন্য পাত্র রাখা হত, তখন তিনি তাঁর হাতদ্বয়কে পাত্র ঢুকাবার পূর্বে তার উপর পানি ঢেলে নিতেন। তারপর যখন

১. মক্কার অদূরে হারামের বাইরে একটি স্থানের নাম, যেখান থেকে ইহরাম বাঁধা হয়ে থাকে।

উভয় হাত ধুয়ে নিতেন তখন তিনি নিজ ডান হাত পায়ে ঢুকাতেন। তারপর ডান হাতে পানি ঢালতেন আর বাম হাতে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। এ কাজ শেষ করার পর তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এভাবে উভয় হাত ধুয়ে ফেলতেন। তারপর তিনি তিনবার কুল্লি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। পরে উভয় হাতের তালুভরে মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর দেহে পানি ঢালতেন।

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ ادِّخَالِهِمَا الْإِنَاءَ

পরিচ্ছেদ : উভয় হাত পায়ে ঢুকাবার পূর্বে কতবার ধৌত করতে হবে

২৪৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْضِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يَفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ *

২৪৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার হাতে পানি ঢালতেন, তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। তারপর উভয় হাত ধুতেন, পরে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। তারপর মাথার উপর তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর তাঁর সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালতেন।

إِزَالَةُ الْجُنُبِ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

হাত ধোয়ার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জুনুব ব্যক্তির নাপাকী দূর করা

২৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ أَنبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ غَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتِي بِالْإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخْذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضَّمُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ *

২৪৬. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - আতা ইবন সাযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানির পাত্র আনা হলে তিনি নিজ হাত তিনবার পানি ঢেলে ধৌত করতেন। তারপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। সে পানি

দ্বারা উভয় উরু ধৌত করতেন। পরে উভয় হাত ধৌত করতেন, কুলি করতেন এবং নাক পরিষ্কার করতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

بَابُ إِعَادَةِ الْجُنْبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

পরিচ্ছেদ : দেহ হতে ময়লা দূর করার পর জুনুব ব্যক্তির পুনরায় উভয় হাত ধৌত করা

٢٤٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ قَالَ عَمَرُو لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ يَفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَتَمَضَّمُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ *

২৪৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাত গোসলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি উভয় হাত তিনবার ধৌত করতেন। তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন। এরপরে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং যে সকল স্থানে নাপাকী লেগেছে তা ধুতেন। উমর ইবন উবায়দ বলেন : আমি তাঁকে [বর্ণনাকারী 'আতা ইবন সাযিব (র)-কে] এ ব্যতীত আর কিছু বলতে শুনি। তিনি বলেছেন যে, তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর তিনবার পানি ঢালতেন এবং তিনবার কুলি করতেন। আর তিনবার নাকে পানি দিতেন এবং তাঁর চেহারাও দুহাত তিনবার ধুয়ে ফেলতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। পরিশেষে তাঁর সর্বাস্থে পানি ঢালতেন।

ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنْبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

গোসলের পূর্বে জুনুব ব্যক্তির উযু করা

٢٤٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ *

২৪৮. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন উভয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। তারপর সালাতের উযু মত উযু করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবিয়ে তদ্বারা তাঁর চুলের গোড়া খিলাল করতেন। পরে মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন। এরপর সর্বাস্থে পানি ঢালতেন।

بَابُ تَخْلِيلِ الْجَنْبِ رَأْسَهُ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির মাথা খিলাল করা

২৪৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ ثُمَّ يَفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ *

২৪৯. আমার ইব্ন আলী (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জানাবাতের গোসল সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন যে, তিনি উভয় হাত ধৌত করতেন, উষু করতেন এবং মাথায় খিলাল করতেন, যেন পানি তাঁর চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌছে, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

২৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُشْرِبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا *

২৫০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথায় (খিলালের সাহায্যে) পানি পৌছাতেন তারপর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন।

بَابُ ذِكْرِ مَا يَخْفَى الْجَنْبِ مِنَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির মাথায় কতটুকু পানি ঢালা যথেষ্ট

২৫১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنِّي لَأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفَ *

২৫১. কুতায়বা (র) - - - - জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে সাহাবীগণ গোসল সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তাঁদের কেউ বললেন : আমি এভাবে গোসল করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কিন্তু আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালি।

بَابُ ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

পরিচ্ছেদ : হায়যের গোসলে কি করতে হয়

২৫২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ بْنُ صَفِيَّةٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ

الْمَحِيضِ فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِّنْ مَّسِكَ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَجَذِبَتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ *

২৫২. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার হায়যের গোসল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাকে কিভাবে গোসল করতে হবে তা বললেন। তারপর বললেন : মিশ্ক মিশ্রিত একখণ্ড তুলা নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্র হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [লজ্জায়] এভাবে মুখ ঢাকলেন [বর্ণনাকারী নিজ মুখ ঢেকে দেখালেন] এবং বললেন : সুবহানাল্লাহ! তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়েশা (রা) বলেন : তখন আমি ঐ মহিলাকে টেনে নিলাম এবং বললাম, এটা যেখানে রক্তের চিহ্ন আছে সেখানে লাগাবে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ بَعْدِ الْغُسْلِ

পরিত্যক্ত : গোসলের পর উযু না করা

২৫৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنبَأَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ *

২৫৩. আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম ও আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের পর উযু করতেন না।

بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

পরিত্যক্ত : গোসলের স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে পা ধৌত করা

২৫৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ بِيَمِينِهِ فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلَكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ

১. অর্থাৎ গোসলের পূর্বে যে উযু করেছেন সে উযুই যথেষ্ট বলে মনে করতেন অথবা গোসলের মাধ্যমে উযুর উদ্দেশ্য হাসিল হয় বলে পুনরায় উযু করতেন না।

حَثِيَّاتٍ مِلءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رَجُلَيْهِ قَالَتْ ثُمَّ أَيْتَهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ

২৫৪. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার খালা মায়মূনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জানাবাতের গোসলের সময় তাঁর কাছে পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি দু'বার কি তিনবার উভয় হাত (কজি পর্যন্ত) ধুলেন, তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রে ঢুকালেন। ঐ হাতে তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং বাম হাতে তা ধুলেন। তারপর বাম হাত মাটিতে রেখে তা উত্তমরূপে ঘষলেন। তারপর সালাতের উযূর মত উযূ করলেন। এরপর অঞ্জলিভরে তিন অঞ্জলি পানি মাথায় ঢাললেন। তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। এরপর গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধৌত করলেন। পরিশেষে আমি তাঁর নিকট রুমাল নিয়ে গেলে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

পরিশ্ছেদ : গোসলের পর রুমাল ব্যবহার না করা

২৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ فَاتَى بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمْسَهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا *

২৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ গোসল করার পর তাঁর নিকট রুমাল আনা হলো। কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না এবং এরূপে পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন।^১

بَابُ وَضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

পরিশ্ছেদ : পানাহার করতে চাইলে জুনুব ব্যক্তির জন্য উযূ করা

২৫৬. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرُو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ - زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ *

২৫৬. হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ ও আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাত অবস্থায় যখন আহার করতে অথবা নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি উযূ করতেন। আমার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, সালাতের উযূর মত উযূ।

১. গোসলের পর দেহের পানি মোছার জন্য তিনি কখনো রুমাল ব্যবহার করতেন, কখনো করতেন না।

بَابُ اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

পরিচ্ছেদ : জুন্‌ব ব্যক্তি আহার করতে ইচ্ছা করলে শুধু তার উভয় হাত ধৌত করা

২৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ *

২৫৭. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পাঠ্যবস্তু জানাবাত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে উযু করতেন আর আহার করার ইচ্ছা করলে উভয় হাত ধৌত করতেন।

بَابُ اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

পরিচ্ছেদ : পানাহারের ইচ্ছা করলে জুন্‌ব ব্যক্তির শুধু উভয় হাত ধৌত করা

২৫৮. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ *

২৫৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পাঠ্যবস্তু জানাবাত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে উযু করতেন। আর যখন পানাহারের ইচ্ছা করতেন তখন উভয় হাত ধুতেন, তারপর পানাহার করতেন।

بَابُ وُضْوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

পরিচ্ছেদ : নিদ্রার ইচ্ছা করলে জুন্‌ব ব্যক্তির উযু করা

২৫৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ *

২৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পাঠ্যবস্তু জানাবাত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সালাতের উযু ন্যায় উযু করতেন।

২৬০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ *

২৬০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ জানাবাত অবস্থায় নিদ্রা যাবে কি? তিনি বললেন: যদি উয়ূ করে নেয়।

بَابُ وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তি নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে উয়ূ করা এবং লজ্জাস্থান ধৌত করা

২৬১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَصَيَّبَهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ *

২৬১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, রাতে তিনি জানাবাতগ্ধ হন। (এরপর ঘুমাতে চাইলে কি করবেন?) তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন: এরূপ হলে তুমি উয়ূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধৌত করবে, তারপর ঘুমাবে।

بَابُ فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তি যদি উয়ূ না করে

২৬২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ *

২৬২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ঘরে ছবি, কুকুর বা জুনুব ব্যক্তি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

بَابُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তি পুনঃ সহবাস করতে চাইলে

২৬৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأْ *

২৬৩. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: তোমাদের কেউ পুনঃ সহবাস করতে চাইলে সে উয়ূ করে নেবে।

بَابُ إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : গোসল না করে একাধিক স্ত্রীর নিকট গমন করা

২৬৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ يَغُسُّ وَأَحَدٍ *

২৬৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একই গোসলে একরাতে তাঁর সকল সহধর্মিণীর নিকট গমন করেছেন।

২৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ *

২৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একই গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন।

بَابُ حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা

২৬৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيًّا أَنَا وَرَجُلَانِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْئٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ *

২৬৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং অন্য দু'ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগার হতে বের হয়ে কুরআন পড়তেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। জানাবাত অবস্থা ব্যতীত তাঁকে কোন কিছুই কুরআন পাঠ হতে বিরত রাখত না।

২৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُونُسَ الصَّيْدَلَانِيُّ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةُ *

২৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আবু ইউসুফ সাইদালানী আর-রিক্বি (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায়ই কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ مُعَاسَةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ও তার সাথে বসা

২৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحَدَّثْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحَدَّثْتُ عَنِّْي فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ *

২৬৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই তাঁর সাহাবীগণের কারো সাথে সাক্ষাত করতেন, তাঁর সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন। হুযায়ফা বলেন, একদিন ভোরে আমি তাঁর দেখা পেলাম। তাঁকে দেখে আমি দূরে সরে গেলাম। তারপর যখন কিছু বেলা হলো, আমি তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন : আমি তোমাকে দেখলাম, তারপর তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেলে? আমি বললাম, আমি জুনুব অবস্থায় ছিলাম। আমার ভয় হলো, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে স্পর্শ করে না বসেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : মুসলমান নাপাক হয় না। ১

২৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي وَأَصْلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ *

২৬৯. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর জানাবাত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখা হলো। (হুযায়ফা বলেন) রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে আসছেন দেখে আমি বললাম, আমি জানাবাত অবস্থায় আছি। তিনি বললেন : মুসলমান নাপাক হয় না।

২৭০. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي طَرِيقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَنْسَلَ عَنْهُ فَأَغْتَسَلَ فَقَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ آيُنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتَ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ *

২৭০. হুমায়দ ইবন মাসআদাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর সাথে মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত হলো, তখন তিনি ছিলেন জানাবাত অবস্থায়। সেজন্য তিনি সন্তর্পণে

সরে পড়লেন এবং গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ পালাতায়
কাজাইতি
৩ মা সার তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। যখন পুনরায় আসলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথে যখন আপনার সাক্ষাত হয়েছিল তখন আমি জানাবাত অবস্থায় ছিলাম। আমি গোসল করার পূর্বে আপনার সাথে বসাকে খারাপ মনে করলাম। রাসূলুল্লাহ পালাতায়
কাজাইতি
৩ মা সার বললেন: সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাক হয় না।

بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রীর খেদমত নেয়া

২৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثُّوبَ فَقَالَتْ إِنِّي لَا أَصْلَى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكَ فَنَاوَلَتْهُ *

২৭১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পালাতায়
কাজাইতি
৩ মা সার মসজিদে ছিলেন, হঠাৎ তিনি বললেন : হে আয়েশা আমাকে কাপড়টি দাও। তিনি বললেন : আমি তো সালাত হতে বিরত আছি। তিনি বললেন : হায়য তোমার হাতে নয়, পরে আয়েশা (রা) তাঁকে কাপড় দিলেন।

২৭২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَآخَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَتْ حَيْضَتُكَ فِي يَدِكَ *

২৭২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পালাতায়
কাজাইতি
৩ মা সার বললেন : মসজিদ হতে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও। তিনি বললেন : আমি তো হায়য অবস্থায় আছি। রাসূলুল্লাহ পালাতায়
কাজাইতি
৩ মা সার বললেন : তোমার হায়য তোমার হাতে নয়।

২৭৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ *

২৭৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু মুআবিয়া (রা) থেকে। তিনি আ'মাশ (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ : মসজিদে ঋতুমতির চাটাই বিছানো

২৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَتَّصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَتَّبُودٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجَرٍ إِحْدَانَا فَيَتْلُوا الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ *

২৭৪. মুহাম্মদ ইবন মানসূর - - - - মানবুয (র)-এর^১ মা থেকে বর্ণিত। মায়মূনা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মাথা আমাদের কারো কোলে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ (যার ক্রোড়ে মাথা রাখতেন) তিনি তখন ঋতুমতি। আর আমাদের কেউ ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে চাটাই বিছিয়ে দিতেন।^২

بَابُ فِي الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسَهُ فِي حَجَرٍ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

٢٧٥. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْأَفْطُ لَهُ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَنْعُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَرٍ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ *

২৭৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের ঋতুমতি কারো কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ غَسَلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধৌত করা

٢٧٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمِيءُ إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسَلَهُ وَأَنَا حَائِضٌ *

২৭৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আর আমি তা ধুয়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

٢٧٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَذَكَرَ آخَرُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسَلَهُ وَأَنَا حَائِضٌ *

১. মানবুয ইবন আবু সূলায়মান মক্কী (র)।

২. অর্থাৎ মসজিদের বাইরে থেকে চাটাই বিছিয়ে দিতেন।

২৭৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকার অবস্থায় মসজিদ হতে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন আর আমি তা ধুয়ে দিতাম, অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

২৭৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ *

২৭৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা আঁচড়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

২৭৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَ ذَلِكَ *

২৭৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন শুয়ায়ব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে (অর্থাৎ তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা আঁচড়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি)।

بَابُ مَوَازِلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُورِهَا

ঋতুমতির সঙ্গে খাওয়া এবং তার ভুক্তাবশেষ পান করা

২৮০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونِي فَأَكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرَقَ فَيُقْسِمُ عَلَى فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرَقِ وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَأَخُذُهُ فَاشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ *

২৮০. কুতায়বা (র) - - - - শুয়ায়হ (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম : হায়য অবস্থায় স্ত্রী কি তার স্বামীর সঙ্গে খেতে পারে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকতেন, আমি তাঁর সঙ্গে যেতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। আর তিনি হাড় নিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর কসম, তুমি আগে খাও। তারপর আমি তার কিছু অংশ চিবাতাম এবং রেখে দিতাম। পরে তিনি তা নিয়ে চিবাতেন। হাড়টির ঐখানেই মুখ দিতেন যেখানে আমি মুখ দিয়েছিলাম। আর তিনি পানীয় আনিয়া বলতেন : আল্লাহর কসম, তুমি এটি আগে পান কর। তখন আমি পাত্রটি নিয়ে তা থেকে পান করতাম এবং আমি রেখে দিলে তিনি উঠিয়ে তা থেকে পান করতেন। আর আমি পেয়ালার যেখানে মুখ দিয়েছিলাম তিনি সেখানেই মুখ দিতেন।

২৮১. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ سُورِي وَأَنَا حَائِضٌ

২৮১. আইয়ুব ইব্ন মুহাম্মদ ওয়াযযান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে মুখ রাখতেন যেখানে মুখ রেখে আমি পান করতাম। তিনি আমার ভুক্তাবশেষ থেকে পান করতেন অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

بَابُ الْإِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ আহার করা

২৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَالُونِي الْإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُعْطِيَهُ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ *

২৮২. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - মিকদাম ইব্ন শুরায়হ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাত্র দিতেন আমি তা থেকে পান করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। তারপর আমি তাঁকে সে পাত্র দিতাম আর তিনি আমার পান করার জায়গা তালাশ করে সে জায়গায় তাঁর মুখ রাখতেন।

২৮৩. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ وَأَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي فَيَشْرَبُ وَاتَّعَرَّقَ الْعَرَقُ وَأَنَا حَائِضٌ وَأَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي *

২৮৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হায়য অবস্থায় পাত্র থেকে পান করতাম এবং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিতাম। আমি যেখানে মুখ রেখে পান করতাম তিনি সেখানে মুখ রাখতেন। আমি হায়য অবস্থায় হাড় চিবাতাম তারপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিতাম। আর তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রাখতেন।

بَابُ مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির সাথে শয়ন করা

২৮৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ

اللَّهُ ابْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفِستِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ *

২৮৪. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরে শায়িত ছিলাম, হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিল। আমি সরে পড়লাম এবং আমার হায়যের কাপড় পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি ঋতুমতি হয়েছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন আর আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরে শয়ন করলাম।

২৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشَّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِتٌ أَوْ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ *

২৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই চাদরে রাত্রিযাপন করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তখন তিনি ঐ স্থানই ধুয়ে নিতেন এর বেশি ধুতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি সালাত আদায় করতেন, আবার তিনি বিছানায় ফিরে আসতেন। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তিনি শরীরের ঐ অংশটুকু ধুয়ে নিতেন, এর বেশি ধুতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি সালাত আদায় করতেন।

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির শরীরের সাথে শরীর মিলানো

২৮৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا *

২৮৬. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কেউ ঋতুমতি অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ার^১ পরার আদেশ দিতেন। তারপর তিনি তার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন।

২৮৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَرَ ثُمَّ يَبَاشِرُهَا *

২৮৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কেউ ঋতুমতি থাকলে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার ইয়ার পরিধান করতে বলতেন। তারপর তিনি তার শরীরে শরীর লাগাতেন।

২৮৮. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَاللَيْثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَدَبَةُ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نَسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخْذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ *

২৮৮. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন সহধর্মিণীর হায়য অবস্থায় যখন তার পরনে ইয়ার থাকত যা হাঁটু ও রানের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তিনি তার শরীরে শরীর মিলাতেন। লায়সের হাদীসে আছে, তিনি (সহধর্মিণী) ঐ ইয়ার দ্বারা (দেহের মধ্যাংশ) আবৃত করতেন।

بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ -এর ব্যাখ্যা

২৮৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى الْآيَةِ فَاْمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجَمَاعَ *

فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يَدْعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفْنَا فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ

وَعَبَادُ بْنُ بَشْرٍ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَا أَنْجَامُهُنَّ فِي الْحَيْضِ فَمَعْرُوجُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمَعْرَأُ شَدِيدًا حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا *

২৮৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহুদীদের স্ত্রীরা যখন ঋতুমতি হত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না এবং তারা ঘরে তাদের সাথে একত্রে অবস্থানও করত না। অতএব সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ^{পালাতায় ও অলমাইতি ও তা সাকর} وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ^{পালাতায় ও অলমাইতি ও তা সাকর} আয়াতটি নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ তা'আলা তাদের আদেশ করলেন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে পানাহার করে ও ঘরে একত্রে অবস্থান করে এবং তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত আর সব কিছু করা বৈধ মনে করে।

এতে ইয়াহুদীরা বলল, আমাদের রীতিনীতির কোন্‌টিরই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরোধিতা না করে ছাড়বেন না।
উসায়দ ইবন হুযায়র ও আব্বাদ ইবন বিশর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গমন করে এ কথাটি জানালে এবং প্রশ্ন করলেন, আমরা হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করব কি? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল, তখন তারা ধারণা করলেন যে, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু হাদীসের দুধ গ্রহণ করলেন। তখন তিনি সাহাবীদ্বয়-এর অনুসন্ধান লোক পাঠালেন। তাদের ডেকে আনা হল এবং উভয়কে তিনি দুধ পান করালেন। এতে জানা গেল যে, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগ করেন নি।

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْنِهَا

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় আল্লাহর নিষেধ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সহবাস করে তার উপর কি ওয়াজিব হবে

২৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ يَنْصِفِ دِينَارٍ

২৯০. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে, সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার^২ সাদকা করবে।

১. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অশুচি। (২ : ২২)

২. সে যুগে দীনার স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হত। এযুগেও কোন কোন দেশের মুদ্রাকে দীনার বলা হয়।

بَابُ مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

পরিচ্ছেদ : মুহরিম^১ মহিলা ঋতুমতি হলে কি করবে

২৯১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَانُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْفِ حَضَتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا لَكَ أَنْفِستُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَاءٍ بِالنِّقَرِ *

২৯১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে হজ্জের নিয়তে বের হলাম। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার হায়য আসল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হল? তোমার কি হায়য হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব তুমি হজ্জের সকল আহকাম আদায় কর তবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী দিলেন।

بَابُ مَا تَفْعَلُ النِّفْسَاءُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

পরিচ্ছেদ : ইহরামের সময় নিফাসওয়ালা নারীরা^২ কী করবে

২৯২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِخُمْسٍ بَقِيْنِ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَتْفِرِي ثُمَّ أَهْلِي *

২৯২. আমরা ইবন আলী, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলক্বাদা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম। যখন তিনি যুল-হুলায়ফা পৌঁছলেন, তখন আসমা বিন্তে উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইবন আবু বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন : আমি এখন কি করব? তিনি বললেন : তুমি গোসল কর তারপর পট্টি পরে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।

১. যে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম করেছে, তাকে মুহরিম বলা হয়।

২. গর্ভবতী মহিলাদের সন্তান প্রসবের পর যে কিছুদিন রক্ত বের হয়, সে সময়কালকে নিফাস বলা হয়।

بَابُ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثُّوبَ

পরিচ্ছেদ : হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগলে

২৭২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتُ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مَحْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثُّوبَ قَالَ حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ *

২৯৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আদী ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মে কায়স বিনত মিসান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সহাবায়ে ও তবাক্বি -এর নিকট হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি, তিনি বললেন, কাঠ দ্বারা তা ঘষে নেবে এবং কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।

২৭৬. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُونُ فِي حَجْرِهَا أَنْ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثُّوبَ فَقَالَ حَتَّى تَكُونِ ثُمَّ أَقْرُصِيهِ بِالمَاءِ ثُمَّ أَنْضَحِيهِ وَصَلَّى فِيهِ *

২৯৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সহাবায়ে ও তবাক্বি -এর নিকট কাপড়ে লাগা হায়যের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তা খুঁটবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে, তারপর তা ধুয়ে নেবে আর তাতেই সালাত আদায় করবে।

بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثُّوبَ

পরিচ্ছেদ : কাপড়ে যদি বীর্য লাগে

২৭৫. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثُّوبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَى فِيهِ أَدْنَى

২৯৫. ইসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সহাবায়ে ও তবাক্বি -এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ্ সহাবায়ে ও তবাক্বি যে কাপড়ে সহবাস করতেন তাতে কি তিনি সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাতে কোন নাপাকী না দেখতেন।

بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثُّوبِ

পরিচ্ছেদ : কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা

২৯৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْجَزْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ لَفِي ثَوْبِهِ *

২৯৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় হতে জানাবাতের নাপাকী ধুতাম, তারপর তিনি সালাতের জন্য বের হতেন অথচ পানির চিহ্ন তাঁর কাপড়ে বিদ্যমান থাকত।

بَابُ فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثُّوبِ

পরিচ্ছেদ : কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ফেলা

২৯৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرِكُ الْجَنَابَةَ وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৯৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবাতের নাপাকী ঘষে ফেলতাম। আর এক সময় বলেছেন : কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ফেলতাম।

২৯৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَرِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৯৮. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার মনে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবাতের নাপাকী ঘষে ফেলার অতিরিক্ত কিছু করতাম না।

২৯৯. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ

২৯৯. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ঘষে ফেলতাম।

৩০০. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحْكُهُ *

৩০০. শুআয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড়ে তা দেখতাম আর তা ঘষে ফেলতাম।

৩০১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৩০১. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ঘষে ফেলতাম।

৩০২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحْكُهُ عَنْهُ *

৩০২. মুহাম্মদ ইব্ন কামিল মারওয়াযী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ঘষে পরিষ্কার করতাম।

بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

পরিচ্ছেদ : খাদ্যগ্রহণ করেনি এমন শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে

৩০৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَخْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ *

৩০৩. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খাদ্যগ্রহণ করেনি তাঁর এমন একটি ছোট শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাঁর কোলে বসালেন, সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনিয়া তা কাপড়ে ঢেলে দিলেন, তা ধুলেন না।

৩০৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبْيٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ إِيَّاهُ *

৩০৪. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একটি শিশু আনা হল। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

بَابُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ

পরিচ্ছেদ : ছোট বালিকার পেশাব প্রসঙ্গে

৩০৫. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خُلَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْشُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ *

৩০৫. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - - আবুস সামহ (রা)^১ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছোট মেয়ের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হয় আর ছোট ছেলের পেশাবের উপর পানি ছিটিতে^২ হয়।

بَابُ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

পরিচ্ছেদ : হালাল পশুর পেশাব প্রসঙ্গে

৩০৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَنَسًا أَوْ رَجُلًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَأَسْتَوْحِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُودٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنَ الْبَانِيَةِ وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَسْتَأْفُوا الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَارِهِمْ فَاتَى بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تَرَكُوا فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا

৩০৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। তারপর তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা দুগ্ধবতী পশু রাখি ; আমরা কৃষিকাজের লোক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী হলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কিছু উট ও একজন রাখাল প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তাদের উটের প্রতিপালনের কাজে মদীনার বাইরে যেতে এবং উটের দুধ ও এর পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল এবং হাররা নামক স্থানে অবস্থান করল, তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করল। আর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট

১. তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাদেম ছিলেন।

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে ছোট ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং এ হাদীসে পানি ছিটিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর উদ্দেশ্য এ নয় যে, পেশাব না ধুয়ে কেবল পানি ছিটিয়ে দিলে পাক হবে। বরং এর অর্থ এই যে, ছোট ছেলের পেশাব হালকাভাবে ধৌত করলেও চলবে। -অনুবাদক

পৌছলে তিনি তাদের পেছনে অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন এবং তাদের গ্রেফতার করে আনা হল। তাদের চোখে লৌহ শলাকা গরম করে লাগান হল এবং হাত-পা কেটে দেয়া হল। পরে তাদের হাররার জমিতে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখা হল। এভাবে তারা প্রাণ ত্যাগ করল। ১২

৩.৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَغْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْلَمُوا فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَصْفَرَتْ الْوَأْنُهُمْ وَعَظُمَتْ بَطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَأْفَقُوا الْإِيلَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلِبِهِمْ فَاتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ يَكْفُرُ أَمْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ يَكْفُرُ * " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَأَنَعْلَمَ أَحَدًا قَالَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ طَلْحَةَ وَالصُّوَابُ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ "

৩০৭. মুহাম্মদ ইবন ওহাব (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উরায়না গোত্রের কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করল। মদীনায় বসবাস তাদের উপযোগী হল না। এমনকি তাদের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং পেট ক্ষীত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আপন দুগ্ধবতী উষ্ট্রের পালের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আর তাদের তার দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। তারপর উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের খুঁজে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তাদের ধরে আনা হলে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হল এবং গরম শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হল। আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালিক আনাস (রা)-এর নিকট এ হাদীস শুনে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন : এ শাস্তি কি কুফরের জন্য, না গুনাহের জন্য। তিনি বললেন, কুফরের জন্য।

بَابُ قَرْنِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

পরিচ্ছেদ : হালাল পশুর উদরস্থ গোবর কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে

৩.৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

১. মুরতাদ বা হত্যাকারীকে গরম শলাকা দিয়ে শাস্তি দেয়া এবং তাদের হাত-পা কেটে ফেলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে হাদীসে উক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। আর কারো মতে, যেহেতু এসব অপরাধী রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত রাখালকে অনুরূপভাবে হত্যা করেছিল, তাই প্রতিশোধ স্বরূপ তাদের এরূপ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। উটের পেশাব নাপাক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে পেরেছিলেন যে, উটের পেশাব পান করলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে। তাই তাদেরকে উটের পেশাব পান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হাদীসের অর্থ পেশাব পান করা নয়, বরং তা মালিশ স্বরূপ ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল : -অনুবাদক

عَلَىٰ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسًا وَقَدْ نَحَرُوا جُزُورًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ هَذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ يَعْنِي عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ أَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعَى فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَا أَيُّ جَهْلٍ بَنِي هِشَامٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مَعِيْطٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغَى يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ *

৩০৮. আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) - - - - আমর ইবন মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) আমাদের নিকট বায়তুলমাল সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর নিকট সালাত আদায় করছিলেন। তখন একদল কুরায়শ তথায় উপবিষ্ট ছিল। তারা একটি উট যবেহ করেছিল। তাদের একজন বলল, তোমাদের মধ্যে কে এর রক্তমাখা উদরস্থ গোবর (নাড়ি-ভুড়িসহ) নিয়ে তার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারবে, তারপর যখন সে সিজদায় কপাল ঠেকাবে তখন তা পিঠের উপর রেখে দেবে? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তাদের সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি প্রস্তুত হল এবং গোবরযুক্ত নাড়ি-ভুড়ি হাতে নিয়ে অপেক্ষায় রইল। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন তা তাঁর পিঠের উপর রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এ খবর পেলেন-এ সময় তিনি ছিলেন অল্পবয়স্কা। তিনি দৌড়ে এলেন এবং তাঁর পিঠ হাতে তা সরিয়ে ফেললেন। তিনি সালাত শেষ করে তিনবার বললেন : আয় আল্লাহ্ ! কুরায়শকে ধর। হে আল্লাহ্ ! আবু জাহ্ল ইবন হিশাম, শায়বা ইবন রবীআ, উত্বা ইবন রবীআ, উকবা ইবন আবু মুআযত প্রমুখকে পাকড়াও কর। এভাবে তিনি কুরায়শদের সাতজনের নাম উল্লেখ করলেন। আবদুল্লাহ বলেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাদের সকলকে বদরের দিন একই গর্তে মৃত অবস্থায় পতিত দেখেছি।

بَابُ الْبُرَاقِ يُصِيبُ الثُّوبَ

পরিচ্ছেদ : থুথু কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গ

৩.৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَّقَ فِيهِ فَرَدَّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ *

৩০৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদরের একদিক উঠিয়ে তাতে থুথু ফেললেন, এরপর এক অংশের উপর অন্য অংশ চাপা দিলেন।

২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَالْأَفْزُقُ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَّكَ *

৩১০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সামনে অথবা তার ডানে থুথু না ফেলে। বরং বামদিকে কিংবা পায়ের নিচে ফেলে। অথবা এরকম (এ বলে) করে নবী ﷺ তাঁর কাপড়ে থুথু ফেললেন ও তা মললেন।

بَابُ بَدْءِ التَّيْمُمِ

পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের সূচনা

২১১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ ذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّمَاسِيهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخَذِي وَقَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَمَا مَنَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخَذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيْمُمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا أَلِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ *

৩১১. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার একটি হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সংগীগণ তার তালাশে সেখানে অবস্থান করলেন। তাদের অবস্থান পানির নিকটে ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। লোকজন আবু বকর (রা)-এর নিকট এসে বলল,

আপনি কি দেখছেন না আয়েশা (রা) কি করলেন ? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে অবস্থানে বাধ্য করেছেন যার নিকটে কোন পানি নেই এবং লোকদের সাথেও কোন পানি নেই। তখন আবু বকর (রা) আমার নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে আটকিয়ে রেখেছ যেখানে পানির কোন উৎস নেই আর তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন : তিনি আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তাই বললেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শরীর আমার উরুর উপর থাকার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রায় রইলেন, এমনকি পানির কোন ব্যবস্থা ছাড়াই ভোর হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়ান্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। এতে উসায়দ ইব্ন হযায়র (রা) বললেন : হে আবু বকরের পরিজন ! এটাই তোমাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা (রা) বলেন : আমি যে উটের উপর ছিলাম সেটিকে উঠালে তার নিচে আমার হারটি পেলাম।

بَابُ التَّيْمُمِ فِي الْحَضَرِ

পরিচ্ছেদ : মুকীমের তায়ান্মুম

৩১২. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى بَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْإِنصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ *

৩১২. রবী ইব্ন সুলায়মান (রা) - - - ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত দাস উমায়র থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি এবং মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াসার আবু জুহায়ম ইব্ন সিম্মা আনসারী (রা)-এর নিকট গেলাম। আবু জুহায়ম বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বি'র আল- জামাল'-এর দিক থেকে আসছিলেন, তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হল। সে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি একটি দেওয়ালের নিকট আসলেন এবং তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন, এরপর সালামের জবাব দিলেন।

التَّيْمُمُ فِي الْحَضَرِ

মুকীমের তায়ান্মুম

৩১৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ قَالَ عُمَرُ لَا تَصِلْ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَاجْتَبَيْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَصِلْ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَآتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ فَضْرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيَهُ وَسَلَّمَهُ شَكَّ لَا يَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ تَوَلَّيْتُكَ مَا تَوَلَّيْتُ

৩১৩. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবাত অবস্থায় আছি কিন্তু পানি পাইনি। উমর (র) বললেন : তুমি সালাত আদায় করো না। এ কথা শুনে আম্মার ইবন ইয়াসির বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার কি স্মরণ নাই যে, এক সময় আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা উভয়ে জুনুবী হয়ে পড়লাম, আর আমরা পানি পেলাম না। এতে আপনি সালাত আদায় করলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম, তারপর সালাত আদায় করলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল। এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে মারলেন এরপর তাতে ফুঁ দিলেন এবং তা দ্বারা তাঁর চেহারা এবং উভয় হাত মসেহ করলেন। বর্ণনাকারী সালামা সন্দেহ করলেন, এ ব্যাপারে তাঁর মনে নেই কনুই পর্যন্ত বলেছেন, না কজ্জি পর্যন্ত। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন : তুমি যা বর্ণনা করলে তার দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম।

৩১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الْأَيْلِ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكَتُ فِي التُّرَابِ تَمَعُكَ الدَّابَّةُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيْمُمُ *

৩১৪. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম, তখন আমি ছিলাম উটপালের মধ্যে। এ সময়ে আমি পানি পেলাম না। তখন আমি চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন : এ রকম না করে বরং তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

بَابُ التَّيْمُمِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরে তায়াম্মুম

৩১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي

عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
 عَمَّارٍ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ
 جَزَعِ ظَفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءً عِقْدَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ
 فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ حَبَسْتَ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةً
 التَّيْمُمُ بِالصُّعَيْدِ قَالَ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ
 رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وَجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاقِبِ
 وَمِنْ بَطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْإِبَاطِ *

৩১৫. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহয়া ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ
 ﷺ শেষরাতে উলাতুল জায়শ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা
 (রা)। তাঁর ইয়ামানী মোতির হার হারিয়ে গেলে এর তালাশে সমস্ত লোক আটকা পড়ল। অবশেষে ভোর হয়ে
 গেল অথচ লোকদের পানি ছিল না। যদ্রুন আবু বকর (রা) তাঁর উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন : তুমি লোকদের
 আটকিয়ে রেখেছ অথচ তাদের সাথে পানি নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি
 সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে উঠে মাটিতে
 নিজেদের হাত মারলেন আর তাদের হাত উঠালেন এবং হাত থেকে মাটি একটুও ঝাড়লেন না, বরং তা দ্বারা
 তাদের চেহারা ও হাত [উপর দিক থেকে] কাঁধ পর্যন্ত মসেহ করলেন আর তাদের হাতের নিচের দিক থেকে
 বগল পর্যন্ত মসেহ করলেন।

الْإِخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَةِ التَّيْمُمِ

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ

৩১৬. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ
 قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا
 وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاقِبِ *

৩১৬. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আন্বারী (র) - - - - আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি
 বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলাম। এতে আমরা আমাদের চেহারা এবং
 কাঁধ পর্যন্ত আমাদের হাত মসেহ করেছিলাম।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّيْمُمِ وَالنِّفْعِ فِي الْيَدَيْنِ

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম এবং উভয় হাতে ফুঁ দেওয়া

৩১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رُبَّمَا نَمُكُّ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ كُنْتُ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرَعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا اجْتَنَبْنَا قَالَ نَعَمْ أَمَا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ وَضَرَبَ بِكَفِيهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتُ لَمْ أَذْكُرْهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتُ *

৩১৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন ! অনেক সময় আমরা এক মাস বা দুই মাস পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করি আর আমরা পানি পাই না। উমর (রা) বললেন, আমি পানি না পেলে সালাত আদায় করবার নই, যাবৎ না পানি পাই। তখন আমার ইব্ন ইয়াসির (রা) বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার মনে আছে কি, যখন আমরা অমুক অমুক স্থানে ছিলাম আর আমরা উট চরাতিম, আপনি জানেন যে, আমরা জানাবাত্তন্ত হলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি হেসে বললেন : মাটিই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল, আর তিনি উভয় হাত মাটিতে মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর তিনি তাঁর চেহারা এবং তাঁর উভয় হাতের কিয়দাংশ মসেহ করলেন। উমর (রা) বললেন : হে আমার ! আল্লাহকে ভয় কর। আমার বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! যদি আপনি চান তাহলে আমি এটা বর্ণনা করব না। উমর (রা) বললেন : না। কিন্তু আমার নিকট যা বর্ণনা করলে, এর দায়িত্বভার তোমার উপর অর্পণ করলাম (তাই হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এটা বললাম)।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّيْمُمِ

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম

৩১৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيْمُمِ فَلَمْ يَدْرِ مَا

يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارٌ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَاجْتَنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةً بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً *

৩১৮. আমার ইবন ইয়াযীদ (র) - - - আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর ইবন আল্-কাত্তাব (রা)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এ প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তখন আমার বললেন, আপনার কি স্মরণ আছে? যখন আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমি জানাবাতগ্রস্ত হলাম। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তোমার একরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে শু'বা হাটুর উপর তাঁর উভয় হাত মেরে তাঁর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দিলেন আর উভয় হাত দ্বারা তার মুখ ও হস্তদ্বয় একবার করে মসেহ করলেন।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম

৩১৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّنَا خَالِدٌ أَنَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ذُرَّاءَ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسَمِعَهُ الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اجْتَنَبَ رَجُلٌ فَاتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي اجْتَنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً قَالَ لَا تُصَلِّ قَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ أَنَا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَاجْتَنَبْنَا فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيهَا ثُمَّ ذَلِكَ إِحْدَهُمَا بِالْآخَرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا لَا حَدَّثْتُهُ - وَذَكَرَ شَيْئًا سَلَمَةً فِي هَذَا الْأِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَزَادَ سَلَمَةً قَالَ بَلْ تَوَلَّيْتُكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتُ *

৩১৯. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জানাবাতগ্রস্ত হলে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবাত অবস্থায় উপনীত হয়েছি কিন্তু পানি পাই না। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করবে না। তখন আমার বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা জানাবাত অবস্থায় পতিত হলাম, তখন আমরা পানি পাইনি, এতে আপনি সালাত আদায় করলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে শু'বা (র) একবার মাটিতে হাত মারলেন আর তাতে ফুঁ দিলেন আর তা দিয়ে এক হাত অন্য হাতের সাথে ঘষলেন এবং উভয় হাত দ্বারা তার মুখমণ্ডল মসেহ করলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আমি জানি না এটা কী? আমার বললেন, যদি আপনি চান তাহলে আমি এটা বর্ণনা করব না। সালামার বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, উমর (রা) বললেন : তুমি যা বর্ণনা করলে, তার দায়-দায়িত্ব তোমার।

نَوْعٌ آخَرُ

তায়াম্মুম-এর অন্য প্রকার

২২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجَنَّبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكْتُ فِي التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَ سَلَمَةَ وَقَالَ لَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ قَالَ عُمَرُ نَوَلَّيْكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذَّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذَّرَاعَيْنِ حَدٌّ غَيْرُكَ فَشَكَ سَلَمَةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي ذَكَرَ الذَّرَاعَيْنِ أَمْ لَا *

৩২০. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন তামীম (র) - - - - - আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবাতগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু পানি পেলাম না। উমর (রা) বললেন, তুমি সালাত আদায় করো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার স্বরণ আছে কি? একবার আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম আর আমরা জানাবাতগ্রস্ত হলাম কিন্তু পানি পাচ্ছিলাম না। তখন আপনি সালাত আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলাম পরবর্তীতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা ব্যক্ত করলাম, তিনি বললেন; তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে হাত রাখলেন এবং উভয় হাতে ফুঁ দিলেন তারপর উভয় হাত দ্বারা আপন মুখমণ্ডল ও উভয় কজ্জি মসেহ করলেন। সালামা সন্দেহ করে বলেন, আমার জানা নেই (তিনি এতে উভয় কনুই বলেছেন না উভয় কজ্জি)। উমর (রা) বললেন, তুমি যা করলে তার দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম। শু'বা (র) বলেন, তিনি উভয় হাত, মুখমণ্ডল এবং বাহুদ্বয়ের কথা বলতেন। এজন্য মানসূর তাঁকে বললেন, আপনি কি বলেছেন? আপনি ব্যতীত কেউই বাহুর কথা উল্লেখ করেন নি। এজন্য সালামার সন্দেহ হল। তিনি বললেন: আমার স্বরণ নেই তিনি বাহুর কথা উল্লেখ করেছেন কিনা।

بَابُ تَيْمُمِ الْجُنُبِ

জুনুব ব্যক্তির তায়াম্মুম

২২। أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَوْ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَعْتُ بِالصُّعَيْدِ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرْبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَنْفَضَهُمَا نَمَّ ضَرْبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوَلَمْ تَرَعُمْرُ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ *

৩২১. মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) - - - - শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ এবং আবু মূসা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম, তখন আবু মূসা বললেন, আপনি কি আমাদের কথা শোনেন নি যে, তিনি উমর (রা)-কে বলেছিলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কাজে পাঠালেন, আমি জানাবাতহস্ত হলে পানি পেলাম না। অতএব আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তাঁর হস্তদ্বয় একবার মাটিতে মারলেন। তারপর উভয় হাতের তালু মুছলেন ও ঝাড়লেন, তারপর তাঁর বাম হাত ডান হাতের উপর মারলেন আর ডান হাত বাম হাতের উপর এবং উভয় কজি ও মুখমণ্ডল মসেহ করলেন। আবদুল্লাহ বললেন, তুমি কি দেখছ না যে, উমর (রা) আমাদের কথায় তৃপ্ত হননি।

بَابُ التَّيْمُمِ بِالصُّعَيْدِ

পরিচ্ছেদ : মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা

৩২২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصُّعَيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ *

৩২২ সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে লোকদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে আলাদা থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন : হে অমুক! লোকদের সঙ্গে সালাত আদায় করতে কোন্ বস্তুটি তোমাকে বাধা দিল? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি জানাবাত অবস্থায় আছি অথচ পানি পাইনি। তিনি বললেন : তুমি মাটি ব্যবহার কর, তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

بَابُ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : এক তায়াম্মুমে কয়েক সালাত আদায় করা

৩২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّعَيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ *

৩২৩. আমর ইবন হিশাম (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পবিত্র মাটি মুমিনের উয়র উপকরণ, যদি সে দশ বৎসরও পানি না পায়।

بَابُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصُّعِيدَ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পানি এবং মাটি কোনটাই না পায়

৩২৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا يَطْلُبُونَ قِلَادَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَسِيئَتَهَا فِي مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التِّيمَمِ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا *

৩২৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) এবং আরও কয়েক ব্যক্তিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হার তালাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি যে মন্ডিলে অবতরণ করেছিলেন সেখানে হারিয়েছি লন। এমতাবস্থায় সালাতের সময় উপস্থিত হল, অথচ লোকদের উয় ছিল না আর তারা পানিও পাচ্ছিলেন না তখন তারা উয় ব্যতীতই সালাত আদায় করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) বলে উঠলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, যখনই আপনার প্রতি এমন কোন বিপদ আপতিত হয়েছে যা তপনি অপছন্দ করেন, তার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা আপনার ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

৩২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ مُخَارِقًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُمْسَلِّ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمْ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوُ مَا قَالَ لِلْآخَرِ يَعْنِي أَصَبْتَ *

৩২৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - তারিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জানাবাতগ্রস্ত হলে সে সালাত আদায় করল না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তা বর্ণনা করল। তিনি বললেন : তুমি ঠিক করেছ। এরপর অন্য একটি লোক জানাবাতগ্রস্ত হয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। তারপর সে তাঁর নিকট আসল। তিনি অন্য ব্যক্তিকে যা বলেছিলেন তাকেও তাই বললেন। অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছ।^১

১. যে ব্যক্তি উয় বা তায়াম্মুম করবার জন্য কিছু না পায়, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সে ব্যক্তি আপাতত সালাত আদায় করবে না। যখন উয় বা তায়াম্মুম-এর সুযোগ পাবে, তখন উক্ত সালাত আদায় করে নেবে।

کِتَابُ الْمِیَاهِ

অধ্যায় : পানির বর্ণনা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا *
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ *
وَقَالَ تَعَالَى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا *

১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : “এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।” (২৫ : ৪৮)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন : “এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তদ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য।” (৮ : ১১)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন : “এবং যদি পানি না পাও তবে পানিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে।” (৪ : ৪৩)

৩২৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ *

৩২৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে একজন জানাবাতের গোসল করলে তাঁর গোসলের উদ্ভূত পানি দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : পানিকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।^১

১. এ হাদীস দ্বারা বুয়া'আ কূপের পানি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ কূপের পানি শস্যক্ষেত ও খেজুর ইত্যাদির বাগানে সেচকার্যে ব্যবহার করা হত। তাই তাতে কোন নাপাক বস্তু পড়লেও তা সেখানে অবশিষ্ট থাকত না। এ ছাড়া বুয়া'আ কূপের পানির পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। আর বেশি পানি দূষিত হয় না। যেমন কোন বড় পুকুরের পানি। অপরদিকে সম্ভবত বুয়া'আ কূপটি এমন স্থানে ছিল, যেখানে বাইরে থেকে পানির গমনাগমন ছিল। যেমন, নদীর পানি। এর তলদেশ পাতালের পানির সাথে সংযুক্ত ছিল বলে যাবতীয় ময়লা গণসারিত হয়ে যেত।

بَابُ ذِكْرِ بَثْرِ بُضَاعَةِ

পরিচ্ছেদ : বুয়াআ নামক কূপ প্রসঙ্গে আলোচনা

২২৭. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بَثْرِ بُضَاعَةٍ وَهِيَ يَبْرُطُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْحَيْضُ وَالنِّتْنُ فَقَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ *

৩২৭. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে প্রশ্ন করা হলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি বুয়াআ নামক কূপের পানিকে উযু করব? তা এমন একটি কূপ যাতে কুকুরের মাংস, হায়যের ন্যাকড়া ও আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। তিনি বললেন : পানি পবিত্র, তাকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।

২২৮. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نُوْفٍ عَنْ سَلِيطٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بَثْرِ بُضَاعَةٍ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يَبْرُطُ فِيهَا مَا يَكْرَهُ مِنَ النِّتْنِ فَقَالَ الْمَاءُ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ *

৩২৮. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাশ দিয়ে গমন করলাম, তখন তিনি বুয়াআ কূপের পানি দ্বারা উযু করছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি এই কূপের পানি দ্বারা উযু করছেন? অথচ তাতে ঘৃণ্য ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন : পানিকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।

بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَاءِ

পরিচ্ছেদ : পানির পরিমাণ নির্ণয়

২২৯. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْيْثِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَتَوَبَّهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثُ *

৩২৯. হুসায়ন ইবন হুরায়স মারওয়াযী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পানি এবং তাতে যে কোন কোন সময় চতুস্পদ জন্তু ও হিংস্র পশু অবতরণ করে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন : যখন পানি দুই 'কুলা' পরিমাণ হয় তখন তা নাপাক হয় না।^১

২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزْرِمُوهُ فَلَمَّا فَرَّغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ *

৩৩০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে উপস্থিত লোকদের মধ্য কেউ কেউ তাকে তিরস্কার করতে উদ্যত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে বাধা দিও না। যখন ঐ ব্যক্তি পেশাব করা শেষ করল, তখন তিনি এক বালতি পানি আনিয়ে তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

২৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاولَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ وَاهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِّنْ مَّاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ *

৩৩১. আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করল। উপস্থিত লোকজন তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে নরম ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।

النَّهْيُ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

বন্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসল করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

২২. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ *

৩৩২. হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - বুকাযর (র) থেকে বর্ণিত। আবু সাযিব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন জানাবাত অবস্থায় বন্ধ পানিতে গোসল না করে।

১. 'কুলা' বড় ধরনের মাটির কলসীকে বলা হয়। যাতে পাঁচশত রতল পানি ধরে। এক রতলের পরিমাণ অর্ধ সের বা অর্ধ লিটারের একটু বেশি। হাদীসে উল্লেখিত কুলাতায়ন-এর উদ্দেশ্য, পানি প্রচুর হলে তা নাপাক হয় না।

الْوُضُوءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ

সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা

২২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ الْمَغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْزَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ مِنَ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ الْحَلُّ مِيتَتُهُ *

৩৩৩. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইবন আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবন আবু বুরদা (র) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি এবং আমাদের সাথে করে স্বল্প পানি নিয়ে যাই। আমরা যদি ঐ পানি দ্বারা উযু করি তবে আমরা পিপাসায় কষ্ট পাব, এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করব কি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর পানি পবিত্র আর এর মৃত জীব হালাল।

بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

পরিষ্কৃত : বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা উযু করা

২২৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنُقْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ *

৩৩৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنُقْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ "হে আল্লাহ ! আমার পাপসমূহ বরফ ও মেঘের পানি দ্বারা ধৌত কর আর আমার অন্তঃকরণকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাক।"

২২৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ *

৩৩৫. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ "হে আল্লাহ ! আমার পাপসমূহ বরফ, পানি এবং মেঘের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেল।"

بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

পরিচ্ছেদ : কুকুরের উচ্ছিষ্ট

২৩৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَخَذِكُمْ فَلْيُزِفْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ *

৩৩৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর তোমাদের কারো কোন পাত্রে মুখ দিলে সে যেন পাত্রের বস্তু ফেলে দেয় আর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।

بَابُ تَغْيِيرِ الْإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وَلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

পরিচ্ছেদ : কোন পাত্রে কুকুরের মুখ দেয়ার দরুন তা মাটি দ্বারা ঘষা

২৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخْصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّمَانَةَ بِالتُّرَابِ *

৩৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরকে হত্যা করতে আদেশ করেছেন এবং বকরীপালের ও শিকারের কুকুরের বিষয়ে অনুমতি দান করেছেন। তিনি বলেছেন : কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুয়ে নেবে আর অষ্টমবারে তা মাটি দ্বারা ঘষবে।

২৩৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ يَزِيدُ ابْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ قَالَ وَرَخْصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّمَانَةَ بِالتُّرَابِ - خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَحْدَهُنَّ بِالتُّرَابِ *

৩৩৮. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। পরে বলেন, কুকুরের বিষয়ে তাদের কী হল? আবদুল্লাহ সুনানু নাসাঈ শরীফ (১ম খণ্ড) — ২২

বলেন : আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারের কুকুর ও বকরীপালের কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যখন কুকুর পাত্রে মুখ দেয়, তখন তা সাতবার ধুয়ে নেবে আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে নেবে। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা)-এর বর্ণনা হতে ভিন্নরূপ। তিনি বলেছেন : তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা।

৩৩৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ *

৩৩৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, তখন তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা।

৩৪০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ *

৩৪০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, তখন ঐ পাত্র সাতবার ধুয়ে ফেলবে যার প্রথমবার হবে মাটি দ্বারা।

بَابُ سُورِ الْهَرَةِ

পরিচ্ছেদ : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

৩৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هَرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ *

৩৪১. কুতায়বা (র) - - - - কাব্বা বিনতে কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা তাঁর নিকট আগমন করলেন, তারপর বর্ণনাকারী কিছু কথা বললেন : যার অর্থ এই ; আমি তার জন্য পানিভর্তি একটি উয়ূর পাত্র উপস্থিত করলাম। এমন সময় একটি বিড়াল তা হতে পান করল। তারপর তিনি ঐ বিড়ালটির জন্য পাত্রটি কাত করে দিলেন যাতে সে পান করতে পারে। কাব্বা বললেন, তখন আবু কাতাদা দেখলেন, আমি তাঁর

দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি বললেন, হে ভাতিজী ! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এরা (বিড়াল) অপবিত্র নয়, এরা তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী এবং বিচরণকারিণী।

بَابُ سُورِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীর ভুক্তাবশেষ

৩৪২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ

৩৪২. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি গোস্ত্যুক্ত হাড় হতে গোস্ত্যুক্ত আলগা করতাম, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখ সেখানেই রাখতেন যেখানে আমি মুখ রেখেছিলাম। আর আমি পাত্র হতে পানি পান করতাম এবং তিনি সেখানেই মুখ রাখতেন যেখানে আমি রেখেছিলাম, অথচ আমি তখন ঋতুমতি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি

৩৪৩. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤْنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا *

৩৪৩. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সময়ে নারী-পুরুষ সকলে একত্রে উযু করত।^১

بَابُ النَّهْيِ عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ : নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

৩৪৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَسْمُهُ سَوَادَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ :

৩৪৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - হাকাম ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর উদ্বৃত্ত উযুর পানি দ্বারা পুরুষদের উযু করতে নিষেধ করেছেন।

الرُّخْصَةُ فِي فَضْلِ الْجَنْبِ

জানাবাতহস্ত ব্যক্তির উদ্ভূত পানি ব্যবহারের অনুমতি

৩৪৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ *

৩৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একত্রে একই পাত্রে গোসল করতেন।

بَابُ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : একজন লোকের উয়ু এবং গোসলের জন্য কতটুকু পানি যথেষ্ট

৩৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوُوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي *

৩৪৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জাবর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাক্কুক পানি দ্বারা উয়ু করতেন এবং পাঁচ মাক্কুক পানি দ্বারা গোসল করতেন।

৩৪৭. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمَدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ *

৩৪৭. হারুন ইব্ন ইসহাক কুফী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মদ পরিমাণ পানি দ্বারা উয়ু করতেন আর গোসল করতেন এক সা পানি দ্বারা।

৩৪৮. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمَدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ *

৩৪৮. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উয়ু করতেন এক মদ পানি দ্বারা এবং গোসল করতেন এক সা পানি দ্বারা।

كِتَابُ الْحَيْضِ وَالْأَسْتِحَاضَةِ

অধ্যায় : হায়য ও ইস্তিহাযা

بَابُ بَدَمِ الْحَيْضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحَيْضُ نِفَاسًا

পরিচ্ছেদ : হায়যের সূচনা এবং হায়যকে নিফাস বলা যায় কিনা

٣٤٩. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَتْرَى الْأَحْجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا لَكَ أَنْفِسْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ *

৩৪৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম, হজ্জ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলাম তখন ঋতুমতি হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন : তোমার কি হলো ? তোমার কি নিফাস (হায়য) আরম্ভ হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব বায়তুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হাজীগণ যে সব কাজ করে থাকেন, তুমিও তা কর।

بَابُ ذِكْرِ الْأَسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَأَدْبَارِهِ

ইস্তিহাযার বর্ণনা : রক্ত আরম্ভ হওয়া এবং তা বন্ধ হওয়া

٣٥٠. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَبِضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْتَسِلِي وَاغْتَسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي *

৩৫০. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, তার ইস্তিহাযা হয়। তিনি মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব যখন হায়য আরম্ভ হবে তখন সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন গোসল করবে এবং তোমার ঐ রক্ত ধুয়ে ফেলবে। তারপর সালাত আদায় করবে।

৩৫১. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِيزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَبِضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْتَسِلِي *

৩৫১. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন হায়য আসে তখন সালাত ছেড়ে দেবে, আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসল করবে।

৩৫২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَفْتَيْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَأَنَّهُ تَفْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ *

৩৫২. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফতওয়া চাইলেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইস্তিহাযা হয়। তিনি বললেন, এ একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর। এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।

الْمَرْأَةُ تَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلُّ شَهْرٍ

যে নারীর প্রতি মাসে হায়যের দিন নির্দিষ্ট থাকে

৩৫৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الدَّمَ

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانٌ دَمَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْكُنِي قَدَرَمَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسَلِي وَآخِرْنَا بِهِ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ *

৩৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন আয়েশা (রা) বললেন : আমি তার গামলাটি রক্তে পরিপূর্ণ দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : যতদিন তোমার হায়য তোমাকে বিরত রাখে, ততদিন তুমি বিরত থাক। তারপর তুমি গোসল করবে।

৩৫৪. أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ سَأَلَتْ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ دَعِيَ قَدَرَتِكَ الْآيَامُ وَاللَّيَالَى الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَاسْتَنْفِرِي وَصَلِّي *

৩৫৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করল : আমার ইস্তিহাযা হয় আর আমি পাক হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব ? তিনি বললেন : না, বরং যে কয়টি দিবারাত্র তোমার হায়য থাকত, ততদিন তুমি সালাত ছাড়বে। তারপর তুমি গোসল করবে এবং পট্টি বাঁধবে, পরে সালাত আদায় করবে।

৩৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَتَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْآيَامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلَتَتَرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفْتَ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلِ ثُمَّ لَتَسْتَنْفِرِ بِالثُّوبِ ثُمَّ لَتَصِلِ *

৩৫৫. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় এক মহিলার অবিরাম রক্তস্রাব হত। তার জন্য উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সমাধান চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে দেখবে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মাসের কত দিন কত রাত তার হায়য আসত। প্রতি মাসের ততদিন সময় সে সালাত ছেড়ে দেবে। এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে, পরে কাপড় দ্বারা পট্টি বাঁধবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ

হায়যের মুদতের বর্ণনা

৩৫৬. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ

مُضَرَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ التِّي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتَحْيَضَتْ لَا تَطْهَرُ فذَكَرَ شَأْنَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِّنَ الرَّحِمِ لِتَنْظُرَ قَدْرَ قَرَأِهَا التِّي كَانَتْ تَحْيِضُ لَهَا فَلَتَرَكِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَنْظُرُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ *

৩৫৬. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহশ (রা) ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। পবিত্র হতেন না। তাঁর ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলো। তিনি বললেন : তা হায়য নয়, বরং জরায়ুর আঘাতজনিত একটি রোগ। সে লক্ষ্য রাখবে ইতিপূর্বে যতদিন তার হায়য থাকত ততদিন সে সালাত ছেড়ে দেবে। তারপর তার পরবর্তী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। পরে সে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে।

৩৫৭. أَخْبَرَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرَكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَانِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ *

৩৫৭. মুসা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহশের কন্যা সাত বছর যাবত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা শিরার রক্ত এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি হায়যের সমপরিমাণ সময়ে সালাত আদায় করবেন না। তারপর তিনি গোসল করবেন এবং সালাত আদায় করবেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করতেন।

৩৫৮. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا آتَاكَ قَرَأُكَ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قَرَأُكَ فَلْتَطْهَرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرَأِ إِلَى الْقَرَأِ -

৩৫৮. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ *

৩৫৮. ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার রক্ত নির্গত হওয়ার অভিযোগ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এটা শিরার রক্ত মাত্র। তাই তুমি লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার ঋতু আরম্ভ হবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন ঋতুর সময় অতিবাহিত হবে, তখন তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। পরে এক ঋতুর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হতে আর এক ঋতুর সময় আসা পর্যন্ত সালাত আদায় করবে।

৩৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ وَوَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي *

৩৫৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুযায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। সে কারণে আমি পবিত্র হই না। এই অবস্থায় আমি সালাত ছেড়ে দেব কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, এটা শিরার রক্ত মাত্র; হাযয় নয়। অতএব যখন তোমার ঋতু আরম্ভ হবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন ঋতুর সময় অতিবাহিত হবে, তখন তুমি রক্ত ধৌত করবে এবং সালাত আদায় করবে।

جَمْعُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ وَغُسْلُهَا إِذَا جُمِعَتْ

ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর দু'টি সালাত একত্রিত করা আর যখন একত্রিত করবে তখন তজ্জন্য় গোসল করা প্রসঙ্গ .

৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ وَأُمِرَتْ أَنْ تُوَخَّرَ الظُّهْرَ وَتُعْجَلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتُوَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعْجَلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهَا غُسْلًا وَاحِدًا وَ تَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا *

৩৬০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত কোন মহিলাকে বলা হল : এটা একটা অব্যাহত শিরা (যা হতে ক্রমাগত রক্ত নির্গত হয়)। তাকে আদেশ করা হল, সে যেন যোহরের সালাত শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে, আর উভয় সালাতের জন্য একবার গোসল করে। আর মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করে, ইশার সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে, আর উভয় সালাতের জন্য যেন একবার গোসল করে। আর ফজরের সালাতের জন্য একবার গোসল করে।

৩৬১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ تَجْلِسُ

أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ *

৩৬১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - যায়নাব বিনত জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ -কে বললাম যে, আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত। তিনি বললেন : সে তার হায়যের দিনগুলোতে সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে, পরে গোসল করবে। যোহরের সালাত দেরীতে এবং আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে গোসল করে আদায় করবে এবং পুনরায় গোসল করে মাগরিবকে পিছিয়ে আর ইশাকে প্রথমভাগে আদায় করবে এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করবে।

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ

পরিচ্ছেদ : হায়য ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য

৩৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَقَّاصٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقُ *

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى هَذَا مِنْ كِتَابِهِ *

৩৬২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ -কে বললেন : হায়যের রক্ত হয় কালো বর্ণের, যা চেনা যায়। এ সময় তুমি সালাত হতে বিরত থাকবে। আর যদি হায়যের রক্ত না হয়, তবে উযু করে নোবে। কেননা তা হচ্ছে শিরা থেকে নির্গত রক্তবিশেষ।

৩৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى مِّنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَدَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৩৬৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) ইস্তিহাযাগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ -কে বললেন : হায়যের রক্ত কালো বর্ণের, যা চেনা যায়। এমতাবস্থায় তুমি সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে। আর যখন অন্য রক্ত হয় তখন উযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।

৩৬৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ ذَلِكَ لَا يَشْكُ فِيهِ أَحَدٌ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَتَوَضَّئِي غَيْرُ حَمَّادٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৩৬৪. ইয়াহয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত। ফলে আমি পাক হই না—এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য দেখা দেবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে, আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নেবে এবং উযু করে সালাত আদায় করবে। এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। সনদের জনৈক বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা হলো তাহলে গোসল? তিনি বললেন : এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না।

আবু আবদির রহমান (র) বলেন, হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে এ হাদীসখানা একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ (র) ব্যতীত আর কেউ 'উযু করে সালাত আদায় করবে' এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৩৬৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاْمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي *

৩৬৫. সুয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত, ফলে আমি পবিত্র হই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য আসবে, তখন তুমি সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে, আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করবে।

৩৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا

ذَلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا
فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي *

৩৬৬. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিন্ত আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমি পবিত্র হই না। আমি কি সালাত আদায় করা ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন সালাত ছেড়ে দিবে, আর যখন তার সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নেবে এবং সালাত আদায় করবে।

৩৬৭. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَاتَرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عِزْقٌ قَالَ خَالِدٌ وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي *

৩৬৭. আবুল আশ'আস (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি পাক হই না, আমি কি সালাত আদায় ছেড়ে দেব? তিনি বললেন : না, এটা শিরা হতে নির্গত রক্তবিশেষ।

খালিদ বলেন : আমি যা তার নিকট পাঠ করেছি, তাতে রয়েছে : তা হায়য নয়, যখন হায়য দেখা দেয় তখন তুমি সালাত ত্যাগ করবে; আর যখন তা শেষ হয়, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নেবে এবং সালাত আদায় করবে।

بَابُ الصَّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

পরিচ্ছেদ : হলদে রং এবং মেটে রং

৩৬৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَتَيْنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصَّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا *

৩৬৮. আমর ইবন যুরারা (র) - - - মুহাম্মদ (ইবন সিরীন) (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে আতিয়া (রা) বলেছেন : আমরা হলদে রং এবং মেটে রংয়ের রক্তকে হায়যের কোন বস্তু বলে মনে করতাম না।

بَابُ مَا يَنْتَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

পরিচ্ছেদ : হায়যগ্রস্ত নারীর সাথে যা করা বৈধ এবং আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা :

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাব-কালে স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করবে।” (২ : ২২২)

৩৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرَأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ وَلَا يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ الْآيَةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجِمَاعَ . فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يَدْعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفْنَا فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ فَأَخْبَرَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَا أَنْجَامِعُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَعَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَمَّرًا شَدِيدًا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبِعَتْ فِي أَثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا *

৩৬৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহুদী নারীদের যখন হায়য আসত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না, তাদের সাথে ঘরে একত্রে অবস্থানও করত না। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'আলা وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى الْآيَةِ আয়াত নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আদেশ করলেন : তারা যেন তাদের সাথে একত্রে পানাহার করে এবং তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করে, আর যেন তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সব কিছু করে। এরপর ইয়াহুদীরা বলতে লাগল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কোন ব্যাপারেই বিরোধিতা না করে ছাড়বেন না। তখন উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) এবং আব্বাদ ইবন বিশর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ সংবাদ দিয়ে বললেন, তাহলে আমরা কি স্ত্রীদের সাথে হায়যের সময় সহবাস করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। তখন তারা উঠে চলে গেলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হাদিয়ার দুধ আসল। তিনি উক্ত দু'জনের খোঁজে লোক পাঠালেন। সে উভয়কে ফিরিয়ে আনল। তিনি তাঁদের পান করালেন। তখন বুঝা গেল যে, তিনি তাঁদের উপর রাগান্বিত হননি।

ذَكَرُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে হায়য অবস্থায় সহবাস করে তবে তার উপর যে শাস্তি নির্ধারিত, তার বর্ণনা

২৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ

عَنْ مِقْسَمٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ *

৩৭০. আমরা ইবনু আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তার ব্যাপারে হুকুম এই যে, সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদকা করবে।

مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ فِي ثِيَابٍ حِيضَتِهَا

পরিচ্ছেদ : হায়যগ্রস্ত নারীর সাথে তার হায়য বস্ত্রে একত্রে শয্যা গ্রহণ

৩৭১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ح وَأَنْبَاءُ اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَاءُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَأَنْبَاءُ اسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفِستِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخِمِيلَةِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ *

৩৭১. উবায়দুল্লাহ ইবনু সাঈদ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইসমাঈল ইবনু মাসউদ (র) - - - - যায়নাব বিনত আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শায়িত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার হায়য দেখা দিলে আমি সরে পড়লাম এবং আমার হায়য বস্ত্র পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি হায়যগ্রস্ত হয়েছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন আর আমি তার সঙ্গে একই চাদরে শয়ন করলাম।

بَابُ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشُّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : একই কাপড়ের নিচে ঋতুমতি স্ত্রীর সাথে পুরুষের শয্যা গ্রহণ

৩৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صَبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلَصًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشُّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ شَيْءٍ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ - ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ شَيْءٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ *

৩৭২. মুহাম্মদ ইবনু মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ

একই চাদরে রাত্রি যাপন করতাম অথচ আমি ছিলাম ঋতুমতি। আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগলে তিনি শুধু ঐ স্থান ধুয়ে নিতেন, এর অধিক ধুতেন না। আর তাতেই তিনি সালাত আদায় করতেন।

مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ

ঋতুমতি স্ত্রীর শরীরে শরীর মিলানো

৩৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا *

৩৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কেউ ঋতুমতি হলে তাকে আদেশ করতেন যেন সে তার ইয়ার শক্ত করে বাঁধে। পরে তিনি তার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন।

৩৭৪. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَرَّ ثُمَّ يَبَاشِرُهَا *

৩৭৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কেউ ঋতুমতি হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার দেহের সাথে দেহ মিলাতেন।

ذَكَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন স্ত্রী ঋতুমতি হতেন তখন তিনি তার সাথে কি করতেন

৩৭৫. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ عِيَّاشٍ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي فَسَأَلْتَاهَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ قَالَتْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَزَرَّ بِإِزَارٍ وَأَسْعٍ ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَتُدِينُهَا *

৩৭৫. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - - জুমায় ইব্ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার আত্মা ও আমার খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা উভয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কেউ ঋতুমতি হলে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন আমরা যেন প্রশস্ত ইয়ার পরিধান করি। তারপর তিনি তার স্তনসহ বক্ষদেশ জড়িয়ে ধরতেন।

৩৭৬. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَالثَّيْتِ

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَدَبَةُ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةٌ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخْذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ تَحْتَجِرُهُ *

৩৭৬. হারিস ইবন মিস্কীন (র) - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের কারো সাথে হায়য অবস্থায় শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন, যখন তিনি (ঋতুমতি সহধর্মিণী) ইয়ার পরিহিত থাকতেন যা তাঁর উরু ও হাঁটুদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌছতো।

بَابُ مُوَ اكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُورِهَا

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ ও তার উচ্ছিষ্ট হতে পান করা

٣٧٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَمِيلٍ بْنُ طَرِيفٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ تَاكُلُ الْمَرَأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَائِمَةٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونِي فَأَكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرَقَ فَيَقْسِمُ عَلَى فِيهِ فَأَعْتَرَقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرَقِ وَ يَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيَقْسِمُ عَلَى فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَأَخْذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ *

৩৭৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - শুরায়হ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেন, স্ত্রী কি তার স্বামীর সঙ্গে হায়য অবস্থায় খাদ্যগ্রহণ করতে পারে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকতেন আর আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ করতাম, অথচ তখন আমি ঋতুমতি। তিনি একখানা গোশতযুক্ত হাড় নিতেন আর তা খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধ্য করতেন, আমি তা থেকে গোশত কামড়ে নিতাম, পরে তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিয়ে নিজেও কামড়ে খেতেন আর আমি হাড়ের যেখানে আমার মুখ রাখতাম, তিনি সেখানেই তাঁর মুখ রাখতেন। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন এবং তিনি তা হতে নিজে পান করার পূর্বে আমাকে পান করার জন্য বাধ্য করতেন। তখন আমি ঐ পাত্র নিয়ে তা থেকে পান করতাম তারপর তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিতেন এবং তা হতে পান করতেন। তিনি তাঁর মুখ পেয়ালার ঐ স্থানেই রাখতেন যেখানে আমি আমার মুখ রাখতাম।

٣٧٨. أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِي وَأَنَا حَائِضٌ *

৩৭৮. আইয়ুব ইবন মুহাম্মদ ওয়াযযান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখ ঐ স্থানে রাখতেন যেস্থান থেকে আমি পান করতাম আর তিনি আমার পান করার পর উদ্বৃত্ত পানি পান করতেন অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুমতি।

الْإِنْتِفَاعُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ ব্যবহার করা

৩৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَاقِلُنِي الْإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ *

৩৭৯. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পানপাত্র দিতেন তখন আমি তা থেকে পান করতাম, অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুমতি। পরে আমি ঐ পাত্র তাঁকে প্রদান করতাম, তখন তিনি আমার মুখ রাখার স্থানটি তালাশ করে সেখানেই মুখ রাখতেন।

৩৮০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَ سُفْيَانُ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرَقِ وَأَنَا حَائِضٌ وَأَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي *

৩৮০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি পানপাত্র থেকে পান করতাম তখন আমি ছিলাম ঋতুমতি। তারপর আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখের স্থানে তাঁর মুখ রেখে পান করতেন এবং ঋতুমতি অবস্থায় আমি গোশ্তযুক্ত হাড় হতে গোশ্ত চিবাতেম আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে প্রদান করতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে নিজের মুখ রাখতেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجَرٍ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন তিলওয়াত করা

৩৮১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَرٍ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ *

৩৮১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা আমাদের কারো কোলে স্থাপিত থাকত অথচ সে ছিল তখন ঋতুমতি। আর এ অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ سَقُوطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীদের সালাত আদায় থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্তি

৩৮২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً عَائِشَةَ اتَّقَضَى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحْيِضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُوْمِرُ بِقِضَاءٍ *

৩৮২. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - মু'আযা আদাবিয়াহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল : ঋতুমতি নারী কি সালাত কাযা পড়বে। তিনি বললেন : তুমি কি খারিজী মহিলা? আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে ঋতুমতি হতাম আর তখন আমরা সালাত আদায় করতাম না এবং আমাদের তা কাযা করতেও বলা হতো না।

بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীর খেদমত গ্রহণ

৩৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ إِنِّي لَا أَصْلَى فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكَ فَتَنَاوَلْتَهُ *

৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ছিলেন, হঠাৎ তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কাপড়খানা দাও। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি সালাত আদায় করছি না। তিনি বললেন, হায়য তোমার হাতে নয়। তখন আয়েশা (রা) তাঁকে তা প্রদান করলেন।

৩৮৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَتْ حَيْضَتُكَ فِي يَدِكَ قَالَ إِسْحَقُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ *

৩৮৪. কুতায়বা (র) ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা

(র) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : আমাকে মসজিদ হতে চাদরখানা এনে দাও । আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতি, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হায়য তোমার হাতে নয় ।

بَسَطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

ঋতুমতি নারীর মসজিদে চাদর বিছানো

৩৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُودٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجَرٍ إِحْدَانَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ *

৩৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - মানবুয় (র) তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মূনা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কারো কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ সে ছিল তখন ঋতুমতি । আর আমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে হায়য অবস্থায় তাঁর চাদর বিছিয়ে আসত ।

بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক মসজিদে ইতিকাকরত স্বামীর মাথা আঁচড়ানো

৩৮৬. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَنَاولُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا *

৩৮৬. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, তিনি ঋতুমতি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় চিরুণী করতেন আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাক্ফে থাকতেন । সেখান থেকে তাঁর দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর তিনি [আয়েশা (রা)] থাকতেন হুজরায় ।

غَسَلَ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া

৩৮৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ *

৩৮৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাক্ফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমিও ঋতুমতি অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম ।

৩৮৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَّاضٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسَلَهُ وَأَنَا حَائِضٌ *

৩৮৮. কুতায়বা - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিফাক অবস্থায় মসজিদ থেকে আমার দিকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আর আমি ঋতুমতি অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

৩৮৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرَجُلُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ *

৩৮৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ঋতুমতি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় চিরুণী করে দিতাম।

بَابُ شَهَادَةِ الْحَيْضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীদের ঈদে ও মুসলমানদের দু'আয় উপস্থিত হওয়া

৩৯০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ يَا أَبَا فَقُلْتُ أَسْمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ يَا أَبَا قَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَ الْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ تَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى *

৩৯০. আমার ইবন যুরারা (র) - - - - হাফসা^১ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে আতিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করলেই বলতেন : 'আমার পিতা উৎসর্গিত হোক'। একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেছেন, বালগা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালিকা, অন্তঃপুরবাসিনী ও ঋতুমতি মহিলাগণ নেককাজে এবং মুসলমানদের দোয়ার মজলিসে উপস্থিত হতে পারে, তবে ঋতুমতি মহিলাগণ সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

الْمَرَأَةُ تَحِيْضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

যে নারী তাওয়াফে ইফাদার পরে ঋতুমতি হয়

৩৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ صَفِيَّةَ

بُنْتُ حَيٍّ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنْ بِالنَّبِيِّتِ
قَالَتْ بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ *

৩৯১. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেন : সফিয়া বিন্ত হুয়াই ঋতুবতী হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হয়তো সে আমাদের আটকে রাখবে, সে কি তোমাদের সঙ্গে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করেনি? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়।

مَا تَفْعَلُ النَّفْسَاءُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

নিফাসওয়ালী মহিলা ইহরামের সময় কি করবে

৩৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ تَفِئَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَيُهْلَ *

৩৯২. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনত উমায়স নিফাসওয়ালী হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা)-কে বললেন : তাকে বল, সে যেন গোসল করে নেয় এবং ইহরাম বাঁধে।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّفْسَاءِ

পরিচ্ছেদ : নিফাসওয়ালী মহিলার জানাযার সালাত

৩৯৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ يَغْنَى الْمُعَلَّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسْطِهَا *

৩৯৩. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে উম্মে কা'বের জানাযার সালাত আদায় করেছি। তিনি নিফাস অবস্থায় ইনতেকাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে তাঁর লাশের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।

بَابُ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثُّوبَ

- পরিচ্ছেদ : ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে

৩৯৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ

بِنْتُ الْمُنْذَرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُونُ فِي حَجْرِهَا أَنْ امْرَأَةً سَفَفَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثُّوبَ فَقَالَ حُكِّيهِ وَأَقْرُصِيهِ وَأَنْضِجِيهِ وَصَلِّي فِيهِ *

৩৯৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করতে হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তা খুঁটবে পরে তা আঙ্গুল দ্বারা মলবে। তারপর পানি ঢেলে ধুয়ে নেবে এবং তাতেই সালাত আদায় করবে।

৩৯৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُقْدَامِ ثَابِتُ الْحَدَّادِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مَحْمَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثُّوبَ قَالَ حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَأَغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ *

৩৯৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আদী ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শুনেছি, উম্মে কায়স বিন্ত মিহসান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করবেন? তিনি বললেন : কাঠ দ্বারা ঘষে নেবে। তারপর পানি ও কুলপাতা দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।

كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيْمُمِ

অধ্যায় : গোসল ও তায়াম্মুম

بَابُ ذِكْرِ نَهْيِ الْجُنُبِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

পরিচ্ছেদ : বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসলের নিষেধাজ্ঞা

৩৯৬. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ *

৩৯৬. সুলায়মান ইবন দাউদ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে জানাবাত অবস্থায় গোসল না করে।

৩৯৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ *

৩৯৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল অথবা উযু করবে।

৩৯৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ *

৩৯৮. আহমদ ইবন সালেহ বাগদাদী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে এবং তাতে জানাবাতের গোসল করতে।

৩৯৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّكَدِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ *

৩৯৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে, তারপর তাতে গোসল করতে।

৪০০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالُوا لِهَشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانٍ أَنَّ أَيُّوبَ إِنَّمَا يَنْتَهِي بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ أَيُّوبَ لَوَاسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَرْفَعَ حَدِيثًا لَمْ يَرْفَعَهُ *

৪০০. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন প্রবাহিত হয় না এরূপ বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল করবে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَامِ

পরিচ্ছেদ : হাম্মামে প্রবেশের অনুমতি

৪০১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ *

৪০১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহতে এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন ইয়ার পরিধান ব্যতীত হাম্মামে প্রবেশ না করে।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ بِالْبُرْدِ

পরিচ্ছেদ : বরফ এবং মেঘের পানিতে গোসল করা

৪০২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْرَاءَ بْنِ زَاهِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ طَهَّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ طَهَّرْنِي بِالْبُرْدِ وَالْبُرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ *

৪০২. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মাজযাআ ইব্ন যাহির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি দু'আ করতেন নিম্নরূপ :

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ *

“হে আল্লাহ্ ! আমাকে পাপ এবং ভুল-ত্রুটি হতে পবিত্র করুন, হে আল্লাহ্ ! আমাকে তা থেকে পাক-পবিত্র করুন যেরূপ সাদা বস্ত্র ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ্ ! আমাকে বরফ, মেঘমালার পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন।”

بَابُ الْاِغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

পরিচ্ছেদ : ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা

৪.৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
يَزِيدَ عَنْ رُقَيْبَةَ عَنْ مَجْزَأَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ
طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثُّوبُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ *

৪০৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন :

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثُّوبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ *

“হে আল্লাহ্ ! আমাকে বরফ, মেঘের পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন। হে আল্লাহ্ ! আমাকে পাপ থেকে একরূপ পবিত্র করুন যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়।”

بَابُ الْاِغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

পরিচ্ছেদ : নিদ্রার পূর্বে গোসল করা

৪.৪. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَابَةِ
أَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا
اِغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ *

৪০৪. শুআয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, জানাবাত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিদ্রা কিরূপ ছিল ? তিনি কি নিদ্রার পূর্বে গোসল করতেন অথবা গোসল করার পূর্বে নিদ্রা যেতেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সবটাই করতেন, অনেক সময় তিনি গোসল করে নিদ্রা যেতেন আবার কোন কোন সময় উযু করে নিদ্রা যেতেন।

بَابُ الْأِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের প্রথমভাগে গোসল করা

৪০৫. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً *

৪০৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - শুয়ায়ফ ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন ? না শেষরাতে গোসল করতেন? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সবটাই করতেন। অনেক সময় তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন। আবার কখনও শেষরাতে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ الْإِسْتِنَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : গোসল করার সময় আড়াল করা

৪০৬. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبِرَّازِ فَصَعِدَ الْمَنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيٌّ سَتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسُّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ *

৪০৬. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, এক ব্যক্তি খোলা জায়গায় গোসল করছে। তিনি মিসরে আরোহণ করলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল, (মানুষের পাপ) আড়ালকারী। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে, সে যেন পর্দা করে।

৪.৭ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ *

৪০৭. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পালালাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা (মানুষের দোষ) আড়ালকারী। কেউ যখন গোসল করে, তখন সে যেন কোন কিছু দ্বারা পর্দা করে নেয়।

৪.৮ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً قَالَتْ فَسَتَرْتُهُ فَذَكَرَتْ الْغُسْلَ قَالَتْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يَرُدَّهَا *

৪০৮. কুতায়বা (র) - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ পালালাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (গোসলের) পানি রাখলাম, তিনি বলেন : আমি তাঁকে আড়াল করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ পালালাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) গোসলের অবস্থা বর্ণনা করার পর বললেন : আমি তাঁর জন্য একটি বস্ত্র আনলাম (গোসলের পানি মুছে ফেলার জন্য), তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

৪.৯ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتَكَ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَّا غْنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ *

৪০৯. আহমদ ইবন হাফস ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পালালাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক সময় হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন, এমন অবস্থায় তাঁর উপর একটি স্বর্ণের পতঙ্গ পতিত হল, তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ পালালাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ুব ! আমি কি তোমাকে ধনবান করিনি? তিনি বললেন : হে আল্লাহ ! হ্যাঁ, আপনি আমাকে ধনবান করেছেন। কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে আমার বেনিয়াযী নেই।

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا تَوَقِيفَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের পানির কোন পরিমাণ নির্ধারিত না থাকা

৪১ . أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْإِنَاءِ وَهُوَ الْغَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ *

৪১০. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ফরকু নামক পাত্রে গোসল করতেন। আর আমি এবং তিনি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম।

পাট্রা
নামক
পাত্র

بَابُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نُسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা প্রসঙ্গ

٤١١. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا وَقَالَ سُؤَيْدٌ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا *

৪১১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর ও কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ এবং আমি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা উভয়ে তা থেকে একত্রে পানি নিতাম।

পাট্রা
নামক
পাত্র

٤١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ *

৪১২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ একই পাত্র থেকে জানাবাতের গোসল করতাম।

পাট্রা
নামক
পাত্র

٤١٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِنَاءِ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ *

৪১৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ যে পাত্রে গোসল করতাম এবং সে পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে কাড়াকাড়ি করতাম, তা আমার এখনো স্মরণ আছে।

পাট্রা
নামক
পাত্র

بَابُ الرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ

পরিচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অনুমতি

٤١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

১. এ একটি পাত্র বিশেষ।

قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِيَّاءِ وَاحِدٍ أَبَادِرُهُ وَيَبَادِرُنِي حَتَّى يَقُولَ دَعْنِي لِي وَأَقُولُ أَنَا دَعْنِي لِي قَالَ سُوَيْدٌ يَبَادِرُنِي وَأَبَادِرُهُ فَأَقُولُ دَعْنِي لِي دَعْنِي لِي *

৪১৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমি তাঁর আগে পানি নিতে চেষ্টা করতাম আর তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন। এমনকি তিনি বলতেন : আমার জন্য রাখ, আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন।

সুওয়াযদ-এর রিওয়াযাতে রয়েছে, তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন আর আমি তাঁর আগে নিতে চাইতাম আর বলতাম : আমার জন্য রাখুন। আমার জন্য রাখুন।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ فِي قِصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

পরিচ্ছেদ : এমন পাত্রে গোসল করা যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান

٤١٥ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعِينٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ هَانِئٍ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ قَدْ سَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ دُونَهُ فِي قِصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ قَالَتْ فَصَلَّى الضُّحَى فَمَا أَدْرِي كَمْ صَلَّى حِينَ قَضَى غُسْلَهُ *

৪১৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মেহানী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি গোসল করছিলেন। তাঁর জন্য বস্ত্র দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এমন পাত্রে গোসল করছিলেন যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের সালাত আদায় করলেন। আমার স্মরণ নাই তিনি গোসলের পর কত রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضِ رَأْسِهَا عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের সময় মহিলাদের মাথার চুলের বাঁধন না খোলা

٤١٦ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا فَإِذَا تَوَرَّ مُوضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَتَنْشَرُ فِيهِ جَمِيعًا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقَضُ لِي شَعْرًا *

৪১৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন : আমার স্বরণ আছে, আমি এই পাত্র হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একত্রে গোসল করতাম। দেখা গেল, তিনি যে পাত্রের প্রতি ইংগিত করলেন তা এমন একটি পাত্র যাতে এক সা' বা আরও কম পানি ধরে। তিনি বলেন : আমরা উভয়ে তা থেকে গোসল করতে আরম্ভ করতাম, আমি হাত দ্বারা মাথায় তিনবার পানি দিতাম এবং মাথার চুল খুলতাম না।

بَابُ إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

পরিচ্ছেদ : সুগন্ধি ব্যবহার করে গোসল করলে এবং সুগন্ধির চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলে

৪১৭. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَأَنْ أَصْبَحَ مُطْلَبًا بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْبَحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَشِرِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا *

৪১৭. হানাদ ইব্ন সাররী (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্ন মুনতশির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মুহরিম অবস্থায় সুগন্ধি ছড়িয়ে সকালে বের হওয়ার চেয়ে আমার নিকট আলকাতরা মেখে বের হওয়া অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর এ উক্তি শোনাতে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ে সুগন্ধি মেখেছিলাম। তারপর তিনি তাঁর সকল বিবির কাছে গমন করলেন এবং ইহরাম অবস্থায় ভোর করলেন।

بَابُ إِزَالَةِ الْجُنُبِ الْأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ : গায়ে পানি ঢালার পূর্বে শরীর থেকে জুনুস ব্যক্তির নাপাকী দূর করা

৪১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا قَالَتْ هَذِهِ غِسْلَةٌ لِلْجَنَابَةِ *

৪১৮. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন কিন্তু তিনি পা দু'খানা ধুলেন না; বরং গুণ্ডাঙ্গে এবং গায়ে যে নাপাকী লেগেছিল তা ধুলেন। পরে তাঁর শরীরে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গেলেন এবং উভয় পা ধৌত করলেন। মায়মূনা (রা) বলেন : এরূপই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

পরিচ্ছেদ : গুণ্ড অঙ্গ ধৌত করার পর হাত মাটিতে মুছে ফেলা

৪১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَحَّى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ *

৪১৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গোসল করতেন তখন তিনি প্রথমে উভয় হাত ধৌত করতেন। তৎপর তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে গুণ্ডঅঙ্গ ধুতেন পরে মাটিতে হাত মেরে ঘষতেন। তারপর তা ধুয়ে ফেলতেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন এবং তাঁর মাথায় পানি ঢালতেন। পরে সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে উভয় পা ধুতেন।

بَابُ الْإِبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ

পরিচ্ছেদ : জানবাতের গোসল উযূ দ্বারা আরম্ভ করা

৪২০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ *

৪২০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে হস্তদ্বয় ধুয়ে নিতেন, তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন এবং পরে গোসল করতেন। হাত দ্বারা মাথার চুল খেলাল করতেন। যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার চামড়া ভিজ়ে গেছে, তখন সারা শরীরে তিনবার পানি ঢালতেন এবং সারা শরীর ধুয়ে নিতেন।

بَابُ التَّيْمُنِ فِي الطُّهُورِ

পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা অর্জনের কাজ ডানদিক থেকে আরম্ভ করা

৪২১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَقَالَ بِوَاسِطٍ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ *

৪২১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে ও মাথায় চিরুণী করতে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। তিনি [মাসরুক (র)] ওয়াসিত নামক স্থানে বলেছেন : তাঁর সকল কাজ যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

পরিচ্ছেদ : জানাবাতের উযুতে মাথা মসেহ না করা

٤٢٢. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ أَتَيْنَا الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى هَذَا يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَدْخُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْأَنْءِ فَيَصْبُ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَاكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصْبُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَيَمْضِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَ *

৪২২. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়েশা (রা) ও ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, বিভিন্ন হাদীসে একইরূপ বর্ণনা এসেছে যে, তিনি গোসল আরম্ভ করতে গিয়ে দু'বার অথবা তিনবার তাঁর ডান হাতে পানি ঢালতেন। তারপর ডান হাত পায়ে ঢোকাতেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর ডান হাতে পানি ঢালতেন। তখন তাঁর বাম হাত থাকত তাঁর লজ্জাস্থানের উপর, তিনি সেখানে যে ময়লা থাকত তা ধুয়ে পরিষ্কার করতেন এবং যখন ইচ্ছা করতেন তাঁর বাম হাত মাটিতে স্থাপন করতেন। তারপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করতেন। পরে উভয় হাত তিনবার করে ধুয়ে নিতেন, নাক পরিষ্কার করতেন আর কুলি করতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিতেন। যখন মাথা মসেহ করার সময় আসত তখন তিনি মাথা মসেহ করতেন না; বরং তাতে পানি ঢালতেন। উপরে যেক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে, তদ্রূপই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল।

بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলে সর্বশরীরে পানি পৌছানো

৪২৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَخْلُلُ رَأْسَهُ بِأَصَابِعِهِ حَتَّى إِذَا خِيلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ *

৪২৩. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তিনি উভয় হাত ধুয়ে নিতেন পরে তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। তারপর অঙ্গুলি দ্বারা মাথার চুল খেলান করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার সকল স্থান ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন। তারপর তিনি সর্বশরীর ধৌত করতেন।

৪২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشِئْنٍ نَحْوِ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ *

৪২৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন তিনি দুধ দোহনের পাত্রের ন্যায় কোন পাত্র আনাতেন এবং তা থেকে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথার ডান পার্শ্ব থেকে আরম্ভ করতেন পরে বাম পার্শ্বে পানি ঢালতেন। তারপর দু'হাত দ্বারা পানি নিতেন এবং তা দ্বারা মাথায় পানি ঢালতেন।

بَابُ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির পক্ষে কতটুকু পানি মাথায় ঢালা যথেষ্ট

৪২৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ح وَآئِبَانَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ صُرْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَفْرِغْ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا لَفْظُ سُوَيْدٍ *

৪২৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ও সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী -এর নিকট গোসলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন : আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢালি।

৪২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَخُولٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا *

৪২৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গোসল করতেন, তখন তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

بَابُ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

অনুচ্ছেদ : হায়যের গোসলে করণীয়

৪২৭. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ اغْتَسَلَ عِنْدَ الطُّهُورِ قَالَ خُذِي فِرْصَةَ مُمْسَكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اتَّوَضَّأْتُ بِهَا قَالَ تَوَضَّئِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اتَّوَضَّأْتُ بِهَا قَالَ تَوَضَّأْتُ بِهَا قَالَتْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ وَأَعْرَضَ عَنْهَا فَفَطِنْتُ عَائِشَةَ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَاخَذْتُهَا وَجَبَذْتُهَا إِلَى فَاخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪২৭. হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য কিভাবে গোসল করব? তিনি বললেন : একখানা মিশ্ক মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করবে, তারপর তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা বলল, তা দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন : তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা আবার বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুবহানাল্লাহ বললেন এবং উক্ত মহিলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য কি ছিল। তিনি বলেন : পরে আমি তাকে আমার দিকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য তাকে বুঝিয়ে বললাম।^১

بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

অনুচ্ছেদ : গোসলে সারা শরীর একবার ধোয়া

৪২৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ

১. কাপড়ের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হায়য থেকে পবিত্র হল কিনা তা জ্ঞাত হওয়া।

فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَدَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَاطِطِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ
وَسَآئِرِ جَسَدِهِ *

৪২৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসলে তাঁর গুণ্ডাঙ্গ ধৌত করলেন এবং হাত মাটিতে ঘষলেন অথবা বলেছেন, দেয়ালে ঘষলেন। তারপর তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। পরে তাঁর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন।

بَابُ اغْتِسَالِ النَّفْسَاءِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রামের সময় নিফাসওয়ালা মহিলার গোসল করা

٤٢٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِخُمْسِ بَقِيعٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَنْفِرِي ثُمَّ أَهْلِي *

৪২৯. আমর ইব্ন আলী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিদায় হজ্জ সন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বর্ণনা করলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলকা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। এরপর তিনি যুল-হুলায়ফায় আগমন করলে আস্মা বিনত উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকরকে প্রসব করলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমি কি করব? তিনি বললেন : তুমি গোসল করবে এবং ন্যাকড়া পরিধান করবে, তারপরে ইহ্রাম বাঁধবে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ : গোসলের পর উযূ না করা

٤٣٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَآخِبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ *

৪৩০. আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র) ও আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের পর উষ্ণ করতেন না।

بَابُ الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ : এক গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন

৪৩১. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بَشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحَرِّمًا يَنْضَخُ طَبِيبًا *

৪৩১. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তাঁর সকল বিবির নিকট গমন করতেন এবং ভোরে মুহরিম অবস্থায় সুবাস ছড়াতে ছড়াতে বের হতেন।

بَابُ التَّيْمُمِ بِالصُّعَيْدِ

অনুচ্ছেদ : মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা

৪৩২. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطِيتُ خُمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ يُصَلِّيْ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً *

৪৩২. হাসান ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অবলম্বনের উপকরণ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির সামনে যেখানেই সালাতের সময় উপস্থিত হয়, সে সেখানে সালাত আদায় করতে পারে। আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করা হয়নি, আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমার পূর্বের প্রত্যেক নবী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন।

بَابُ التَّيْمُمِ لِمَنْ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালাতের পর পানি প্রাপ্ত হয় তার তায়াম্মুম

৪২৩. أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَا أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِّ الْآخَرُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدِّ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْآخَرِ أَمَّا أَنْتَ فَلَاكَ مِثْلُ سَهْمٍ جَمْعٌ *

৪৩৩. মুসলিম ইবন আমর ইবন মুসলিম (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। পরবর্তীতে সালাতের সময় থাকতেই তারা পানি প্রাপ্ত হল। তাদের একজন উযু করে তার সালাত ওয়াক্তের মধ্যেই আদায় করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনরায় আদায় করল না। তারা উভয়েই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল। যে ব্যক্তি সালাত পুনরায় আদায় করেনি, তিনি তাকে বললেন : তুমি বিধান মত কাজ করেছে। তোমার সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। অন্য ব্যক্তিকে বললেন : তোমার জন্য উভয় কাজের সওয়াব রয়েছে।

৪২৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৪৩৪. সুয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আতা ইবন ইয়াসার (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنبَأَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ مَخَارِقًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ رَجُلًا أَجَنَّبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ فَاجْنِبْ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمْ وَصَلَّى فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلْآخَرِ يَعْنِي أَصَبْتَ *

৪৩৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - তারিক (ইবন শিহাব) (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুনুব হওয়ায় সালাত আদায় করল না, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর নিকট তা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন : তুমি ঠিকই করেছে। অন্য এক ব্যক্তি জুনুব হয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। তাকেও তিনি ঐ কথাই বললেন যা অন্য ব্যক্তিকে বলেছিলেন অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছে।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

অনুচ্ছেদ : মযী নির্গত হলে উযু করা

৪২৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ تَذَكَّرَ عَلِيٌّ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنِّي أَمْرُؤٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ
أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَيَسْأَلُهُ أَحَدُكُمَا فَذَكَرَ لِي أَنْ أَحَدَهُمَا وَنَسِيتُهُ سَأَلَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ الْمَذْيُ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
أَوْ كَوْضُوءِ الصَّلَاةِ الْإِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ *

৪৩৬. আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আলী, মিকদাদ এবং আশ্কার (রা) আলাপ করছিলে। আলী (রা) বললেন : আমি একজন এমন ব্যক্তি যার অত্যধিক মযী নির্গত হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে আমি লজ্জাবোধ করি। যেহেতু তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী। অতএব তোমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন। কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা ভুলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা মযী। যখন কারও তা নির্গত হয়, তখন সে তার ঐ স্থান ধুয়ে ফেলবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে, অথবা তিনি বলেছেন : সালাতের উযূর ন্যায়।

৪৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً
فَامَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ *

৪৩৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এমন এক ব্যক্তি যার প্রায়ই মযী নির্গত হত। আমি এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : এতে উযূ করতে হবে।

৪৩৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَسْتَحْيَيْتُ
أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَامَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ
الْوُضُوءُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى بُكَيْرٍ *

৪৩৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা (রা)-এর কারণে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি মিকদাদ (রা)-কে অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তিনি বললেন : এতে উযূ করতে হবে।

৪৩৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ
بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُرْسِلْتُ

الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ تَوَضَّأَ وَانْضَحَ فَرَجَّكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ مَخْرَمَةٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا *

৪৩৯. আহমদ ইবন ইসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন : আমি মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মযী সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য পাঠালাম। তিনি বললেন : সে উযু করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে।

৪৪০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لَيْتَوَضَّأَ *

৪৪০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী ইবন আবু তালিব (রা) মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন যেন তিনি তাঁকে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, যার মযী নির্গত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং উযু করবে।

৪৪১. أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ مَالِكٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا
أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِجْ فَرَجَهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ *

৪৪১. উতবা ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁকে (মিকদাদকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার অনুরোধ করেন যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর কাছে গেলে তার মযী নির্গত হয়। কেননা তাঁর কন্যা আমার বিবাহে থাকায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং সালাতের উযুর ন্যায় উযু করে।

بَابُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : নিদ্রার কারণে উযুর নির্দেশ

৪৪২. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْأَنْاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَذَرِي آيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ *

৪৪২. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রাতে বিছানা ত্যাগ করে, তখন সে যেন দু'বার অথবা তিনবার হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবিষ্ট না করায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٤٤٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مُخْتَصِرًا *

৪৪৩. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে এক রাতে সালাত আদায় করলাম। আমি তাঁর বামদিকে দাঁড়ালুম কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে করে দিলেন। তারপর সালাত আদায় করে তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে তাঁর কাছে মুয়াযযিন আসলেন। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন কিন্তু তিনি উয়ূ করলেন না।

٤٤٤. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ *

৪৪৪. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সালাতে তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন সে যেন সালাত হতে বিরত থাকে এবং শুয়ে পড়ে।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার দরুন উয়ূ

٤٤٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عَلَى أَثَرِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أَتَقِنَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ *

৪৪৫. কুতায়বা (র) - - - বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে নিজের গুপ্ত অঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন উয়ূ করে।

٤٤٦. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ

এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নিদ্রার কারণে তাঁর উয়ূ ভঙ্গ হত না।

الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ *

৪৪৬. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - বুসরা বিনত সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ নিজ লজ্জাস্থানে হাত রাখে, তবে সে যেন উযু করে নেয়।

٤٤٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ الْوَضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرْتَنِيهِ بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ *

৪৪৭. কুতায়বা (র) - - - - মারওয়ান ইবন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করতে হবে। মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনত সফওয়ান আমাকে এটা অবগত করেছেন। একথা শুনে উরওয়া (রা) তার নিকট লোক পাঠালে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কি কি কাজে উযু করতে হবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও।

٤٤٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ سُبْحَانَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৪৮. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - বুসরা বিনত সফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন উযু করা ব্যতীত সালাত আদায় না করে।

كِتَابُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় : সালাত

فَرَضِ الصَّلَاةِ وَذَكَرَ اخْتِلَافِ النَّاظِلِينَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاخْتِلَافِ الْفَاطِمِ فِيهِ

সালাতের ফরযসমূহ এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের সনদ সম্পর্কিত মতভেদ ও শব্দ প্রয়োগে তাঁদের বিভিন্নতা

٤٤٩ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاتَيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِلَّانٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشَقُّ مِنَ النَّخْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ فَغَسَلَ الْقَلْبُ بِمَاءٍ زَمْزَمٍ ثُمَّ مَلَأَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ثُمَّ أُتِيَتْ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ثُمَّ انْطَلَقَتْ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَاتَيْتُ عَلَى أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنَبِيِّ ثُمَّ أَتَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ قِيلَ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَاتَيْتُ عَلَى يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِي وَنَبِيِّ ثُمَّ أَتَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ قِيلَ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ

فَمِثْلُ ذَلِكَ فَاتَّيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ نَبِيٍّ ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ
الرَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَاتَّيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ
نَبِيٍّ ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَاتَّيْتُ عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ نَبِيٍّ ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ نَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَيْ قِيلَ مَا يُبْكِيكَ
قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغَلَامُ الَّذِي بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمْتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرَ وَأَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ
أُمْتِي ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَاتَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَ نَبِيٍّ ثُمَّ رَفَعَ لِي الْبَيْتَ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ
الْمَعْمُورُ يُصَلَّى فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ أَحَرَمًا عَلَيْهِمْ
ثُمَّ رَفَعْتُ لِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبَقْهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرٍ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ أُذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا
فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاهِغَانٍ وَ نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ
فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْفُرَاتُ وَ النَّيْلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَاتَّيْتُ عَلَى
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
بِالنَّاسِ مِنْكَ إِنِّي عَالِجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ
ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ! فَقَالَ لِي مِثْلُ
مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا ثَلَاثِينَ فَاتَّيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلُ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ ثُمَّ عَشْرَةٌ ثُمَّ خَمْسَةٌ
فَاتَّيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي مِثْلُ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَقُلْتُ إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي
عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ فَنُودِيَ أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَ أَجْزَيْتُ بِالْحَسَنَةِ
عِشْرَ أَمْثَالِهَا *

এগিয়ে আসল। আমার নিকট হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো। তারপর ঐ ব্যক্তি আমার সিনার অগ্রভাগ থেকে নাভি পর্যন্ত বিদীর্ণ করলো। তারপর যমযমের পানি দ্বারা ‘কল্ব’ ধৌত করলো। তারপর হিকমত ও ঈমান দ্বারা তা ভরে দেয়া হলো। পরে আমার নিকট আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় এরূপ একটি জন্তু আনা হলো। আমি জিব্রাইল (আ)-এর সঙ্গে চলতে থাকি। পরে আমরা দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আকাশ পর্যন্ত পৌছি। তখন বলা হলো, কে? জিব্রাইল (আ) বললেন, (আমি) জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? জিব্রাইল (আ) বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হলো, তাঁকে আনার জন্য কি দ্রুত প্রেরণ করা হয়েছে? তাঁকে স্বাগতম, তাঁর আগমন কতই না শুভ। এরপর আমি আদম (আ)-এর নিকট আসলাম, তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) পুত্র ও নবী। তারপরে আমরা দ্বিতীয় আসমানে আসলাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? জিব্রাইল (আ) বললেন, (আমি) জিব্রাইল। বলা হলো, আপনার সঙ্গে কে? জিব্রাইল (আ) বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পূর্ববৎ তাঁকে স্বাগতম জানানো হলো। এরপর আমি ইয়াহুইয়া ও ঈসা (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁদের উভয়কে সালাম করলাম। তাঁরা বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে আসলাম। এখানেও জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাইল। বলা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পূর্ববৎ তাঁকে স্বাগতম জানানো হলো। এখানে আমি ইউসুফ (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে আসলাম। এখানেও অনুরূপ প্রশ্নোত্তর ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। তারপর আমি ইদ্রীস (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে আসলাম। এখানেও পূর্ববৎ প্রশ্নোত্তর হলো ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। পরে আমি হারুন (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে আসলাম। এখানেও প্রশ্ন উত্তর সম্বর্ধনার পর আমি মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে যাই, তখন তিনি কাঁদতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে আমার রব! এ যুবক, যাকে আপনি আমার পর নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমার উম্মত হতে যত সংখ্যক লোক জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করবে, তাঁর উম্মত থেকে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁরা মর্যাদায় হবেন শ্রেষ্ঠতর। তারপর আমরা সপ্তম আসমানে আসলাম। এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন-উত্তর ও সম্বর্ধনার পর আমি ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ (হে) পুত্র ও নবী। তারপর আমার সামনে বায়তুল মা‘মূর তুলে ধরা হলো। আমি জিব্রাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কোন্ স্থান? তিনি বললেন, এ বায়তুল মা‘মূর। এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। একদিনে যারা এখানে সালাত আদায় করেন, তারা এখানে কোনদিন প্রত্যাবর্তন করবেন না। এটাই তাদের শেষ (প্রবেশ)। তারপর আমার সামনে ‘সিদরাতুল মুনতাহা’ তুলে ধরা হলো। তার (সিদরাতুল মুনতাহার) গাছের ফল আকারে হাজার (নামক স্থান-এর) কলসীর ন্যায় এবং পাতাগুলো হাতির কানের মত এবং দেখলাম যে, তার মূল হতে চারটি নহর পবহমান। দু’টি অপ্রকাশ্য ও দু’টি প্রকাশ্য। আমি জিব্রাইল (আ)-কে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দু’টি জ্ঞান্নাতে প্রবহমান। আর প্রকাশ্য নহর দু’টির একটি ফুরাত ও অন্যটি নীল। তারপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত ফরয করা হলো। ফেরার পথে আমি মূসা (আ)-এর নিকট এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করে আসলেন? বললাম, আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষের (প্রকৃতি) সম্পর্কে

আপনার চেয়ে অধিক অবগত। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কঠিনভাবে চেষ্টা করেছি। একথা নিশ্চিত যে, এগুলো আদায় করতে আপনার উম্মত সক্ষম হবে না। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং এ নির্দেশ সহজ করে নিয়ে আসুন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় গেলাম এবং এ বিধান সহজ করার আবেদন জানালাম। এতে তিনি চল্লিশ ওয়াস্ত করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট এলাম। তিনি বললেন, আপনি কি করে আসলেন? আমি বললাম, চল্লিশ ওয়াস্ত করে দিয়েছেন। তিনি এবারও আমাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আমার মহান প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি এবার ত্রিশ ওয়াস্ত করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে পূর্বের মত বললেন। আমি আবার প্রতিপালকের নিকট হাযির হলাম। তিনি বিশ ওয়াস্ত করে দিলেন। এরপর দশ ওয়াস্ত এবং তারপর পাঁচ ওয়াস্ত করে দিলেন। এরপরে আমি মূসা (আ)-এর নিকট এলাম। তিনি পূর্বের মত একই কথা বললেন। আমি বললাম, আমি আবার আল্লাহর নিকট যেতে লজ্জাবোধ করছি। তারপর আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো, আমি আমার বিধান চূড়ান্ত করলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম। আর আমি একটি নেককাজের বিনিময়ে দশটি প্রতিদান দেব।

৪০. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبْنُ حَزْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَوةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمَرَ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَوةً قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَاغِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ أُمَّتِكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ فَرَاغِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاغِبِ رَبِّكَ فَإِنْ أُمَّتِكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ فَرَاغِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاغِبِ رَبِّكَ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ *

৪৫০. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) এবং ইবন হায্ম (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ পাক আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত ফরয করেন। আমি ঐ পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত নিয়ে মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তখন মূসা (আ) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? তখন আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত ফরয করেছেন। মূসা (আ) আমাকে বললেন যে, আপনি আবার আপনার প্রতিপালকের নিকট হাযির হোন। কারণ আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হলাম। আল্লাহ পাক পঞ্চাশ ওয়াস্ত থেকে কিছু কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আপনি আবার হাযির হোন। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। পরে আমি আবার আমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আল্লাহ পাক বললেন, এটা (গণনার) পাঁচ কিন্তু (প্রতিদানে) এ পাঁচ ওয়াস্ত সালাতই পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাতের সমান এটাই

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে যাই। মূসা (আ) বললেন, আবার আপনার প্রতিপালকের নিকট হাযির হোন। তখন আমি বললাম, আমি আমার মহান প্রতিপালকের নিকট এ বিষয় নিয়ে আবার উপস্থিত হতে লজ্জাবোধ করছি।

৪৫৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ أَبِي مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبِغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِيَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَرْتُ فَقَالَ أَنْزِلْ فَصَلَّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ؟ صَلَّيْتُ بِطَيْبَةِ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجِرُ ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَصَلَّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ؟ صَلَّيْتُ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَصَلَّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وَلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَّمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدْبِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدْبِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدْبِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدْبِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدْبِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدْبِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدْبِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدْبِي فَوْقَ سَبْعِ سَمُوتٍ فَاتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشَّيْتَنِي ضَبَابَةً فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَقِيلَ لِي إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَوةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَ أُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَوةً قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ أَتَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَوَتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ

فَقَالَ إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَوةً فَخَمْسُ
بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرْتُ فَرَجَعْتُ إِلَى
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرْتُ أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ *

৪৫১. আমার ইবন হিশাম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সামনে এমন একটি জন্তু আনা হলো যা আকারে গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট এবং যার কদম পড়ত দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমি তার উপর আরোহণ করলাম। জিব্রাইল (আ) আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা সফর করলাম (মদীনা পর্যন্ত)। জিব্রাইল (আ) বললেন, আপনি নেমে সালাত আদায় করুন। আমি সালাত আদায় করলাম। জিব্রাইল (আ) বললেন, আপনি কোথায় সালাত আদায় করেছেন তা কি জানেন? আপনি সালাত আদায় করেছেন তায়বায়। এ শহরেই আপনি হিজরত করবেন। আবার জিব্রাইল (আ) বললেন, আপনি অবতরণ করে সালাত আদায় করুন। আমি তখন নেমে সালাত আদায় করলাম। জিব্রাইল (আ) বললেন, আপনি কি জানেন কোন্ জায়গায় সালাত আদায় করেছেন? আপনি 'তুরে সায়না' নামক স্থানে সালাত আদায় করেছেন। যেখানে আল্লাহ পাক মুসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। তারপর আবার এক স্থানে গিয়ে জিব্রাইল (আ) বললেন, অবতরণ করে সালাত আদায় করুন। আমি তা-ই করলাম। জিব্রাইল (আ) বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় সালাত আদায় করেছেন? আপনি 'বায়ত লাহম' নামক স্থানে সালাত আদায় করেছেন। যেখানে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর আমি 'বায়তুল মাকদিস'-এ প্রবেশ করলাম এবং সমস্ত নবীকে আমার নিকট একত্র করা হলো এবং জিব্রাইল (আ) আমাকে সম্মুখে এগিয়ে দিলেন আমি সকলের ইমামতি করলাম।

তারপর আমাকে নিয়ে প্রথম আসমানে উঠলেন। সেখানে আদম (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করলাম। পরে আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। সেখানে পরপর দু'খালাত ভাই ঈসা (আ) ও ইয়াহইয়া (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন, সেখানে ইউসুফ (আ)-এর সাথে দেখা হলো। এরপর আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উঠলেন এবং সেখানে হারুন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উঠলেন সেখানে ইদ্রিস (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উঠলেন। সেখানে মুসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। এরপর আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানের উপরে উঠলেন। তখন আমরা সিদরাতুল মুনতাহায় উপনীত হলাম। সেখানে একখণ্ড ধূয়াশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল—আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো—যেদিন আমি এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, সেদিন আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছি। সুতরাং আপনি এবং আপনার উম্মত এই সালাত কায়েম করুন। তখন আমি ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। পরে মুসা (আ)-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার এবং আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন? আমি বললাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তখন মুসা (আ) বললেন, নিশ্চয়ই আপনি এবং আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত যথাযথ আদায় করতে সক্ষম হবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং কমানোর জন্য আরয করুন। আমি প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি আমার থেকে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে

দিলেন। তারপর আবার মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে যেতে বললেন। আমি ফিরে গেলাম। তখন তিনি আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর মূসা (আ)-এর নিকট আসার পর তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে যেতে বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর সর্বশেষ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করা হলো। মূসা (আ) বললেন, আপনি পুনরায় প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং সালাত আরও কমানোর আবেদন করুন। কেননা আল্লাহ বনী ইসরাঈলের উপর শুধু দুই ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছিলেন। তারা এই দুই ওয়াক্তও আদায় করেনি। তখন আমি আবার আল্লাহর নিকট ফিরে গিয়ে সালাত কমিয়ে দেয়ার জন্য আরয করলাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যেদিন এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, সেদিন আপনার এবং আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছি। আর এই পাঁচ ওয়াক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান বলে গণ্য হবে। আপনি ও আপনার উম্মত এটা আদায় করুন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে অবশ্য পালনীয়। এরপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। এবারও তিনি আমাকে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহর পক্ষ হতে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাই আমি আর ফিরে গেলাম না।

৪০২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ عَنْ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَسْرَى بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَالِهَا يَنْتَهَى مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا وَالِهَا يَنْتَهَى مَا أُهْبِطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتَّى يَقْبَضَ مِنْهَا قَالَ إِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فَرَأَى مَنْ ذَهَبَ فَأَعْطَى ثَلَاثًا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَغْفِرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقَحَّمَاتُ *

৪৫২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন মিরাজের রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত।^১ তার নীচ থেকে যে সব জিনিস (নেক আমল, আত্মা ইত্যাদি) উর্ধে উঠানো হয় এবং তার উপর হতে আল্লাহর যে সব নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, সবকিছুই এখানে পৌছে থেমে যায়। তারপর এখান থেকেই তা গ্রহণ করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

إِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

(যখন বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করল, যা আচ্ছাদিত করার)। (৫৩ : ১৬)

আবদুল্লাহ বলেন, তা হল সোনার প্রজাপতি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। (১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, (২) সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং (৩) তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, তার মাগফিরাত।

১. সিদরা বলতে যে বৃক্ষ বুঝানো হয়েছে তার মূল ষষ্ঠ আসমানে এবং শীর্ষভাগ সপ্তম আসমানে। এই নিরিখে আলোচ্য হাদীসটি এবং হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

بَابُ أَيْنَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

পরিচ্ছেদ : সালাত কোথায় ফরয হয়েছে

৪৫৩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْبُنَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ وَأَنَّ مَلَكَينِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَا بِهِ إِلَى زَمْزَمَ فَشَقَّابَطْنَهُ وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَنَسَلَاهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ كَبَسَا جَوْفَهُ حِكْمَةً وَعِلْمًا *

৪৫৩. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আনাগ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, সালাত মক্কায় ফরয হয়েছে। দু'জন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন। ফেরেশতাদয় তাঁকে নিয়ে যমযমের নিকট যান। তারা তাঁর পেট বিদীর্ণ করেন এবং তাঁর ভেতরের বস্তু বের করে স্বর্ণের পাত্রে রাখেন ও যমযমের পানি দ্বারা ধোত করেন। তারপর তাঁর মধ্যে ইলম ও হিকমত পূর্ণ করে দেন।

بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

পরিচ্ছেদ : সালাত কিভাবে ফরয হয়েছে

৪৫৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأَتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ *

৪৫৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : প্রথমত সালাত দুই রাক'আত করে ফরয হয়েছিল। পরে সফরের সালাত পূর্ববৎ রাখা হয় এবং আবাসে সালাত পূর্ণ করা হয়।

৪৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَلْعَكِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهَيْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَتِمَّتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى *

৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম বা'লাবাকী (র) - - - - আবু আমর অর্থাৎ আওয়াঈ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুহরী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা থেকে মদীনায হিজরতের পূর্বকার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, উরওয়াহ (র) আমাকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা প্রথমত তাঁর রাসূলের উপর দুই-দুই রাকআত সালাত ফরয করেন। পরে আবাসে সালাত চার রাকআত পূর্ণ করা হয় এবং সফরে পূর্বের বিধান অনুযায়ী দুই রাকআতই বহাল রাখা হয়।

৪৫৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فَأَقْرَبْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ *

৪৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাত দুই দুই রাকআত করে ফরয করা হয়। কিন্তু সফর অবস্থায় সালাত পূর্ববৎ থাকে এবং আবাস অবস্থায় তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

৪৫৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكَعَةٌ *

৪৫৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আবাসে চার রাকআত ও সফর অবস্থায় দুই রাকআত এবং ভয়কালীন অবস্থায় (ইমামের সঙ্গে) এক রাকআত করে সালাত ফরয করা হয়েছে।

৪৫৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْغَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا وَنَحْنُ ضَلَالٌ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ * "قَالَ الشَّعْبِيُّ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ *"

৪৫৮. ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - উমাইয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন খালিদ ইবন উসায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কসরের সালাত কেমন করে আদায় করেন? আল্লাহ তো বলেন, “তোমরা যদি (কাফিরদের) ভয়ের আশংকা কর তাহলে সালাত কসর করলে গুনাহ হবে না।” ইবন উমর (রা) বললেন : ভতিজা! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব আমাদের মধ্যে এমন অবস্থায় হয়েছে যে, তখন আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে এও ছিল যে, আল্লাহ আমাদেরকে সফরে সালাত দুই রাকআত করে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। শু‘আইসী বলেছেন, ইমাম যুহরী আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করতেন।

بَابُ كَمْ فُرِضَتْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

পরিচ্ছেদ : দিন-রাত্রে কত ওয়াক্ত (সালাত) ফরয

৪৫৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهٍ يَقُولُ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ نُسِمِعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَانْفَهُمْ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِ هُنَّ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ *

৪৫৯. কুতায়বা (র) - - - - তাল্হা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নজদ এলাকার অধিবাসী একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কি বলছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। সে আরো নিকটবর্তী হলো এবং লক্ষ্য করা গেল যে, ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তোমার জন্য ফরয। সে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো প্যাতীত আমার উপর আরো (অতিরিক্ত করণীয়) কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল পড়তে পার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আর রমযানের এক মাসের সিয়াম। সে জিজ্ঞাসা করলো, এ ছাড়া আমার উপর আরো (সাওম) আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল (সাওম) পালন করতে পার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন। সে জিজ্ঞাসা করল, তা ছাড়া আমার উপর আরো কোন (দানের হুকুম) আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল (দান) করতে পার। তারপরে সে ব্যক্তি এই কথা বলতে বলতে চলে গেল : "আল্লাহর শপথ! আমি এই (হুকুম)-গুলোর উপর অতিরিক্ত কিছু করব না এবং এগুলো থেকে কমও করব না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে সফল হয়ে গেল যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়।

৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا ؟ قَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسٍ فَحَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ *

৪৬০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এগুলোর আগে ও পরে আরো কিছু (করণীয়) আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারপর সে ব্যক্তি শপথ করে বলল যে, সে এগুলোর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু

করবে না এবং কমও করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

পরিচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপর বায়আত গ্রহণ

৬৬১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَدَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدَّمْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعَنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلَا مَا ؟ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَةً أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا *

৪৬১. আমরা ইবন মানসূর (র) - - - আওফ ইবন মালিক আশজাজি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নিকট বায়আত গ্রহণ করবে না ? এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম। তারপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো পূর্বেই আপনার নিকট বায়আত হয়েছি, তবে এ বায়আত কোন্ বিষয়ের উপর ? তিনি বললেন : এ বায়আত হল এ কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। তারপর আঙুল করে মৃদু স্বরে বললেন : মানুষের নিকট কিছু চাইবে না।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

পরিচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফায়ত করা

৬৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ الْوَتْرُ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرَحْتُ إِلَى عِبَادَةِ مِنَ الصَّامِتِ فَاغْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ عِبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَخَفَافًا

بِحَقِّهِمْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ
شَاءَ عَذِّبَهُ وَإِنْ شَاءَ ادْخَلَهُ الْجَنَّةَ *

৪৬২. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন মুহায়রিয় (র) থেকে বর্ণিত যে, মুখদাজী নামক বনু কিনানার জনৈক ব্যক্তি আবু মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে সিরিয়ায় বলতে শুনেছেন যে, বিতরের সালাত ওয়াজিব।^১ মুখদাজী বলেন, আমি একথা শুনে উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর নিকট গেলাম। আমি যখন তাঁর নিকট পৌছি তখন তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আবু মুহাম্মদের বক্তব্য শুনালাম। উবাদা (রা) বললেন : আবু মুহাম্মদ ভুল বলেছেন।^২ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে এবং এগুলোর মধ্যে কোন সালাত হালকা জ্ঞানে ছেড়ে দেবে না, তার জন্য আল্লাহর ওয়াদা হলো— তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কোন ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারেন।

فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফযীলত

৬১৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا *

৪৬৩. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো গৃহদ্বারে যদি নহর (প্রবাহিত) থাকে এবং সে যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, না, তার শরীরের কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্তও এরূপ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দ্বারা আল্লাহ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

بَابُ الْحُكْمِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ

পরিশ্ছেদ : সালাত তরককারী সম্পর্কে বিধান

৬১৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ

১. অর্থাৎ অন্যান্য ফরযের ন্যায় ফরয।

২. আসলে দুই কথার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা আবু মুহাম্মদ বিতরকে ফরয নয়, বরং ওয়াজিব বলেছেন, যা ফরয অপেক্ষা নিম্নস্তরের, আর 'উবাদা (রা) ফরয ২ ওয়াকে রদ করেছেন। অনেক সময় ওয়াজিব দ্বারা ফরযও বুঝানো হয়। সে কারণেই এ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি।

اللَّهُ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ *

৪৬৪. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।

৪৬৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرَكَ الصَّلَاةَ *

৪৬৫. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাত ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত বান্দা ও কুফরের মাঝে কোন অন্তরায়ই নেই।

بَابُ الْمُحَاسَبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : সালাতের হিসাব-নিকাশ

৪৬৬. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. قَالَ هَمَّامٌ لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ أَوْ مِنَ الرَّوَايَةِ . فَإِنْ انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ شَيْءٌ قَالَ أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ خَالَفَهُ أَبُو الْعَوَّامِ "أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ يَعْنِي ابْنَ بَيَانَ بْنِ زِيَادٍ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ" *

৪৬৬. আবু দাউদ (র) - - - - হুরায়স ইবন কাবীসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি মদীনা এসে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, হে আল্লাহ! আপনি আগাকে একজন সৎ সঙ্গী দান করুন। তারপর আমি এসে আবু হুরায়রা (রা)-এর মজলিসে বসলাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমি মহান আল্লাহর নিকট একজন সৎ সঙ্গী পাওয়ার জন্য দোয়া করেছি। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শোনা এমন একটি হাদীস

আমাকে বর্ণনা করুন যদ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর বান্দা থেকে সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাত যথাযথভাবে আদায় হয়ে থাকলে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। সালাত যথাযথ আদায় না হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। হাম্মাম বলেন, 'আমি জানি না- এটা কাতাদার কথা না বর্ণনা। যদি ফরয সালাত কিছু কম হয়ে থাকে তবে আল্লাহ (ফেরেশতাদের) বলবেন, আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না? থাকলে তা দ্বারা ফরয পূর্ণ করে দেওয়া হবে। এরপর অন্যান্য আমলের ব্যাপারেও একই অবস্থা হবে।

৬৬৭. أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ وَجِدَتْ تَامَةً كُتِبَتْ تَامَةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ مِّنْ تَطَوُّعٍ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ *

৪৬৭. আবুল আওয়াম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে। যদি সালাত পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তবে তা পরিপূর্ণ লেখা হবে। যদি কিছু কম পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ বলবেন, তার নফল সালাত কিছু আছে কি না? (যদি থাকে) এগুলোর দ্বারা ফরয সালাতের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া হবে। তারপর অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও এরূপ করা হবে।

৬৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَ الْإِقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ انْظُرُوا لِعَبْدِي مِّنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وَجِدَ لَهُ التَّطَوُّعَ قَالَ أَكْمِلُوا بِهَا الْفَرِيضَةَ *

৪৬৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন বান্দার থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাত পুরোপুরি আদায় করে থাকলে তো ভাল কথা, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না? নফল সালাত থাকলে বলবেন, এই নফল সালাত দ্বারা ফরয সালাত পূর্ণ করে দাও।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ

পরিচ্ছেদ : সালাত আদায়কারীর সওয়াব

৬৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلَ الرَّحِمَ ذَرْهَا كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ *
 ৪৬৯. মুহাম্মদ ইবন উসমান (র) - - - আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না। সালাত কয়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। (জবাব দেয়ার পর) প্রশ্নকারীকে বললেন, উটের লাগাম ছেড়ে দাও। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উটের উপর সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।

بَابُ عَدَدِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَضَرِ

পরিচ্ছেদ : আবাসে যোহরের সালাতের রাকআত সংখ্যা

৪৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ *
 ৪৭০. কুতায়বা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মদীনায যোহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেছি এবং যুল-হুলায়ফায় আসরের সালাত (সফরের কারণে) দুই রাকআত আদায় করেছি।

بَابُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফর অবস্থায় যোহরের সালাত

৪৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّةُ *
 ৪৭১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - আবু জুহাযফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিপ্রহরে 'বাতহা' নামক স্থানে আসেন। তারপর উযু করেন এবং যোহর ও আসরের

সালাত দুই রাকআত করে আদায় করেন। এ সময়ে তাঁর সামনে একটি লাঠি ছিল। (অর্থাৎ লাঠিটি সুতরা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন)।

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : আসরের সালাতের ফযীলত ও মাহাত্ব্য

৪৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ كُلُّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ يُلْجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا *

৪৭২. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - উমারা ইব্ন রুওয়াইবা সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বের (ফজরের) সালাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের (আসরের) সালাত আদায় করবে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত নিয়মিত যত্ন সহকারে আদায় করা

৪৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مَصْحَفًا فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَادْنِي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أَذْنْتُهَا فَأَمَلْتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ثُمَّ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৭৩. কুতায়বা (র) - - - - নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবু ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) আমাকে এক কপি কুরআনুল করীম লিখার জন্য নির্দেশ দেন এবং বলেন, হাফিظু আলায়্যিল্‌ল-সাল্বাত্‌ ও আল্‌সাল্বাত্‌ আল্‌-উস্‌তী ও সাল্বাত্‌ আল্‌-আসর ও কুমু আলাল্‌ল-হি কানিতীন : যখন আয়াত : পর্যন্ত পৌছবে তখন আমাকে খবর দিও। তারপর আমি ঐ আয়াত পর্যন্ত পৌছে তাঁকে জানালাম। তিনি আমার দ্বারা লিখালেন :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ .

অর্থ : তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসর সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

তারপর বললেন : “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে এরূপ শুনেছি।”

৪৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ *

৪৭৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (খন্দাকের রণক্ষেত্রে) কাফিররা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদেরকে সালাতুল উসতা থেকে বিরত রেখেছিল।

بَابُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আসরের সালাত তরক করে

৪৭৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكْرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ *

৪৭৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদিদ (র) - - - - আবুল মালিহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা বুয়াদা (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : অবিলম্বে সালাত আদায় করে নাও, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আসরের সালাত তরক করলো, তার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেল।

بَابُ عَدَدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْحَضَرِ

পরিচ্ছেদ : আবাসে আসরের সালাতের রাকআত সংখ্যা

৪৭৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ عَنْ الْوَلِيدِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَدْرَ ثَلَاثَيْنِ آيَةً قَدَرِ سُورَةِ السَّجْدَةِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ *

৪৭৬. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহর ও আসরের সালাতে কতক্ষণ কিয়াম করতেন (দাঁড়িয়ে থাকতেন) আমরা অনুমান করতাম। একবার আমরা যোহরের সালাতে তাঁর কিয়ামের অনুমান করলাম যে, তিনি প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে সাজদার ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং পরবর্তী দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ পড়ার পরিমাণ কিয়াম করলেন। আসরের সালাতে কিয়ামের অনুমান করলাম যে, প্রথম দুই রাক'আতে যোহরের শেষ দুই রাক'আতের সময় পরিমাণ এবং শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ সময় কিয়াম করলেন।

৪৭৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْوَلِيدِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فِي الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسِ عَشْرَةِ آيَةً *

৪৭৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাতে দাঁড়াতে এবং প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন এবং আসরের প্রথম দুই রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফর অবস্থায় আসরের সালাত

৪৭৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ *

৪৭৮. কুতায়বা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে যোহরের সালাত চার রাক'আত এবং যুল-হুলায়ফায় (সফর অবস্থায়) আসরের সালাত দুই রাক'আত আদায় করেন।

৪৭৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَ مَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ عِرَاكَ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَ مَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ - خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ *

৪৭৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - নাওফাল ইব্ন মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তির আসরের সালাত 'ফওত' হলো, তার পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে

গেল। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইরাক ইবন মালিক বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাযা হলো, তার পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুট হয়ে গেল।

৪৮০. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغَبَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مِّنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ - خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ *

৪৮০. ইসা ইবন হাম্মাদ যুগবা (র) - - - নাওফাল ইবন মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সালাতের মধ্যে এমন সালাত রয়েছে যদি কারো থেকে তা ফওত হয়, তাহলে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুট হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবন উমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (এ সম্পর্কে) বলতে শুনেছি, তা হচ্ছে আসরের সালাত।

৪৮১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ مِّنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ *

৪৮১. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ (র) - - - ইরাক ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নাওফাল ইবন মুআবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি : সালাতের মধ্যে এমন সালাত রয়েছে যে ব্যক্তি থেকে তা ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে গেল। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তা হচ্ছে আসরের সালাত।

بَابُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

পরিচ্ছেদ : মাগরিবের সালাত

৪৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى يَغْنَى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ *

৪৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি (মুযদালিফায়) মাগরিবের তিন রাক'আত এবং ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁদেরসহ এই স্থানে এরূপ করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও এই স্থানে এরূপই করেছিলেন।

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ : ইশার সালাতের ফযীলত

৪৮৩. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ *

৪৮৩. নাস্র ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ইশার সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা) তাঁকে আহবান করে বললেন যে, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাঁকে বললেন, তোমাদের ব্যতীত আর কেউ এ সালাত আদায় করে না। তখন মদীনাবাসী ব্যতীত আর অন্য কেউ এ সালাত আদায় করতো না।

بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরে ইশার সালাত

৪৮৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا بِإِقَامَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ *

৪৮৪. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক'আত এবং ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এরূপ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও এরূপ করেছেন।

৪৮৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ فَأَقَامَ فَصَلَّى

১. এভাবে ইশার সালাত জামাতের সাথে মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও আদায় করা হতো না। মক্কায় যে সব মুসলমান বসবাস করতেন তাদের গোপনে সালাত আদায় করতে হতো। (ফাতহুল বারী)

الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي هَذَا الْمَكَانِ *

৪৮৫. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক'আত এবং ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এখানে এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ : জামাআতে সালাত আদায় করার ফযীলত

৪৮৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ *

৪৮৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে তোমাদের নিকট আগমন করে এবং ফজর ও আসরের সময় তারা একত্রিত হয়। তারপর যে সকল ফেরেশতা রাতে তোমাদের নিকট ছিল, তারা উপরে উঠে যায়, আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি সর্বজ্ঞ, আমার বান্দাদের তোমরা কোন্ অবস্থায় রেখে এসেছো? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলে থাকে, আমরা যখন চলে আসি তখন আপনার বান্দারা (ফজরের) সালাত আদায় করছিল। আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখন তারা (আসরের) সালাত আদায় করছিল।

৪৮৭. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *

৪৮৭. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একা সালাত আদায় করার চেয়ে জামাআতে সালাত আদায় করা পঁচিশ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ। রাত ও দিনে (আগমনকারী) ফেরেশতার দল ফজরের সালাতের সময় একত্রিত হয়। সুতরাং এতদ্বিষয়ে তোমরা এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ১

৪৮৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُمَارَةَ بْنُ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ *

৪৮৮. আমর ইব্ন আলী ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উমারা ইব্ন রুওয়াযবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে (আসরের) সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

بَابُ فَرَضِ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : কিবলামুখী হওয়া ফরয

৪৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ وَصُرِفَ إِلَى الْقِبْلَةِ *

৪৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - বা'রা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ষোল মাস বা সতর মাস (বর্ণনাকারী সুফিয়ানের সন্দেহ) বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করি। পরে তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে) কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

৪৯০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْآزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ إِنَّهُ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَوُوا إِلَى الْكَعْبَةِ *

৪৯০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র) - - - - বা'রা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর ষোল মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। কিবলা পরিবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে সালাত আদায়কারী এক ব্যক্তি (সালাতের পর) আনসারদের এক জামাআতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। (তাঁরা তখন সালাতরত অবস্থায় ছিলেন) তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে আদিষ্ট হয়েছেন— একথা শুনে তাঁরা কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করেন।^১

১. বায়তুল মুকাদ্দাস মদীনার উত্তরদিকে এবং কা'বা দক্ষিণদিকে অবস্থিত। অতএব মুসল্লীগণ উত্তরদিক থেকে দক্ষিণ-দিকে ফিরে যান।

بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : কোন অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা যায়

৬৭১. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ رُغْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَتَوَجَّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ *

৪৯১. ঈসা ইবন হাম্মাদ যুগবা, আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করার হুকুম আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠের উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন তাতে উট যে দিকেই মুখ করে থাকুক এবং বিতরের সালাত উটের উপরই আদায় করে নিতেন। তবে ফরয সালাত এভাবে আদায় করতেন না।

৬৭২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِّنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَفِيهِ أَنْزَلَتْ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَمُتَّ وَجْهَ اللَّهِ *

৪৯২. আমর ইবন আলী ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে যাওয়ার সময় নিজ বাহনের উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন। এ সম্পর্কে : فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَمُتَّ وَجْهَ اللَّهِ ১৬

৬৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

৪৯৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সওয়ারীর উপর সালাত আদায় করতেন সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। মালিক (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) বলেছেন : ইবন উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন।

بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَا بَعْدَ الاجْتِهَادِ

পরিচ্ছেদ : কিবলার ব্যাপারে ভুল প্রকাশিত হলে কি করতে হবে

٤٩٤ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقِبَاءِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ أَنُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ *

৪৯৪. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার কুবার মসজিদে লোকেরা ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললেন যে, রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর (আল্লাহর কালাম) অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করুন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী ছিলেন, একথা শুনে তাঁরা (সালাত অবস্থাতেই) কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ

অধ্যায় : সালাতের ওয়াক্তসমূহ

৪৯৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ *

৪৯৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন আবদুল আযীয (র) (একদিন) আসরের সালাত একটু বিলম্বে আদায় করলে উরওয়া তাঁকে বললেন যে, আপনি কি অবহিত নন যে, জিব্রাইল (আ) অবতীর্ণ হন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সালাত আদায় করেন। উমর (র) বললেন, হে 'উরওয়া! তুমি কি বলছো তা ভালভাবে চিন্তা করে বল। উরওয়া বললেন, আমি বাশীর ইবন আবু মাসউদ (র)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : আমি আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, জিব্রাইল (আ) অবতীর্ণ হয়ে আমার সালাতের ইমামতি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি, পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। তিনি তার হাতের আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গণনা করেন।

أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ

যোহরের প্রথম সময়

৪৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ

سَلَامَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ كَمَا
 أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ
 تَأْخِيرِهَا يَغْنِي الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ
 ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى
 أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبُ لَا أَدْرِي أَيَّ حِينٍ ذَكَرْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ
 قَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ
 وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ *

৪৯৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - সাইয়ার ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে আবু বারযা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। (সনদের একজন রাবী) শু'বা (রা) সাইয়ার ইবন সালামাকে বললেন, আপনি নিজে তা শুনেছেন কি? (সাইয়ার) বলেন : হ্যাঁ, যেমন আপনাকে শোনাচ্ছি। তিনি-(সাইয়ার) বলেন : আমার পিতাকে আমি আবু বারযা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। আবু বারযা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত কখনো অর্ধরাতে আদায় করতেন এবং তিনি সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও সালাতের পর কথা বলা পছন্দ করতেন না। শু'বা (র) বলেন : আমি আবার সাইয়ার ইবন সালামার সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে পড়তো, আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, কোন লোক মদীনার দূর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারত এবং সূর্যের আলো তখনও উজ্জ্বল থাকত। মাগরিবের সালাত কোন সময় আদায় করতেন বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন তা আমার জানা নেই। আবার আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, লোক ফিরে যেত এবং তার পাশের উপবিষ্ট কোন পরিচিত লোকের দিকে তাকালে তাকে চিনতে পারত। রাবী বলেন : তিনি উক্ত সালাতে ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

٤٩٧. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
 أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ *

৪৯৭. কাসীর ইবন উবায়দ (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সূর্য ঢলে পড়লে বের হন এবং তাঁদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন।

٤٩٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ
 أَبِي اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خُبَابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ
 يُشْكِنَا قِيلَ لِأَبِي اسْحَقَ فِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمْ *

৪৯৮. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উত্তপ্ত বালুর অভিযোগ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করলেন না। আবু ইসহাক (রা)-কে বলা হলো, সাথীরা কি সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করার অভিযোগ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

بَابُ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরের সময় যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

৪৯৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْرَةُ الْعَائِذِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ *

৪৯৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - হামযাতুল আয়িমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ যখন কোন মনযিলে যোহরের পূর্বে অবতরণ করতেন তখন যোহরের সালাত আদায় না করে সেই স্থান ত্যাগ করতেন না। এক ব্যক্তি বলল, অর্ধদিন ঠিক দুপুর হলেও? তিনি বললেন, ঠিক দুপুর বেলায় হলেও।

تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ

ঠাণ্ডার সময়ে যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

৫০০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ *

৫০০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - খালিদ ইবন দীনার আবু খালদাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গরমের সময় (যোহরের সালাত) বিলম্বে এবং ঠাণ্ডার সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।

الْأَبْرَادُ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

গরম থচও হলে যোহরের সালাত গরম কমলে আদায় করা

৫০১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي

১. দুপুর অর্থ হচ্ছে দুপুরের কাছাকাছি সময়, অর্থাৎ তিনি দুপুরের সময় আদায় করলেও সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সালাত আদায় করে স্থল ত্যাগ করতেন।

سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا
عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَنِيحِ جَهَنَّمَ *

৫০১. কুতায়বা ইবন সাদ্দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গরম প্রচণ্ড হলে সালাত বিলম্ব করে আদায় কর। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের ভাপ।

৫০২. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَأَنْبَأَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ
مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى يَرْفَعُهُ قَالَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ
فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَنِيحِ جَهَنَّمَ *

৫০২. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) ও আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যোহরের সালাত বিলম্ব করে আদায় কর। কারণ তোমরা যে গরম অনুভব কর তা জাহান্নামের ভাপ।

أَخِرِ وَقْتُ الظُّهْرِ

যোহরের সালাতের শেষ সময়

৫০৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ
يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى
الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ
صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَا فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ اسْفَرَّ قَلِيلًا ثُمَّ صَلَّى
بِهِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلًا ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتِ
وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ
قَالَ الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَاتِكَ أَمْسٍ وَصَلَاتِكَ الْيَوْمَ *

৫০৩. হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন : ইনি জিব্রাইল (আ), যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। তিনি উষা উদিত হলে ফজরের সালাত আদায় করেন। যোহরের সালাত আদায় করেন সূর্য ঢলে পড়লে, তারপর আসরের সালাত আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর সমান দেখেন। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন যখন সূর্য অস্তমিত হলো, আর সওম পালনকারীর জন্য ইফতার করা হালাল হলো। তারপর ইশার সালাত আদায় করেন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে শফক দেখা যায়, তা অদৃশ্য হওয়ার পর। জিব্রাইল (আ) আবার পরদিন আসেন এবং নবী ﷺ-কে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন যখন কিছুটা ফর্সা হলো। পরে তাঁকে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর সমান হলো। তারপর আসরের সালাত আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর দ্বিগুণ হলো। পরে মাগরিবের সালাত একই সময়ে পূর্ব দিনের ন্যায় আদায় করেন। যখন সূর্য অস্তমিত হলো এবং সাওম পালনকারীর জন্য ইফতার করা হালাল হলো। এরপর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে ইশার সালাত আদায় করেন। পরে তিনি বলেন : আপনার আজকের সালাত এবং গত কালকের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ই হল সালাতের সময়।

৫০৪. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ قَدَرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةُ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ *

৫০৪. আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আযরামী (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রীষ্মকালে যোহরের সালাত আদায় করতেন যখন কোন ব্যক্তির ছায়া তিন হতে পাঁচ কদমের মধ্যে হতো এবং শীতকালে ছায়া যখন পাঁচ হতে সাত কদমের মধ্যে হতো।

أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ

আসরের প্রথম ওয়াক্ত

৫০৫. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ مَعِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فِي الْإِنْسَانِ مِثْلُهُ وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فِي الْإِنْسَانِ مِثْلِيهِ وَالْمَغْرِبَ حِينَ كَانَ قَبِيلُ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعِشَاءِ أَرَى إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ *

১. ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে- অস্তাচলে যে লালিমা দৃষ্ট হয় তাই 'শফক'। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে- লালিমা অস্ত যাওয়ার পর যে সাদা বর্ণ দেখা যায়, তাই শফক। এটা অদৃশ্য হলে ইশার সালাতের সময় আরম্ভ হয়।

৫০৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : আমার সঙ্গে সালাত আদায় কর। তারপর তিনি যোহরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্য অনেকখানি ঢলে যায়। আসরের সালাত আদায় করেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়ে গেল, মাগরিবের সালাত আদায় করেন যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল এবং ইশার সালাত আদায় করেন যখন সূর্য অন্তিমিত হওয়ার পর শফক অদৃশ্য হয়ে গেল। রাবী বলেন : (পরদিন) যোহরের সালাত আদায় করেন যখন মানুষের ছায়া তার সমান হলো, আসরের সালাত আদায় করেন যখন মানুষের ছায়া দ্বিগুণ হলো। মাগরিবের সালাত আদায় করলেন শফক অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে। আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস বলেন : তারপর বর্ণনাকারী ইশার সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তা রাতের এক-তৃতীয়াংশের দিকে আদায় করেছেন বলে আমার মনে হয়।

تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

আসরের সালাত তাড়তাড়ি আদায় করা

৫০৬. ৫. ৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا *

৫০৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (এমন সময়) আসরের সালাত আদায় করলেন যে, সূর্য রশ্মি তখনও তাঁর ঘরে ছিল এবং সূর্য রশ্মি তখনো গৃহের আঙিনা থেকে উপরে উঠেনি।

৫০৭. ৫. ৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ وَأَسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قِبَاءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَالَ الْآخَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ *

৫০৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, কোন গমনকারী 'কুবা'^১ পর্যন্ত যেত। (বর্ণনাকারী) যুহরী অথবা ইসহাকের মধ্যে একজন বলেন : গমনকারী এসে 'কুবা' বাসীদেরকে (আসরের) সালাত আদায় করতে দেখতে পেত। অন্যজন বলেন : সূর্য তখনও উপরে (উজ্জ্বল) থাকত।

৫০৮. ৫. ৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةً وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ *

৫০৮. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও অনেক উপরে উজ্জ্বল থাকত। কোন গমনকারী আওয়ালী^২ তে পৌঁছলেও সূর্য তখনও উপরে থাকত।

১. মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

২. আওয়ালী অর্থ মদীনার পার্শ্ববর্তী উচ্চ মহল্লা, কোন কোন আওয়ালী চার মাইল দূরে অবস্থিত।

৫০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءَ مُحَلَّقَةً *

৫০৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে করোজ্জ্বল থাকত।

৫১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظَّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ قُلْتُ يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي *

৫১০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু বকর ইবন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু উমামা ইবন সাহল (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর সঙ্গে যোহরের সালাত আদায় করে বের হলাম। তারপর আমরা আনাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে আসরের সালাত আদায় করতে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে পিতৃব্য! এ কোন সালাত, যা আপনি আদায় করলেন? তিনি বললেন, আসরের সালাত এবং এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত যা আমরা (তাঁর সাথে) আদায় করতাম।

৫১১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُلْقَمَةَ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ صَلَّيْنَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا أُصَلِّيتُمْ قُلْنَا صَلَّيْنَا الظَّهْرَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ فَقَالُوا لَهُ عَجَلْتَ فَقَالَ إِنَّمَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ *

৫১১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু সালামা (র) বলেন : আমরা উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর যমানায় একদা (যোহরের) সালাত আদায় করে আনাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে সালাত আদায় করা অবস্থায় পেলাম। সালাত সমাপ্ত করার পর তিনি আমাদের বললেন যে, তোমরা কি সালাত আদায় করেছ? আমরা বললাম, যোহরের সালাত আদায় করেছি। তিনি বললেন, আমি তো আসরের সালাত আদায় করেছি। লোকেরা বলল, আপনি তাড়াতাড়ি আদায় করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি ঐভাবেই সালাত আদায় করি যেভাবে আমার সাথীদেরকে আদায় করতে দেখেছি।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করার ব্যাপারে সতর্কবাণী

৫১২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ بْنُ أَيَّاسٍ بْنُ مُقَاتِلٍ بْنُ مِشْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

اسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَيْتُمُ الْعَصْرَ قُلْنَا لَا إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ جَلَسَ يَرْقُبُ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قُرْنَى الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا *

৫১২. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - আ'লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যোহরের সালাত আদায় করার পর আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বসরায় অবস্থিত বাসস্থানে গেলেন। তাঁর বাড়ি মসজিদের পার্শ্বেই ছিল। আ'লা (র) বলেন, যখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আসরের সালাত আদায় করেছ? আমরা বললাম, না। আমরা তো এইমাত্র যোহরের সালাত আদায় করলাম। তিনি বললেন, এখন আসরের সালাত আদায় কর। আ'লা বলেন : আমরা তৎক্ষণাৎ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এটা মুনাফিকের সালাত যে, বসে সালাতের অপেক্ষারত থাকে, তারপর সূর্য যখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে^১ (সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়ে যায়) তখন (তাড়াহুড়া করে মোরগের মত) চারটি ঠোঁকর মারে এবং তাতে আল্লাহ পাকের স্মরণ সামান্যই করে।

৫১৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي تَفَوَّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَ مَاتَ وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ *

৫১৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - সালিমের পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার আসরের সালাত ফুওত হল, তার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ লুপ্তিত হয়ে গেল।

أَخْرُ وَقْتُ الْعَصْرِ

আসরের শেষ সময়

৫১৪. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ وَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ (هُوَ ابْنُ سِنَانٍ) عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَتَقَدَّمَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَآتَاهُ حِينَ كَانَ الظَّلُّ مِثْلَ شَخْصٍ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ

১. "শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে"- সূর্য পূজারীরা সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় এর পূজা করে। আর শয়তান তাদের পূজা গ্রহণের জন্য সূর্যের সামনে এসে দাঁড়ায়। এটাই উক্ত বাক্যের ভাবার্থ।

جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ آتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ آتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ آتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ آتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ آتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ آتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا فَآتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ آتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الْفَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَوَتَيْنِ وَقْتُ *

৫১৪. ইউসুফ ইব্ন ওয়াদিহ (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ কে সালাতের ওয়াস্তা শিক্ষা দেয়ার জন্য আসলেন। তারপর জিব্রাইল (আ) সামনে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে এবং অন্যান্য লোকেরা দাঁড়ালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে। এরপর যোহরের সালাত আদায় করলেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো, আবার যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হল, তখন জিব্রাইল (আ) আগমন করলেন এবং পূর্বের মত তিনি আগে দাঁড়ালেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে এবং অন্যান্য লোকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে (সারিবদ্ধ হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলেন। (এভাবে) আসরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় সূর্যাস্তের পর জিব্রাইল (আ) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে এবং অন্যান্য লোকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। আবার সূর্যাস্তের পর যখন শফক অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন জিব্রাইল (আ) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন এবং লোকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে 'ইশার সালাত আদায় করলেন। পুনরায় প্রভাত হওয়ার পর জিব্রাইল (আ) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে ও অন্যান্য লোকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর দ্বিতীয় দিন আসলেন যখন লোকের ছায়া তার সমান হলো। তখন গতদিন যেরূপ করা হয়েছিল সেরূপ করা হল— যোহরের সালাত আদায় করলেন। পরে আবার তিনি আসলেন যখন লোকের ছায়া তার দ্বিগুণ হল, তখন গত দিনের ন্যায় আসরের সালাত আদায় করলেন। আবার আসলেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন গত দিনের ন্যায় মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে জাগলাম, পুনরায় ঘুমিয়ে ঘুম থেকে জাগলাম। এরপর তিনি এসে পূর্বের ন্যায় 'ইশার সালাত আদায় করলেন। পুনরায় আসলেন যখন প্রভাত হল এবং (আকাশে) তারকাগুলি দৃশ্যমান ছিল। তখনও পূর্বের ন্যায় ফজরের সালাত আদায়

করলেন। তারপর বললেন : উভয় দিনের সালাতের মধ্যবর্তী সময় সালাতের জন্য নির্ধারিত।^১

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

যে ব্যক্তি আসরের দুই রাক'আত পেল

৫১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَمَّرًا عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ *

৫১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের দুই রাক'আত পেল, অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।^২

৫১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَمَّرًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ *

৫১৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।

৫১৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتُهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتُهُ *

১. জিব্রাইল (আ) আল্লাহর নির্দেশে রসুলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের সালাতের ইমামতি করেছিলেন, কাজেই এ সময়ের জন্য তাঁর উপরে সালাত ফরয হয়েছিল। তাঁর পেছনে নবী (সা) ও অন্যান্য লোকদের মুকতাদী হয়ে সালাত আদায় করা ফরয আদায়কারী ইমামের পেছনে ফরয আদায়কারী মুকতাদীর সালাত আদায় হিসাবে গণ্য। এ হাদীসকে নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারী মুকতাদির ইকতিদা করা বৈধ বলে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

২. এ হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, কোন ব্যক্তি এক রাক'আত সালাতের সময় থাকতে মুসলমান হল এরূপ অবস্থায় তার উপর সে ওয়াক্তের সালাত ফরয হলো। অর্থাৎ সে ওয়াক্তের সালাত কাযা করতে হবে। কোন ব্যক্তি এক রাক'আত অবশিষ্ট থাকতে শরীক হলে তবে সে জামাআতের ফযীলত পাবে। এর এই অর্থ নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করবে। কেননা এই সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫১৭. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের প্রথম সিজদা পায়, সে যেন তার বাকী সালাত সম্পূর্ণ করে। এবং যখন কেউ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের প্রথম সিজদা পায়, সে যেন তার বাকী সালাত সম্পূর্ণ করে।

৫১৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ *

৫১৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের সালাত পেল এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।

৫১৯. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يَصِلْ فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৫১৯. আবু দাউদ (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) মু'আয ইবন আফরা (রা)-এর সঙ্গে তওয়াফ করলেন; (তওয়াফের পর) তিনি সালাত আদায় করলেন না। আমি বললাম, আপনি সালাত আদায় করলেন না? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই এবং ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের প্রথম ওয়াস্ত

৫২০. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَقِمْ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ وَأَمْرٌ بِلَا فَاقَامَ عِنْدَ الْفَجْرِ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ رَأَى الشَّمْسَ بَيْضَاءَ فَاقَامَ الْعَصَرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَاقَامَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَمَرَهُ

مِنَ الْغَدِ فَتَوَرَّ بِالْفَجْرِ ثُمَّ ابْرَدَ بِالظُّهْرِ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ
وَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ
الَّيْلِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَقْتُ صَلَوَاتِكُمْ مَّابَيْنَ رَأَيْتُمْ *

৫২০. আমর ইব্ন হিশাম (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে দুই দিন অবস্থান কর। তারপর তিনি বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, তিনি ফজরের ইকামত বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তাঁকে (ইকামতের জন্য) আদেশ করলেন, তারপর যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপরে যখন সূর্য শুভ্র করোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, তখন পুনরায় তাঁকে ইকামতের আদেশ করলেন এবং আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তাঁকে ইকামতের আদেশ করলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর যখন শফক অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তাঁকে ইকামতের আদেশ করলেন এবং ইশার সালাত আদায় করলেন (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করলেন)। পরদিন পুনরায় বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, এরপর ফজরের সালাত আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে আদায় করলেন। পুনরায় যোহরের সালাত বেশ বিলম্ব করে আদায় করলেন। তারপর আসরের সালাত আলোকোজ্জ্বল সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করলেন। তারপর শফক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বেই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে ইশার ইকামত বলার আদেশ করলেন এবং ইশার সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন : সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায় ? তোমরা যা দেখলে, তার মধ্যখানেই তোমাদের সালাতের সময়।

تَفْجِيلُ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

৫২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ قَالَ
سَمِعْتُ حَسَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ
النَّبِيِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَرْمُونَ وَيَبْصِرُونَ
مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ *

৫২১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) - - - - আবু বিশর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাসান ইব্ন বিলাল (রা)-কে নবী ﷺ -এর সহচরদের মধ্য থেকে আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ -এর সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর মদীনার প্রান্তরে নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতেন। এমতাবস্থায় তারা তীর নিক্ষেপ করতেন এবং তার পতনের স্থান দেখতে পেতেন। (অর্থাৎ রাত্রি অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন)।

تَاخِيرُ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করা

৫২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَعُوهَا وَمَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْمَشَاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ *

৫২২. কুতায়বা (র) --- আবু বাসরা গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুখাম্মাস' নামক স্থানে আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। (এবং) বললেন : এই সালাত আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের নিকট পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মর্যাদা রক্ষা করেনি। যে ব্যক্তি উক্ত সালাত যথাযথ আদায় করবে, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। তার (আসর) পর শাহিদ উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই। শাহিদ (অর্থ) তারকারাজি।

آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত

৫২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ شُعْبَةُ كَانَ قَتَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ أحيانًا وَأحيانًا لَا يَرْفَعُهُ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَالِمَ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَالِمَ تَصْفُرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَالِمَ يَسْقُطُ ثَوْرُ الشَّقَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَالِمَ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَالِمَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৫২৩. আমর ইবন আলী (র) --- আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। শু'বা (র) বলেন : কাতাদা (রা) এই হাদীস কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেন, কখনও এরূপ বর্ণনা করেন না। তিনি | 'আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)। বলেন : যোহরের শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত আসর উপস্থিত না হয়, আর আসরের সময় যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হ্রদ বর্ণ না হয় এবং মাগরিবের শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত শফক অদৃশ্য না হয়। ইশার শেষ সময় অর্ধ রাত্রের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের শেষ সময় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

৫২৪. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَدْرِ بْنِ عَثْمَانَ قَالَ امْلَأْ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِإِلَاقَامِ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ ثُمَّ أَمَرَهُ

فَاقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى قَرِيبٍ مِّنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ أَحْمَرَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سِقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ أَلْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ *

৫২৪. আবদা ইবন আবদুল্লাহ ও আহমদ ইবন সুলায়মান (রা) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে বিলাল (রা)-কে সালাতের প্রস্তুতির জন্য আদেশ করলেন। প্রভাতের সময় বিলাল (রা) ফজরের ইকামত বললেন। যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যোহরের ইকামত বললেন।^১ কেউ বলতো (এই মাত্র) দ্বিপ্রহর হল না কি? অথচ তিনি অবগত ছিলেন। পুনরায় আদেশ করলেন, অতঃপর সূর্য উর্ধ্বাকাশে থাকতেই আসরের ইকামত বললেন। পুনরায় আদেশ করলেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই মাগরিবের ইকামত বললেন। এরপর শফক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ইশার সালাতের ইকামত বললেন। পরদিন ফজরের সালাত এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, সালাত শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কেউ (সন্দেহ করে) বললো, সূর্যোদয় হয়ে গেছে।^২ পরে যোহরের সালাতকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, গতকালের আসরের সময়ের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। আসরের সালাতকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, প্রত্যাবর্তনের সময় (সন্দিহান হয়ে) কেউ বললো, সূর্য রক্তিম বর্ণ হয়ে গেছে। পুনরায় মাগরিবের সালাতকে এত বিলম্বে করে আদায় করলেন যে, শফক অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ইশার সালাতকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। পুনরায় বললেন, এই দুই দিনের দুই ময়নের ওয়াক্তের মধ্যখানেই সালাতের ওয়াক্ত।

৫২৫ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرٍ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْنَا لَهُ أَخْبَرْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ زَمَنُ الْحَجَّاجِ بْنِ يَوْسُفَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قُدْرَ الشَّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قُدْرَ الشَّرَاكِ وَظَلَّ الرَّجُلُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ

১. যোহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়ামাত্র এত শীঘ্র আদায় করতেন যে, কেউ সূর্য দেখে মনে করতো যে, এখন ঠিক দ্বিপ্রহর। অথচ নবী (সা) অবগত ছিলেন যে, সূর্য ঢলে গিয়েছে এবং সালাতের প্রথম ওয়াক্ত হয়েছে।
২. অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন ফজরের সালাত এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, সূর্যোদয় হয়েছে বলে কারো কারো সন্দেহ হয়েছিল।

طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ طَوَّلَ الرَّجُلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلِيهِ قَدْرًا مَا يَسِيرُ الرَّكَّابُ سَيْرَ الْعَنْقِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ شَكَّ زَيْدٌ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَاسْفَرَ *

৫২৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - বশীর ইবন সালাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের আমলে আমি এবং মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবগত করুন। তিনি [জাবির (রা)] বললেন, যখন সূর্য ঢলে পড়লো এবং ছায়া জুতার ফিতার সমান হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় যখন ছায়া জুতার ফিতা পরিমাণ ও মানুষের ছায়ার সমপরিমাণ হল, তখন আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্য অস্তমিত হলে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। শফক অদৃশ্য হলে ইশার সালাত আদায় করলেন। প্রভাত হলে (প্রথম ওয়াক্তে) ফজরের সালাত আদায় করলেন। পরদিন লোকের ছায়া তার সমান হলে যোহরের সালাত আদায় করলেন। মানুষের ছায়া যখন তার দ্বিগুণ হলো এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এতটুকু সময় বাকী রইল যে, একজন দ্রুতগামী আরোহী (মদীনা থেকে) যুল-হলায়ফা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাত এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ শেষ হওয়ার পূর্বে (বর্ণনাকারী যায়দ সন্দেহ করলেন) ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর ফজরের সালাত আদায় করলেন যখন ফর্সা হয়ে গেল।

كَرَاهِيَةُ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের সালাতের পর ঘুমানো মাকরুহ

৫২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؟ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْخُرُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسَّيْتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ *

৫২৬. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - সাইয়ার ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতার সঙ্গে আবু বারযাহ (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ফরয সালাত আদায় করতেন, এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের সালাত

আদায় করতেন যাকে তোমরা প্রথম সালাত^১ বল। তিনি এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সালাত আদায় করে কেউ মদীনার এক প্রান্তে নিজ অবস্থানে আসতে পারত এবং তখনও সূর্য করোজ্জ্বল থাকত। বর্ণনাকারী সাইয়ার (রা) বলেন : মাগরিব সম্বন্ধে কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বল, বিলম্বে আদায় করাকে তিনি পছন্দ করতেন। 'ইশার পূর্বে ঘুমানো ও ইশার পর কথা বলাকে মকরুহ জানতেন।^২ আর ফজরের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরতেন যে, তখন যে কেউ তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারত। আর এ সালাতে ষাট আয়াত থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

ইশার প্রথম ওয়াস্ত

৫২৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِيءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فِيءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ فِيءُ الرَّجُلِ مِثْلِيهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ اسْفَرَجَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَالَ مَابَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ كُلِّهِ *

৫২৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূর্য ঢলে পড়ার পর জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি দাঁড়ান, সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করুন। তারপর অপেক্ষা করলেন। যখন মানুষের ছায়া তার

১. নবী (সা)-কে নিয়ে জিব্রাইল (আ) সর্বপ্রথম যোহরের সালাত আদায় করেছিলেন। এ কারণে সাহাবীগণ এই সালাতকে প্রথম সালাত বলে অভিহিত করতেন।

২. এই হাদীস অনুযায়ী প্রায় সকল ফিকহবিদ ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলাকে মাকরুহ বলেন। তবে ক্রান্তি দূর করার জন্য এ সালাতের পূর্বে সামান্য বিশ্রাম করা বা পরে কোন সং অথবা জরুরী কথা বলা এর অর্ন্তভুক্ত নয়।

সম্মান হলো, তখন আসরের জন্য তাঁর নিকট এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! উঠুন এবং আসরের সালাত আদায় করুন। আবার অপেক্ষা করলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হল তখন এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! উঠুন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করুন। নবী পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং সূর্য ডোবার সাথে সাথেই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় অপেক্ষা করলেন এবং আকাশের শফক অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি এসে বললেন : উঠুন এবং ইশার সালাত আদায় করুন। তিনি দাঁড়িয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন। যখন স্পষ্টরূপে প্রভাত হল, আবার এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! উঠুন এবং ফজরের সালাত আদায় করুন। তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। পরদিন ছায়া মানুষের বরাবর হলে আবার এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি উঠুন এবং সালাত আদায় করুন। তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। কোন মানুষের ছায়া যখন দ্বিগুণ হলো জিব্রীল (আ) আবার আসলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মাদ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! উঠুন এবং সালাত আদায় করুন। তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্যাস্তের পর পূর্ব দিনের ন্যায় মাগরিবের জন্য আবার আসলেন এবং বললেন, উঠে সালাত আদায় করুন। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেলে ইশার জন্য আবার এসে বললেন : উঠুন এবং সালাত আদায় করুন। তিনি ইশা আদায় করলেন। প্রভাত স্পষ্ট হওয়ার পর ফজরের সালাতের জন্য আবার আসলেন এবং বললেন, উঠুন, সালাত আদায় করুন এবং তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, এই দুই দিনের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ই সালাতের সময়।

تَغْيِيلُ الْعِشَاءِ

ইশার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

৫২৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَسَنٍ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بِبَيْضَاءٍ نَقِيَّةٍ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءُ أَخْيَانًا كَانَ إِذَا رَأَهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَلٌ وَإِذَا رَأَهُمْ قَدْ أَبْطَأُوا آخَرٌ *

৫২৮ আমর ইব্ন আলী ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাত সময়ের শুরুতে আদায় করতেন। আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতেই আদায় করে নিতেন। সূর্যাস্তের পরেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। ইশার সালাত কখনও লোক একত্র হলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন আবার কখনও লোক জমায়েত দেবীতে হলে বিলম্বে আদায় করতেন।

الشفق

শফক

৫২৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقِيبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ حَبِيبِ

১. অধিকাংশ ইমাম এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায়, তাকে 'শফক' বলে। ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ মত অনুসারে লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর যে শুভ্রতা দেখা যায়- যার পর আধারি আসে, তাকে 'শফক' বলে।

ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِمِيقَاتِ ۝ الصَّلَاةِ عِشَاءَ الْآخِرَةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ *

৫২৯. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইশার সালাতের ওয়াস্ত সম্পর্কে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় ইশার সালাত আদায় করতেন।

৫৩. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ
عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ
النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ عِشَاءَ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوطِ
الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ *

৫৩০. উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর কসম, আমি লোকদের মধ্যে ইশার সালাতের ওয়াস্ত সম্বন্ধে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় ইশার সালাত আদায় করতেন।

مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব

৫৩১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبِئَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ
أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَخْبَرْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي
الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي
الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي
الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ
النُّومَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقُتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ
يَقْرَأُ بِالسَّيِّئِينَ إِلَى الْمِائَةِ *

৫৩১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - সাইয়ার ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামী (রা)-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাত কিভাবে আদায় করতেন ? তিনি বললেন : সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করতেন, যাকে তোমরা (সালাতে) উলা বল এবং আসরের সালাত এমন সময় আদায়

করতেন যে, আমাদের কেউ মদীনার দূর প্রান্তে নিজ অবস্থানে চলে যেতে পারত, তখনও সূর্য দীপ্তিমান থাকত। [বর্ণনাকারী সাইয়ার (রা)] বলেন : মাগরিব সন্ধ্যাে কি বলেছিলেন আমার স্বরণ নেই। ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বল, বিলম্বে আদায় করা তিনি পছন্দ করতেন। ইশার পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথা বলাকে তিনি অপছন্দ করতেন। আর ফজরের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরতেন যখন কোন ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারতো। তিনি ফজরের সালাতে ঘাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

৫২২. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حَيْنٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خَلَوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَعْتَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَأَسْتَيْقِظُوا وَرَقَدُوا وَأَسْتَيْقِظُوا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَأَضِعَا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ وَأَشَارَ فَاسْتَنْبَتُ عَطَاءٌ كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَدَلِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَهَا فَاَنْتَهَى أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمْرُئِهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطِشُ شَيْئًا إِلَّا كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا يُصَلُّوهَا إِلَّا هَكَذَا *

৫৩২. ইবরাহীম ইবন হাসান ও ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে আমার ইশার সালাতের জন্য কোন সময়টি বেশি পসন্দ— তা ইমামরূপে আদায় করি বা একাকী? তিনি বললেন : আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, লোকজন ঘুমিয়ে পড়লো, আবার জাগ্রত হলো, আবার ঘুমিয়ে পড়লো, আবার জাগ্রত হলো। এমতাবস্থায় উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : সালাত, সালাত। আতা (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এমতাবস্থায় যে, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি তাঁর মাথা থেকে গোসলের পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল এবং তাঁর মাথার একপাশে হাত রাখা ছিল। আতা বলেন : ইবন আব্বাস ইংগিতে দেখালেন। আমি আতা (র)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কিভাবে মাথায় হাত রাখলেন? তিনি আমাকে ইংগিতে দেখালেন যেভাবে ইবন আব্বাস (রা) ইংগিতে দেখিয়েছিলেন। আতা (র) হাতের আঙ্গুলগুলো কিছু ফাঁক ফাঁক করে মাথার উপর এমনভাবে রাখলেন যে, আঙ্গুলগুলোর পার্শ্বদেশ মাথার অগ্রভাগে পৌছল। তারপর আঙ্গুলগুলো একত্র করে মাথার উপর এমনভাবে ঘর্ষণ করলেন যে, উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি চেহারা সংলগ্ন কানের অংশ স্পর্শ করলো। তারপর কানের পার্শ্ব ও ললাট এমনভাবে (মসেহ) করলেন যেন কোন কাজ দ্রুত ও ধীরগতিতে করেননি, বরং তা স্বাভাবিকভাবে করেছেন। তারপর বললেন : আমার উম্মতের উপর যদি কঠিন না হতো, তবে আমি তাদের আদেশ করতাম, ইশার সালাত যেন এভাবে বিলম্ব করে আদায় করে।

৫৩৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَادَى الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقِدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي *

৫৩৩. মুহাম্মদ ইবন মানসূর মাক্কী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে নবী ﷺ ইশার সালাতে বিলম্ব করলেন। রাতের এক অংশ চলে গেলে উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন— ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সালাত। মহিলা ও ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি এমতাবস্থায় বের হলেন যে, পবিত্র মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল এবং তিনি বলছিলেন, যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে এটাই (ইশার মুস্তাহাব) ওয়াক্ত ছিল।

৫৩৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ *

৫৩৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করতেন।

৫৩৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ *

৫৩৫. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে আমি ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করার এবং প্রত্যেক সালাতের (উযূর) সময় মিসওয়াক করার জন্য আদেশ করতাম।

أَخِرُ وَقْتُ الْعِشَاءِ

ইশার শেষ সময়

৫৩৬. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ
يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْهَا فِي مَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ وَاللُّغْظُ
لَاِبْنَ حَمِيْرٍ *

৫৩৬. আমার ইবন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাতে অনেক বিলম্ব করে ফেললেন। তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সোধোদন করে বললেন : স্ত্রীলোক ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (সালাতের জন্য) বের হলেন এবং বললেন : তোমাদের ব্যতীত আর কেউই এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করে না। তখন মদীনা ব্যতীত কোথাও এভাবে জামায়াতে সালাত আদায় করা হতো না। তারপর বললেন, তোমরা ইশার সালাত আকাশের শফক অদৃশ্য হওয়ার পর রাত্রে এর এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায় করবে।

৫৩৭. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَخْبَرَنِي
يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّ
كُلْثُومِ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ
حَتَّى ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ إِنَّهُ لَوْ قَفَّتْهَا لَوْلَا أَنْ
أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي *

৫৩৭. ইবরাহীম ইবন হাসান ও ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ এক রাতে ইশার সালাত এত দেরী করে আদায় করলেন যে, রাতের অনেক অংশ চলে গেছে, আর মসজিদে মুসল্লীগণ ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন : যদি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তবে এটাই তার মুস্তাহাব ওয়াজ্ব ছিল।

৫৩৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَكُنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ
عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلْثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ أَنْكُمْ نَنْتَظِرُونَ صَلَوةً مَا يَنْتَظِرُهَا
أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَلَّلُونَ
فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى *

৫৩৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমরা ইশার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা আরও বেশি অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন এবং বললেন : তোমরা এমন একটি সালাতের

অপেক্ষা করছে যে, তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা তার অপেক্ষা করে না। তিনি আরও বললেন : আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন না হলে এমন সময়েই আমি তাদের নিয়ে (ইশার সালাত) আদায় করতাম। তারপর মুয়াযযিনকে আদেশ করলেন, তিনি ইকামত বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন।

৫৩৭. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ *

৫৩৯. ইমরান ইবন মূসা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আবার বের হয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন এবং বললেন : অন্যান্য লোক সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সালাতের মধ্যে আছ (বলে গণ্য হবে)। আর মুসল্লিদের মধ্যে যদি দুর্বল ও পীড়িত লোক না থাকত, তবে আমি এ সালাত অর্ধ রজনী পর্যন্ত দেবী করে আদায় করার আদেশ করতাম।

৫৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَأَنْبَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ نَعَمْ أَخْرَ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى قَرِيبٍ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا إِنَّ صَلَّى أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ أَنَسُ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ وَفِي حَدِيثٍ عَلَى إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ *

৫৪০. আলী ইবন হুজর ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নবী ﷺ কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন এবং সালাতের পর নবী ﷺ আমাদের অভিমুখী হয়ে ﷺ বললেন : তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতের মধ্যেই আছ (বলে গণ্য হবে)। আনাস (রা) বলেন : আমি ঐ সময় তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম। এতে আলী ইবন হুজর-এর হাদীসে 'প্রায় অর্ধ রাত্রির' স্থলে 'অর্ধরাত পর্যন্ত' উল্লেখ রয়েছে।

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةُ

ইশাকে আতামাহ্ বলার অনুমতি

৫৪১. أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا عَلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوَهَّمُوا وَلَوْ حَبُوا *

৫৪১. উতবা ইব্ন আবদুল্লাহ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা যদি আযান দেয়া ও সালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়াবার ফযীলত জানত, আর এ ফযীলত অর্জন করার জন্য লটারী^২ ব্যতীত অন্য কোন (বিকল্প) ব্যবস্থা না পেত, তাহলে অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিত। আর যদি তারা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করার কত বেশি ফযীলত তাহলে তারা ওয়াক্তের প্রথমভাগেই সালাতে আসার ব্যাপারে একে অপরের অগ্রগামী হতো। আর তারা যদি জানত যে, 'আতামা ও ফজরের সালাতে কত বেশি ফযীলত, তাহলে তারা হামাঙড়ি দিয়ে হলেও সালাতে উপস্থিত হতো।

الْكِرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ

ইশাকে আতামাহ্ বলা মাকরুহ

৫৪২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الْخُضَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

১. আরবের বেদুঈনরা মাগরিবের সালাতকে ইশা এবং ইশার সালাতকে আতামাহ্ বলত। আতামাহ্ -এর অর্থ অন্ধকার; লালিমা অন্তর্হিত হওয়ার পর যে ঘন অন্ধকার নেমে আসে, তাকে আতামাহ্ বলে। বেদুঈনরা এ সময়ে উটের দুধ-দোহন করত। ইশার সালাতও এ সময় পড়তে হয়। এ কারণে তারা একে আতামাহ্ সালাত বলতে আরম্ভ করে। নবী করীম (সা) তাদের অনুকরণে ইশাকে আতামাহ্ বলা পছন্দ করেননি।
২. হানাফী মাযহাবমতে যেসব হকের কারণ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সে সব হকের মীমাংসা লটারী-যোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেওয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃহত্ম মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে সব হকের কারণ জ্ঞানগণের রায়ের উপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীর মাধ্যমে করা জায়েয, যথা কোন শরীককে কোন অংশ দেওয়া হবে সে ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেওয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হতো। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ইফাবা খ. '২, পৃ ৫১)।

ﷺ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَوَاتِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُمْ يُغْتَمُونَ عَلَى الْأَيْلِ
وَأَنَّهَا الْعِشَاءُ *

৫৪২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বেদুঈনগণ যেন এই সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। কেননা তারা উট দোহনের কারণে 'আতামা বা অন্ধকারে উপনীত হয় (তাই একে 'আতামা বলে)। প্রকৃতপক্ষে এটি ইশা।

৫৪৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَوَاتِكُمْ إِلَّا
إِنَّهَا الْعِشَاءُ *

৫৪৩. সুয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বরে (বসে) বলতে শুনেছি যে, বেদুঈনগণ যেন সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। জেনে রেখো, এটি ইশা।

أَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ

ফজরের প্রথম ওয়াক্ত

৫৪৪. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَلِيٍّ بَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ حِينَ
تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ *

৫৪৪. ইবরাহীম ইবন হারুন (র) - - - - মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হুসায়ন (র) হতে বর্ণিত। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন, যখন ফজর তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত।

৫৪৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ
الْفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بَيْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اسْفَرَّ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى
بَيْنَا ثُمَّ قَالَ آيَنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتِ *

৫৪৫. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে ফজরের সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। পরবর্তী দিন প্রভাত হওয়ার পরই তিনি ফজরের প্রথম ওয়াক্তে ইকামত দেয়ার জন্য আদেশ করলেন এবং আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। পরদিন উষা ফর্সা হওয়ার পর সালাতের ইকামত বলার জন্য আদেশ করলেন। সালাতের ইকামত বলা হলো এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : সালাতের সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায় ? এ দুই ওয়াক্তের মধ্যখানেই সালাতের সময়।

التَّغْلِيْسُ فِي الْحَضَرِ

আবাসে অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করা

৫৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْغَلَسِ *
৫৪৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলাগণ চাদর আবৃত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যেতেন অথচ অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না।

৫৪৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَيَرْجِعْنَ فَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ *
৫৪৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চাদর পরিহিত অবস্থায় ফজরের সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরতেন আর অন্ধকারের কারণে তাঁদের কেউ চিনতে পারত না।

التَّغْلِيْسُ فِي السَّفَرِ

সফরে ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করা

৫৪৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ فَأَغْرَأَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْبَرُ مَرَّتَيْنِ إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ *
৫৪৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চাদর পরিহিত অবস্থায় ফজরের সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরতেন আর অন্ধকারের কারণে তাঁদের কেউ চিনতে পারত না।

৫৪৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করলেন আর তখন তিনি খায়বারবাসীদের নিকটবর্তী ছিলেন। ফজরের পর তাদের উপর আক্রমণ করলেন এবং বললেন : আল্লাহ আকবর, খায়বার ধ্বংস হোক, এটি দু'বার বললেন : আরও বললেন : “যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় (আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে) অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত কতই না মন্দ হয় !”

الْإِسْفَارُ

ফর্সা হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় করা

৫৪৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ *

৫৪৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - রাফি ইবন খাদীজ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা ফজরের সালাত ফর্সা হলে পড়বে।

৫৫. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَأْجُرُ *

৫৫০. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - মাহমুদ ইবন লবীদ (র)-এর মাধ্যমে তাঁর আনসার সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফজরের সালাত যতই ফর্সা হওয়ার পর আদায় করবে, ততই তোমাদের অধিক সওয়াবের কারণ হবে।^১

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ফজরের এক রাক'আত পেল

৫৫১. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَالْأَفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ

- হাদীসে ফজরের সালাত অন্ধকারে এবং ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ইমাম তাহাবী (র) এ ধরনের হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেন যে, অন্ধকারে ফজরের সালাত শুরু করবে এবং শেষ করবে ভোর ফর্সা হলে। ইমাম বায়হাকী (র) হযরত মুআয (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে ফজরের সালাত শীতকালে সকালে এবং গ্রীষ্মকালে বিলম্বে পড়তে বলেছিলেন। এ হাদীসের অনুসরণ করা হলে সমস্ত হাদীসের একটা মীমাংসা হয়ে যায়।

أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا *

৫৫১. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের সালাত পেল এবং যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।

৫৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا *

৫৫২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের সালাত পেল এবং যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।

أَخِرُ وَقْتُ الصُّبْحِ

ফজরের শেষ ওয়াক্ত

৫৫৩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي صَدْقَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ بَيْنَ صَلَوَتَيْكُمَا هَاتَيْنِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ قَالَ عَلَى أَثَرِهِ وَيُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ *

৫৫৩. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য ঢলে পড়তো তখন যোহরের সালাত আদায় করতেন এবং আসরের সালাত আদায় করতেন তোমাদের যোহর ও আসর উভয় সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন)। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। আর 'ইশার সালাত সূর্যাস্তের পর আকাশের শফক অদৃশ্য হলে আদায় করতেন। এরপর তিনি আবার বললেন : আর যখন দৃষ্টি বিস্তৃত হতো (অর্থাৎ ফর্সা হওয়ার কারণে দূর পর্যন্ত দেখা যেত) তখন ফজরের সালাত আদায় করতেন।

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ

যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল

৫৫৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ *

৫৫৪. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।

৫৫৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا *

৫৫৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।

৫৫৬. أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ *

৫৫৬. মুসা ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ঐ সালাত পেল (অর্থাৎ সে জামাআতের সওয়াব পেল)।

৫৫৭. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا *

৫৫৭. শুআয়ব ইবন শুআয়ব ইবন ইসহাক (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ঐ সালাত পেল।

৫৫৮. أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ *

৫৫৮. মুসা ইবন সুলায়মান (র) - - - - সালিম (র)-এর পিতা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আ বা অন্য কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেল (অর্থাৎ সে জামাআতের সওয়াব পেল)।

৫৫৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضَى مَا فَاتَهُ *

৫৫৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল তিরমিযী (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ঐ সালাত পেল ; তবে (উক্ত সালাতের) যতটুকু ছুটে গেছে ততটুকু আদায় করবে।

السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

সালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ

৫৬০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَائِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دَانَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ *

৫৬০. কুতায়বা-(র) - - - - আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়। যখন সূর্য উপরে উঠে, তখন শয়তান তা থেকে দূরে সরে যায়। আবার যখন সূর্য মাথার উপর আসে, তখন শয়তান এসে মিলিত হয়। আবার ঢলে পড়লে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়, তখন শয়তান মিলিত হয় এবং যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন শয়তান সরে যায়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ তিন সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ *

৫৬১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনটি

সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সালাত আদায় করতে ও মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেন : (১) যখন সূর্য আলোকিত হয়ে উদয় হয়, যাবৎ না উর্ধ্বাকাশে উঠে; (২) যখন দ্বিপ্রহর হয়, যাবৎ না সূর্য হেলে পড়ে আর (৩) যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, যাবৎ না সম্পূর্ণ অস্ত যায়।

النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

ফজরের সালাতের পর অন্য কোন সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

৫৬২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

৫৬২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের পর সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ *

৫৬৩. আহমদ ইবন মানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর একাধিক সাহাবীর নিকট শুনেছি, তাঁদের মধ্যে উমর (রা) অন্যতম। তিনি আমার অধিক প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

পরিচ্ছেদ : সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

৫৬৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا *

৫৬৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা না করে।

৫৬৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ خَالِدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا *

৫৬৫. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ

দ্বিপ্রহরে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

৫৬৬. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَقِبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضِيفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ *

৫৬৬. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি সময়ে আমাদেরকে সালাত আদায় ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করতেন : (১) যখন সূর্য উদয় আরম্ভ হয়, তখন থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত; (২) ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং (৩) যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত।

النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

আসরের পর সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

৫৬৭. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ *

৫৬৭. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

১. কোন কারণবশত কেউ যদি আসরের সালাত যথাসময়ে আদায় করতে অপারগ হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ দিনের আসরের সালাত (কাযা না করে) সূর্যাস্তের সময়ও আদায় করা জায়েয।

عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاصْلُوهُ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ *

৫৬৮. আবদুল হামীদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

৫৬৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ *

৫৬৯. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৭০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ *

৫৭০. আহমদ ইব্ন হারব (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

৫৭১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْزُمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنَبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوْهَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ *

৫৭১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক মাখযুমী (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন : উমর (রা)-এর ভুল হয়ে গেছে। উমর (রা) হাদীসের কিছু অংশ ভুলবশত ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি আসরের দু'রাক'আত পড়তে নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করে বলেছেন : তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করাবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।

৫৭২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَشْرِقَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ *

ঐ সময় কাযা সালাত আদায় করা জায়েয। এ হাদীসে নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫৭২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন সূর্যের উপরিভাগ উদিত হয়, তখন পূর্ণ আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না এবং যখন সূর্যের এক পার্শ্ব অন্তমিত হয়, তখন পূর্ণ অন্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে।

৫৭৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أُنْبَأَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نَعِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَبْسَةَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الْآخِرَى أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يَبْتَغَى ذِكْرُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةً مَشْهُودَةً إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِنْدَرُ مَرْجٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغْتَدِلَ الشَّمْسُ إِعْتِدَالَ الرُّمَحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَجَّرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِئَ الْفَيْءُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ *

৫৭৩. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আমর ইব্ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এমন কোন সময় আছে কি, যে সময় অন্য সময়ের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভের বেশি উপযোগী ? অথবা এমন কোন মুহূর্ত আছে কি, সেই সময়ের যিকর কাম্য ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাতের শেষার্ধ্বে আল্লাহ তা'আলা বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। সক্ষম হলে তুমিও সে মুহূর্তে আল্লাহর যিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ঐ মুহূর্তের সালাতে ফেরেশতাগণ शामिल থাকেন এবং প্রত্যক্ষ করেন, আর এ অবস্থা সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে দিয়ে উদিত হয়, আর তা কাফিরদের ইবাদতের সময়। কাজেই ঐ সময় সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না এক বল্লম বরাবর সূর্য উপরে ওঠে এবং তার উদয়কালীন আলোকরশ্মি দূরীভূত হয়। আবার যোহরের সালাতে ফেরেশতাগণ शामिल হন এবং প্রত্যক্ষ করেন। দ্বিপ্রহরের সূর্য বর্ষার মত সোজা না হওয়া পর্যন্ত। কেননা তা এমন একটি সময় যে সময়ে জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং আরো প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তখন ছায়া ঝুঁকে না পড়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবার আসরের সালাতে ফেরেশতাগণ शामिल হন এবং প্রত্যক্ষ করেন যাবৎ না সূর্য অন্ত যায়। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে অন্ত যায় আর তা কাফিরদের ইবাদতের সময়।

الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

আসরের পর সালাতের অনুমতি

৫৭৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيَضَاءَ نَفِيعَةٍ مُرْتَفَعَةٍ *

৫৭৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তবে হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উর্ধ্বাকাশে শুভ্র ও উজ্জ্বল থাকে (ততক্ষণ কাযা সালাত আদায় করা যায়)।

৫৭৫. أَخْبَرَنَا عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ *

৫৭৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার কাছে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দুই রাক'আত সালাত কখনও ত্যাগ করেন নি।

৫৭৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّاهُمَا *

৫৭৬. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর যখনই আমার কাছে আসতেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

৫৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا وَالْأَسْوَدَ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّاهُمَا *

৫৭৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মাসরুক ও আসওয়াদ-কে বলতে শুনেছি : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আয়েশা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর যখন আমার নিকট আসতেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

১. যেহেতু অন্য হাদীসে আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার কোন কারণবশত যোহরের পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে পারেন নি। তিনি আসরের পর সে দু'রাক'আত আদায় করেন। পরে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী সে দু'রাক'আত নিম্নমিত আদায় করতে থাকেন। এটা তাঁর জন্য খাস ছিল। এ মর্মে আবু দাউদ শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে আসরের পর সালাত আদায় করতেন কিন্তু অন্যদেরকে এ সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করতেন। তিনি বিরতিহীন সিয়াম পালন করতেন কিন্তু অন্যদেরকে এরূপ সিয়াম পালন করতে নিষেধ

৫৭৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ *

৫৭৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহাভ্যন্তরে এবং গৃহের বাইরে কখনও দু' সালাত ত্যাগ করেন নি। (১) ফজরের পূর্বে দু' রাক'আত এবং (২) আসরের পর দু'রাক'আত।

৫৭৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شَغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَتَيْتَهَا *

৫৭৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পরে যে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তিনি সে বিষয়ে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'রাক'আত আসরের পূর্বেই আদায় করতেন। একদা তিনি সে দু'রাক'আত সালাত আসরের পূর্বে আদায় করতে পারলেন না অতি ব্যস্ততা বা ভুলে যাওয়ার কারণে, তাই তিনি আসরের পর দু'রাক'আত আদায় করলেন (তারপর থেকে তিনি দু'রাক'আত সালাত আসরের পর আদায় করতেন)। কারণ তিনি কোন সালাত একবার আদায় করলে তা নিয়মিত আদায় করতেন।

৫৮০. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُمَا رَكَعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَتْ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصَرَ *

৫৮০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদা তাঁর ঘরে আসরের পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এ দু'রাক'আত সালাত আমি যোহরের পর আদায় করতাম কিন্তু আমি আসরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত কর্মব্যস্ততার দরুণ সে দু'রাক'আত আদায় করতে পারিনি।

৫৮১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَغِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ *

৫৮১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ কৰ্মব্যস্ততার দরুণ আসরের পূর্বে দু'রাক আত সালাত আদায় করতে পারলেন না। ফলে তা আসরের পর আদায় করলেন।

الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করার অনুমতি

৫৮২. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ لَاحِقًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيهِمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ مَاهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَاضْطَرَّ الْحَدِيثُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَشَغَلَ عَنْهُمَا فَرَكَعَهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدُ *

৫৮২. উসমান ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইমরান ইবন হুদায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূর্যাস্তের পূর্বে দু'রাক আত আদায় করা সম্বন্ধে আমি লাহিক (ইবন হুমায়দ সাদুসী) (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা) তা আদায় করতেন। তখন মুয়াবিয়া (রা) আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা)-এর নিকট পত্র পাঠালেন যে, সূর্যাস্তের পূর্বে এ দু'রাক আত কিসের সালাত? ইবন যুবায়ের (রা) উম্মে সালামা (রা)-এর শরণাপন্ন হলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ দু'রাক আত আসরের পূর্বে আদায় করতেন। একদিন কৰ্মব্যস্ততার দরুণ আদায় করতে পারলেন না বলে সূর্যাস্তের সময় তা আদায় করলেন। আমি এর আগে বা পরে কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা আদায় করতে দেখিনি।

الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرَبِ

মাগরিবের পূর্বে সালাতের অনুমতি

৫৮৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا تَعْنِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرَبِ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنْتُمْ إِلَى هَذَا أَى صَلَاةٍ يُصَلِّي قَالَ تَفَتَّ إِلَيْهِ فَرَأَاهُ فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةُ كُنَّا نُصَلِّيُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৫৮৩. আলী ইবন উসমান (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবুল খায়র তাঁর কাছে

বর্ণনা করেছেন যে, আবু তামীম জায়শানী (রা) একদা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন, তখন আমি উকবা ইবন আমির (রা)-কে বললাম : দেখুন ! ইনি কিসের সালাত আদায় করছেন ? তিনি ফিরে তাঁকে দেখলেন এবং বললেন : আমরা এ সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আদায় করতাম।

الصَّلَاةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

ফজরের প্রকাশের পর সালাত

৫৮৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَحْدُثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ *

৫৮৪. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পর সংক্ষেপে (ফরযের পূর্বে) মাত্র দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحُ

ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নফল সালাতের অনুমতি

৫৮৫. أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَسَنٌ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُخْرَى قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا بَدَاكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحُ ثُمَّ أَنْتَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ وَقَالَ أَيُّوبُ فَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَاكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ أَنْتَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ جِئْتُمْ تَسْجِرَ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَاكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَنْتَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ *

৫৮৫. হাসান ইবন ইসমাইল ইবন সুলায়মান আইয়ুব ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইবন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনার উপর কে ঈমান এনেছিলেন ? উত্তরে বললেন, একজন আযাদ পুরুষ আর একজন ক্রীতদাস [আবু বকর ও বিলাল (রা)]। জিজ্ঞাসা করলাম : এমন কোন সময় আছে কি যাতে অন্য সময়ের তুলনায় আল্লাহ পাকের অধিক নৈকট্য

লাভ করা যায় ? উত্তরে বললেন : হ্যাঁ। রাত্রের শেষার্ধ্বে, ফজর পড়ার পূর্ব পর্যন্ত যা মনে চায়, পড়। তারপর সূর্যোদয় হওয়া এবং লালিমা কেটে রৌদ্র প্রখর না হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকবে। (রাবী) আইয়ুব বলেন : যতক্ষণ সূর্যকে ঢালের মত মনে হয় এবং সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকবে। তারপর খুঁটি তার মূল ছায়ার উপর অবস্থান না করা পর্যন্ত (দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত) যা মনে চায়, আদায় কর। তারপর সূর্য না হেলা পর্যন্ত বিরত থাক। কেননা দ্বি-প্রহরে জাহান্নামের অগ্নি অধিক প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তারপর আসরের পূর্ব পর্যন্ত যা মনে চায়, আদায় কর। আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাক। কেননা সূর্যের অস্ত এবং উদয় উভয়ই শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে হয়।

إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

মক্কা নগরীতে সকল সময় সালাতের অনুমতি

৫৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ نَهَارٍ *

৫৮৬. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : হে আবদে মানাফের বংশধরগণ ! এ ঘরের (বাঁয়তুল্লাহ) তাওয়াফ এবং এতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে রাত বা দিনের যে কোন মুহূর্তে কেউ এতে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে তোমরা বাধা দেবে না।

الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

যে সময় মুসাফির যোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করবে

৫৮৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ *

৫৮৭. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বি-প্রহরের-পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে আসর পর্যন্ত যোহরের সালাতকে বিলম্বিত করতেন। তারপর অবতরণ করে উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। দ্বি-প্রহরের পর রওয়ানা হলে যোহরের সালাত আদায় করে আরোহণ করতেন।

৫৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَنَّ

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ *

৫৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবু তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইব্ন জাবাল (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তাবুকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহর এবং আসরের সালাত একত্রে আদায় করলেন। আবার মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। একদিন যোহরের সালাতকে বিলম্বিত করে বের হলেন। তারপর যোহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন। তারপর ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর বের হলেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন।

بَيَانُ ذَلِكَ

এর বিবরণ

৫৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارُونَ قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ أَبِيهِ فِي السَّفَرِ وَسَأَلْنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِّنْ صَلَوَاتِهِ فِي سَفَرِهِ فَذَكَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زُرَاعَةٍ لَهُ أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ فَرَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ فَصَلَّى ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةُ فَقَالَ كَفَيْكَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ قَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ *

৫৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযীগ (র) - - - - কাছীর ইব্ন ক্বারাওয়ান্দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-কে তাঁর পিতার সফরের সালাত সম্বন্ধে জানতে চাইলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি সফরে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করতেন কি? তখন সালিম (র) এই ঘটনা উল্লেখ করলেন যে, সফিয়া বিনত আবু উবায়দ (রা) তাঁর (আবদুল্লাহর) সহধর্মিণী ছিলেন। সফিয়া অসুস্থ হয়ে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন। তখন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর দূরবর্তী যমীনে কৃষিকাজ করছিলেন। পত্রে লিখলেন যে, আমি মনে করি আমার পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি।

সংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি অশ্মারোহণ করে দ্রুতগতিতে আসতে লাগলেন। যখন যোহরের সালাতের সময় হলো, মুয়াযযিন বলল, হে আবু আবদুর রহমান! সালাত। তিনি দ্রুতগতিতে না করে চলতে লাগলেন। যখন দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে উপনীত হলো, (অর্থাৎ যোহরের শেষ ওয়াস্তা আসরের প্রথম ওয়াস্তা) তখন অবতরণ করলেন এবং বললেন, ইকামত দাও। যখন আমি সালাত সমাপ্ত করি তখন আবার ইকামত দিবে। তারপর সালাত আদায় করে আরোহণ করলেন। আবার যখন সূর্যাস্ত গেল, মুয়াযযিন তাঁকে বললেন, সালাত। তিনি বললেন, ঐরূপ আমল কর যে রূপ যোহর ও আসরের সালাতে করেছিলে। আবার পথ চললেন। তারপর যখন সমুজ্জ্বল তারকা আকাশে উদ্ভাসিত হলো, তখন অবতরণ করে মুয়াযযিনকে বললেন, ইকামত বল। যখন সালাত সমাপ্ত করি, তখন আবার ইকামত বলবে। এবার সালাত আদায় করে তাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারও সামনে এমন কোন জটিল কাজ দেখা দিবে যা ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে, তখন এভাবে দু' ওয়াস্তার সালাত একত্রে আদায় করে নেবে।^১

الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

যে ওয়াস্তাকে মুকীম দুই সালাত একত্রে আদায় করতে পারে

৫৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا آخِرَ الظُّهْرِ وَعَجَلَ الْعَصْرَ وَآخِرَ الْمَغْرِبِ وَعَجَلَ الْعِشَاءَ *

৫৯০. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মদীনায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে আট রাকআত একত্রে এবং সাত রাকআত একত্রে এভাবে আদায় করেছি যে, তিনি যোহরকে শেষ ওয়াস্তা ও আসরকে প্রথম ওয়াস্তা, আবার মাগরিবকে শেষ ওয়াস্তা ও ইশাকে প্রথম ওয়াস্তা আদায় করলেন।

৫৭১. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَشِيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ هَرَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا آخِرَ الظُّهْرِ وَعَجَلَ الْعَصْرَ وَآخِرَ الْمَغْرِبِ وَعَجَلَ الْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ *

৫৯১. আবু আসিম খাশীশ ইবন আসরাম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বসরায় যোহর এবং আসর একত্রে আদায় করেন। তাতে কোন সময়ের ব্যবধান ছিল না আর মাগরিব ও ইশাও একত্রে আদায় করলেন, তাতেও কোন ব্যবধান ছিল না। কর্মব্যস্ততার কারণেই তিনি ঐরূপ করেছিলেন। আর ইবন আব্বাস

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সর্ফরে, রোগ কিংবা বৃষ্টির কারণে দুই সালাতকে একত্রে আদায় করা দুরন্ত নয়। তবে হজ্জের মওসুমে আরাফাতে যোহর ও আসরের সালাত এবং মুহদাঙ্গিফায় মাগরিব ও ইশার সালাতকে একত্রে আদায় করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(রা) বলেন যে, তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যোহর ও আসর একত্রে আট রাকআত আদায় করেছেন। দুই সালাতের মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান ছিল না।

الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

যে ওয়াক্তে মুসাফির মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতে পারে

৫৭২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هَبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ الصَّلَاةُ فَسَارَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأَفْقِ وَفَحَمَةُ الْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ عَلَى اثَرِهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ *

৫৯২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইসমাইল ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হিমা^১ পর্যন্ত ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন সূর্য ডুবে গেল, আমি তাঁকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সাহস পেলাম না। তিনি চলতে চলতে যখন আকাশ দিগন্তে শুভ্র রেখা অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী হল এবং রাতের প্রথমাংশের অন্ধকার অর্থাৎ শফক অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলো, তখন অবতরণ করে মাগরিবের তিন রাকআত এবং তার সাথে আরও দু'রাকআত আদায় করলেন। তারপর বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি এভাবেই আদায় করতে দেখেছি।

৫৭৩. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ *

৫৯৩. আমর ইবন উসমান ও আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - সালিমের পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, যখন কোন সফরে তাঁর ত্বরা থাকত তখন মাগরিবের সালাত এভাবে বিলম্বে আদায় করতেন যে, মাগরিব ও ইশাকে একত্রিত করে ফেলতেন।

৫৭৪. أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِيَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاَتَيْنِ بِسُرْفٍ *

৫৯৪. মুয়াম্মাল ইবন ইয়াব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূর্য অস্তমিত হলো এবং

১. সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ভূমিকে 'হিমা' বলা হয় ; মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কাতেই ছিলেন। তারপর 'সারিফ' নামক স্থানে তিনি (মাগরিব ও ইশা) দুই সালাত একত্রে আদায় করলেন।

৫৭৫. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمْعِيلَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ *

৫৭৫. আমার ইবন সাওয়াদ ইবন আসওয়াদ (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে থাকতেন, তখন যোহরের সালাত আসর পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর উভয়কে একত্রে আদায় করতেন এবং মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও ইশাকে একত্রে আদায় করতেন।

৫৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ فَاتَاهُ اتِ فَقَالَ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لَمَابِهَا فَانْظُرْ أَنْ تَدْرِكَهَا فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُسَافِرُهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ وَكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْتُ الصَّلَاةُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا *

৫৭৬. মাহমূদ ইবন খালিদ (র) - - - - নافی (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন উমরের কিছু জমি ছিল। সেখানে কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম ও সেখানে পৌছার পরে হঠাৎ একদিন এক সংবাদদাতা বললো যে, আপনার স্ত্রী সফিয়া বিনত আবু উবায়দ (রা) মুমূর্ষু অবস্থায়, দেখতে চাইলে যেতে পারেন। তারপর তিনি দ্রুতবেগে চললেন। এক কুরায়শী ব্যক্তি সফরসঙ্গী ছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলেও কিন্তু মাগরিবের সালাত আদায় করলেন না। আমি তাঁকে যতদিন ধরে জানি, যথাসময়ে সালাত আদায়ে যত্নবান থাকতেন। এরপরও যখন দেৱী করছেন, তখন আমি বললাম : সালাত, আল্লাহপাক আপনাকে রহম করুন। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং চলতে লাগলেন। এ অবস্থায় যখন পশ্চিম আকাশের লালিমা প্রায় অদৃশ্য হলো, তখন মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইশার ইকামত বলে আমাদের সহ ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন : যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

৫৭৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ

فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا فَظَنْنَا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ
فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ
أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ السَّيْرُ *

৫৯৭. কুতায়রা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - নাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মক্কা হতে আসছিলাম। যখন ঐ রাত হলো (তাঁর স্ত্রীর মুমূর্ষুতার সংবাদ পাওয়ার রাত) তিনি আমাদের নিয়ে দ্রুত চললেন। যখন সন্ধ্যা হলো, আমরা ধারণা করলাম, তিনি সালাতের কথা ভুলে গেছেন, এজন্য আমরা তাঁকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি চুপ রইলেন এবং আরও অগ্রসর হলেন। তারপর আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলে অবতরণ করে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। আবার যখন শফক অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যখন সফরে তাঁর কোন ভ্রূতা থাকত, তখন আমরা এরূপ করতাম।

৬৭৮. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارُونَ
قَالَ سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ
مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا إِلَّا بِجَمْعٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ
أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ فَرَكِبَ وَأَنَا مَعَهُ فَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى حَانَتْ
الصَّلَاةُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ نَزَلَ
فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتَ مِنَ الظُّهْرِ فَأَقِمْ مَكَانَكَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ
الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ كَفَعْلِكَ الْأَوَّلِ فَسَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ
نَزَلَ فَقَالَ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَقِمْ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ
فَلْيَصِلْ هَذِهِ الصَّلَاةَ *

৫৯৮. আবদা ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - কাছীর ইব্ন কারাওয়ান্দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
আমরা সফরের সালাত সম্বন্ধে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার পিতা আবদুল্লাহ (রা)
সফরে একাধিক সালাত একত্রে আদায় করেছেন কি? উত্তরে বললেন : না, মুয়দালাফা ব্যতীত আর কোথাও
একত্রে আদায় করেননি। পুনরায় সতর্ক হয়ে ঘটনার উল্লেখ করে বললেন : সফিয়া (রা) আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী
ছিলেন। সফিয়া (রা) তাঁর নিকট খবর পাঠালেন যে, আমি পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম

দিনে উপনীত হয়েছি। সংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি আরোহণ করলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি অত্যন্ত দ্রুতবেগে চললেন। পরে যখন সালাতের সময় হলো, মুয়াযযিন বললেন, হে আবদুর রহমান! সালাত। তিনি চলতে লাগলেন। তারপর দুই সালাতের মাঝামাঝি সময়ে উপনীত হলেন, তখন অবতরণ করে মুয়াযযিনকে বললেন : ইকামত বল। যখন যোহরের সালাত সমাপ্ত করি তখন আবার সেখানে দাঁড়িয়েই ইকামত বলবে। ইকামত বলা হলে যোহরের দু'রাক আত আদায় করলেন। আবার সেখানেই ইকামত দিলে আসরের দু'রাক আত আদায় করে আরোহণ করলেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দ্রুত চললেন। আবার মুয়াযযিন বললেন, হে আবদুর রহমান! সালাত। তিনি বললেন : পূর্বের মতই কাজ কর, এই বলে চলতে লাগলেন। তারপর যখন আকাশে তারকারাশি ছেয়ে গেল, তখন অবতরণ করেন এবং ইকামতের আদেশ দিলেন। বললেন : যখন সালাম ফিরাব, আবার ইকামত বলবে। তারপর মাগরিবের তিন রাক আত আদায় করলেন। তারপর সেখানেই ইকামত বলে ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর একদিকে সালাম ফিরিয়ে বললেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারও সামনে এমন কোন কাজ দেখা দেয়, যা ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, এভাবেই সালাত আদায় করে নেবে।

الْحَالُ الَّتِي يَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

যে অবস্থায় দু' সালাত একত্রে আদায় করা যায়

৫৭৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ *

৫৯৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন কোথাও সফরে দ্রুত চলতে হতো, তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করে নিতেন।

৬০০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ *

৬০০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন কোথাও সফরে দ্রুত চলতে হতো, অথবা তাঁর সামনে কোন জটিল কাজ উপস্থিত হতো, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করে নিতেন।

৬০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ *

৬০১. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - সালিম (র)-এর পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

আমি নবী পা সাল্লাল্লহু
আলাইহি
ওয়া সালমু -কে দেখেছি, যখন তাঁকে সফরে দ্রুত চলতে হতো, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

আবাসে দুই সালাত একত্রে আদায় করা

৬০২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ *

৬০২. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লহু
আলাইহি
ওয়া সালমু যোহর ও আসর একত্রে আদায় করেছেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। তখন সফরের অবস্থায়ও ছিলেন না এবং তাঁর মধ্যে কোন ভয়-ভীতিও ছিল না।^১

৬০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ وَأَسْمُهُ غَزْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قِيلَ لَهُ لِمَ قَالَ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أُمَّتِهِ حَرَجٌ *

৬০৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযীয ইবন রিয়মা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী পা সাল্লাল্লহু
আলাইহি
ওয়া সালমু মদীনায যোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। তখন কোন ভয়ও ছিল না বা বৃষ্টিও ছিল না। ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি কেন এরূপ করতেন? ইবন আব্বাস (রা) বললেন। তাঁর উম্মতের যেন অসুবিধা না হয়।

৬০৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثِمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا *

৬০৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লহু
আলাইহি
ওয়া সালমু -এর পেছনে একত্রে আট রাক'আত আদায় করেছি এবং সাত রাক'আতও।^২

১. রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের সালাত শেষ সময়ে এবং আসরের সালাত তার প্রথম সময়ে আদায় করেছিলেন। এমনিভাবে মাগরিবের শেষ সময়ে ও ইশার প্রথম ওয়াতে আদায় করেছিলেন। যাতে সফরের সময়ে, ব্যাধিগ্রস্তাবস্থায় এবং অতি ব্যস্ততার সময়ে তাঁর উম্মতগণ এভাবে সালাত আদায় করতে পারে। এটা দৃশ্যত দুই সালাতকে একত্রে আদায় করা বুঝালেও মূলত পৃথক দুই ওয়াতেই দুই সালাত আদায় করা হয়েছিল।

২. আট রাক'আত বলতে যোহর ও আসর এবং সাত রাক'আত বলতে মাগরিব ও ইশাকে বুঝানো হয়েছে।

الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَزَّةٍ

আরাফাতে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করা

৬০৫. أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى يَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا *

৬০৫. ইবরাহীম ইবন হারুন (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর করে যখন আরাফাতে আসলেন এবং 'নামিরা' নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি নির্দিষ্ট তাঁবু খাটানো হয়েছে দেখতে পেলেন, তখন তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তাঁর নির্দেশে 'কাসওয়া' নামক উস্ত্রের পিঠে হাওদা লাগানো হলো। তারপর যখন 'বাতনুল ওয়াদী'-তে পৌঁছলেন, সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তারপর বিলাল (রা) আযান ও ইকামত বললেন। তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন, পুনরায় ইকামত বলার পর আসর আদায় করলেন এবং এই দুই সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত আদায় করেন নি।

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা

৬০৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا *

৬০৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু আইয্যুব আনসারী (রা) তাঁকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তিনি 'বিদায় হজ্জে' মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

৬০৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا *

৬০৭. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবন উমর (রা) যখন আরাফাত হতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মুযদালিফায় এসে তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। সালাত সমাপ্ত করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই স্থানে এরূপই করেছেন।

৬০৮. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ *

৬০৮. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুযদালিফাতে মাগরিব ও ইশা (একত্রে) আদায় করেছেন।

৬০৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا *

৬০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মুযদালিফা ব্যতীত আর কোথাও দুই সালাত একত্রে আদায় করতে দেখিনি। [রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতে এবং সফরে, এমনকি মদীনাতেও যে দুই সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আবদুল্লাহ (রা) তখনও অবগত ছিলেন না। এবং ঐ দিন ফজরের সালাত স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই আদায় করেছিলেন।

كَيْفَ الْجَمْعُ

দুই সালাত একত্রে আদায় করার পদ্ধতি

৬১০. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا أَتَى الشَّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ الْمَاءِ قَالَ فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَزَعُوا رِحَالَهُمْ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ *

৬১০. হুসায়ন ইবন হুয়ারস (র) - - - - উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে আরাফাত হতে উষ্টীর পিঠে তাঁর পেছনে বসিয়ে ছিলেন। শি'বে পৌঁছে তিনি অবতরণ করলেন। তারপর পেশাব করলেন। আমি পাত্র হতে তাঁর উযূর জন্য পানি ঢাললাম। তিনি হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, সালাত। তিনি বললেন : সালাত সমুখে। মুযদালিফায় পৌঁছার পর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর উষ্টীর পিঠের হাওদা নামানো হলো। এরপর ইশার সালাত আদায় করলেন।

فَضْلُ الصَّلَاةِ لِمَوَاقِيتِهَا

যথাসময়ে সালাত আদায় করার ফযীলত

৬১১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْعِيزَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৬১১. আমার ইবন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন : যথাসময়ে সালাত আদায় করা, মা-বাপের সাথে সদ্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

৬১২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ النُّخَعِيُّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَقَامُ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৬১২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন : যথাসময়ে সালাত আদায় করা, মা-বাপের সাথে সদ্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

৬১৩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَعَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْمُثَنِّشِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرٍو بْنِ شَرْحِبِيلٍ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَوْتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الْإِذَاانِ وَتَرُّ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى *

৬১৩. ইয়াহইয়া ইবন হাকীম ও আমর ইবন ইয়াযীদ (র) - - - মুহাম্মদ ইবন মুনতশির (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা আমার ইবন গুরাহবীল (রা)-এর মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ইকামত বলা হলো। মুসল্লীগণ তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি বললেন : আমি বিতরের সালাত আদায় করছিলাম (এ জনাই বিলম্ব হয়েছে)। রাবী বলেন : তখন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করা সুনানু নাসাঈ শরীফ (১ম খণ্ড) — ৩৬

হলো যে, আযানের পর কি বিতর আদায় করা যায়? তিনি বললেন : হ্যাঁ, শুধু আযান কেন ইকামতের পরও^১ এ ব্যাপারে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসও বর্ণনা করলেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের সময় নিদ্রিত ছিলেন। এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হলো। তারপর ঘুম থেকে উঠে সালাত আদায় করলেন।^২

فَيَمْنُ نَسَى صَلَوةً

যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায়

৬১৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسَى صَلَوةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا *

৬১৪. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায়, তারপর যখন স্মরণ হয় তখন যেন সে তা আদায় করে নেয়।

فَيَمْنُ نَامَ عَنْ صَلَوةٍ

যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করে নিদ্রা যায়

৬১৫. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَلُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَوةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا *

৬১৫. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে বা সালাত ভুলে যায়। তিনি বললেন : এর কাফফারা হলো যখনই স্মরণ আসবে তখনই তা আদায় করে নেবে।^৩

৬১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيَّ ﷺ نَوْمُهُمْ عَنِ الصَّلَوةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسَى أَحَدُكُمْ صَلَوةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا *

৬১৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিদ্রাবস্থায়

১. এই সময়ে বিতর কাযা আদায় করা যায়।
২. এটা ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় লাইলাতুত-তারীসের ঘটনা ছিল। প্রায় শেষরাত্রে পশ্চিমদ্যে অবতরণ করে বিলাল (রা)-কে পাহারাদার নিযুক্ত করে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর বিলাল (রা)-ও ঘুমিয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় সূর্যোদয় হয়ে গেল। সকলে জাগ্রত হওয়ার পর এ জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে সালাত কাযা করলেন।
৩. সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সালাত কাযা করে নেবে।

সলাতের সময় তাদের ঘুমে থাকার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন : ঘুমে থাকার মধ্যে অবহেলা নেই। অবহেলা হয় জাগ্রত অবস্থায় (যথাসময়ে সালাত আদায় না করলে)।^১ সুতরাং যদি তোমাদের কেউ সালাত ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, তবে যখনই স্মরণ হয় তখনই পড়ে নেবে।

৬১৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقِيتُ الصَّلَاةِ الْآخِرَةِ حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا

৬১৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘুমের মধ্যে দোষ নেই। নিশ্চয়ই দোষ ঐ ব্যক্তির বেলায় যে সালাত আদায় করল না, এমতাবস্থায় অন্য সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলো। তারপর সে সালাত সম্পর্কে সচেতন হলো।

إِعَادَةُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ لَوْقَتْهَا مِنَ الْغَدِ

সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে পরদিন সেই সময় কায্য করা

৬১৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ لَوْقَتْهَا *

৬১৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। (লাইলাতুত-তারীসে) যখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) (ক্রান্তিজনিত কারণে) সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লেন (আর) এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আগামীকাল এই সালাত যথাসময়ে আদায় করতে সচেষ্ট হবে।

৬১৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا بِهِ يَعْقُبُ مُخْتَصَرًا *

৬১৯. আবদুল আ'লা - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন

১. এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকলে কোন অপরাধ হবে না। বরং এর অর্থ এই যে, বিশেষ কারণ ও ওয়রবশত নিদ্রাবস্থায় কোন সময় সালাত চলে গেলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু কেউ যদি একে অভ্যাসে পরিণত করে, তবে এটা অবশ্যই অপরাধ বলে গণ্য হবে। কেননা হাদীসে যথাসময়ে সালাত আদায় করার ফযীলত এবং এ বিষয়ে অবহেলার পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাত ভুলে যাবে, স্মরণ হওয়ামাত্র আদায় করে নেবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : (أَقِمِ الصَّلَاةَ) (لِذِكْرِي) এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কয়েম কর (২০ : ১৪)। আবদুল আ'লা বলেন : এ হাদীসকে ইয়া'লা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন।

৬২০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

৬২০. আমর ইবন সাওয়াদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাত ভুলে যায়, সে যখনই স্মরণ হয় তখনই তা আদায় করে নেবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কয়েম কর।” (২০ : ১৪)

৬২১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ هَكَذَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ *

৬২১. সুয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায়, সে যেন যখনই স্মরণ হয় তা আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার স্মরণার্থে সালাত কয়েম কর। মা'মর (র) বলেন : আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই আদায় করেছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

بَابُ كَيْفَ يَقْضَى الْفَائِتُ مِنَ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : কিভাবে কাযা সালাত আদায় করতে হবে

৬২২. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَسْرَيْنَا لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَامَ وَنَامَ النَّاسُ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا مَا هُوَ كَأَنَّهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ *

৬২২. হান্নাদ ইবন সাররী (র) - - - - আবু মারযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ

এ-এর সঙ্গে সারা রাত্রি সফর করলাম। পরে রাতের শেষাংশে ফজরের নিকটবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ এক স্থানে অবতরণ করলেন এবং কিছুক্ষণ পরই ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গীগণও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্যের আলোকরশ্মি স্পর্শ না করা পর্যন্ত কেউই জাগ্রত হলেন না। পরে রাসূলুল্লাহ মুয়ায্যিনকে আযান দিতে আদেশ করলেন। মুয়ায্যিন আযান দিলে, তিনি দুই রাকআত ফজরের সুন্নত আদায় করলেন। আবার ইকামত বললে তিনি সাহাবীদের নিয়ে ফরয আদায় করলেন। তারপর আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বড় বড় ঘটনাবলীর কথা বর্ণনা করলেন।

৬২২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَبَسُنَا عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَا فَاَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ *

৬২৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে ছিলাম। যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এই চার ওয়াক্তের সালাত আদায় করা হতে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হলাম।^১ এটা আমার নিকট কষ্টদায়ক হলো। মনে মনে ভাবলাম, আমরা তো রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদ করছি (এরপরও কি আমাদের একরূপ দুর্ভাগ্য ?) তারপর রাসূলুল্লাহ বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে আদেশ করলেন। ইকামত বললে আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। আবার ইকামত বললে আসরের সালাত আদায় করলেন। আবার ইকামত বললে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় ইকামত বললে ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন : ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের ছাড়া এমন কোন জাম্মাত নেই যারা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।

৬২৪. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَقَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ

৬২৪. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ

১. এটা ৫ম হিজরীতে গায়ওয়ায়ে খন্দকের ঘটনা। কাফিরদের সাথে অনবরত যুদ্ধ চলার দরুন রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাঁর সাহাবীগণ চার ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারেননি। - অনুবাদক

৬২৪. -এর সঙ্গে সারারাত সফর করার পর শেষরাতে অবতরণ করি এবং ঘুমিয়ে পড়ি। সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কারো নিদ্রাভঙ্গ হলো না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহনের লাগাম ধরে এ স্থান ত্যাগ কর। কেননা এ স্থানে শয়তান আমাদের কাছে হাযির হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমরা এরূপই করলাম। তারপর কিছুদূর গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনিতে উযু করলেন। এরপর দুই রাকআত ফজরের সুন্নত আদায় করলেন। তারপর ইকামত হলে ফজরের ফরয আদায় করলেন।

৬২৫. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سَفَرٍ لَهُ مَنْ يَكُونُ اللَّيْلَةَ لَا تَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضْرِبَ عَلَى أَذَانِهِمْ حَتَّى آيَقُظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَقَالَ تَوَضَّأُوا ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ *

৬২৫. আবু আসিম খুশায়শ ইবন আসরাম (র) - - - - জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। একদা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কে আমাদের আজ রাতে পাহারা দেবে? যাতে ফজরের সালাতের সময় ঘুমিয়ে না থাকি। বিলাল (রা) বললেন, আমি এই বলে তিনি সূর্যের উদয়-অস্ত অভিমুখী হয়ে রইলেন। কিন্তু তাদেরকে নিদ্রাগ্রস্ত করে দেওয়া হল। পরিশেষে সূর্যের কিরণ তাদের জাগ্রত করল। তখন সকলে সবে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা উযু কর। পরে বিলাল (রা) আযান দিলেন। তিনি দু' রাকআত সুন্নত আদায় করলেন এবং অন্যরাও দু' রাকআত সুন্নত আদায় করলেন। তারপর সকলে দু' রাকআত ফজরের ফরয আদায় করলেন।

৬২৬. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَذْلَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ عَرَسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يَصِلْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى وَهِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى *

৬২৬. আবু আসিম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে সফর করলেন এবং শেষরাতে একস্থানে অবতরণ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় সূর্যোদয় হলো অথবা সূর্যের কিয়দংশ উদিত হলো। তারপর পূর্ণরূপে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন না। তারপর সালাত আদায় করলেন। এই 'সালাত' ছিল উস্তা বা মধ্যবর্তী সালাত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় : আযান

بَدَأُ الْأَذَانَ

আযানের সূচনা

٦٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنادِ بِالصَّلَاةِ *

৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ও ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুসলিমগণ যখন মদীনাতে আগমন করেন, তাহা একত্র হয়ে সালাতের সময় নির্ধারণ করে নিতেন, কিন্তু কেউ সালাতের জন্য আহ্বান করতেন না। তাই একদিন তাঁরা এ ব্যাপারে আলোচনায় বসলেন। কেউ কেউ বললেন : নাসারাদের ঘন্টার মত ঘন্টা ব্যবহার করুন। আর কেউ কেউ বললেন : বরং ইয়াহুদীদের শিংগার মত শিংগা ব্যবহার করা হোক। উমর (রা) বললেন : আপনারা কি একজন লোক পাঠাতে পারেন না, যে সালাতের আহ্বান জানাবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের আহ্বান জানাও।

تَنْبِيَةُ الْآذَانِ

আযানের বাক্যগুলো দু'বার বলা

٦٢٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِلَاءِ أَنْ يُشْفَعَ الْآذَانُ وَيُوتَرَ الْإِقَامَةُ *

৬২৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে আযান (এর বাক্যগুলো) দু'বার করে বলার এবং ইকামত (-এর বাক্যগুলো) একবার করে বলার নির্দেশ দেন।

٦٢٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْآذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنْكَ تَقُولُ قَدَامَتِ الصَّلَاةُ قَدَامَتِ الصَّلَاةُ *

৬২৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আযান (-এর বাক্যগুলো) দু' দু'বার এবং ইকামত (-এর বাক্যগুলো) একবার করে ছিল। তবে তুমি.. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (দু'বার) বলবে।

خَفَضُ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيمِ فِي الْآذَانِ

আযানের তরজী 'তে' আওয়াজ নিচু করা

٦٣٠. أَخْبَرَنَا بَشَرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

১. আল্লামা শওকানী (র) বলেন : আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো কতবার বলবে এ ব্যাপারে আলিমদের কয়েকটি মত রয়েছে : ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র) বলেন, ইকামতের শুরুতে ও শেষে আল্লাহ আকবর দুই-দুইবার আর ১১টি। ইমাম মালিক (র)-এর মতে কাদ্ কামাতিস্ সালাতুও একবার করে বলবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বাক্য সংখ্যার দিক দিয়ে ইকামত আযানের অনুরূপ। তবে পার্থক্য এই যে, ইকামতের সময় কাদ্ কামাতিস্ সালাতু দু'বার বলতে হয়। আবু মাহযুরা (রা)-কে রসূলুল্লাহ (সা) এরূপই শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিলাল (রা)-কে ইকামতে বাক্যগুলো এক-একবার বলার নির্দেশের কথা যে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তা আবু মাহযুরা (রা)-এর হাদীস দ্বারা রহিত বা মানসূখ বলে গণ্য করা হয়েছে। কারণ আবু মাহযুরা (রা)-কে মক্কা বিজয়ের পর আযান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিদায় হজ্জ মিনাতে বিলাল (রা) কর্তৃক ইকামতের বাক্যগুলো দু' দু'বার বলার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। -অনুবাদক

তরজী হ'চ্ছে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "আশহাদু আনফা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" তথা শাহাদতের উভয় বাক্যকে একবার নীচু স্বরে উচ্চারণ করা আর দ্বিতীয়বার উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটা সুন্নত নয়। সম্ভবত আবু মাহযুরা (রা)-কে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নবী (সা) তাঁকে এরূপ পুনরায় বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তারজী -এর এ সংজ্ঞা অধিকাংশ হাদীসের আলোকে দেয়া হলো)। -অনুবাদক

মুনানু নাসাদি শরীফ (১ম খণ্ড)—৩৭

الَّذَانِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৩২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আযান শিক্ষা দেন এবং বলেন :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْহَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

তারপর আবার বলেন :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৩৩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حَتَّى جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَأَخْشَى أَنْ أَسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَتَخَنُّ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ فَظَلَلْنَا نَحْكِيهِ وَنَهْزَأُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا حَتَّى وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَى وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ قُمْ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فَقُمْتُ فَأَلْقَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ
 اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اَللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اِرْجِعْ فَاَمِدْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ قُلْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا
 اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اَللّٰهُ
 حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلَهَ
 اِلَّا اَللّٰهُ ثُمَّ دَعَانِيْ حِيْنَ قُضِيَتْ التَّأْذِيْنَ فَاَعْطَانِيْ صُرَّةً فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ فِصْحَةٍ فَقُلْتُ
 يَا رَسُوْلَ اَللّٰهُ مَرْنِيْ بِالتَّأْذِيْنَ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَدْ اَمَرْتُكَ بِهٖ فَقَدِمْتُ عَلَى عَنَابِ بْنِ اَسِيْدٍ عَامِلٍ
 رَّسُوْلُ اَللّٰهُ ﷺ بِمَكَّةَ فَاَذْنُتُ مَعَهُ بِالصَّلٰوةِ عَنْ اَمْرِ رَّسُوْلِ اَللّٰهُ ﷺ *

৬৩৩. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) ও ইউসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - আবদুল আযীয ইবন আবদুল মালিক ইবন
 আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন মুহাইরীয (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, “তিনি ইয়াতীম
 ছিলেন এবং আবু মাহযুরার নিকট লালিত হন এবং তিনি তাঁকে সিরিয়ায় এক সফরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন
 : আমি আবু মাহযুরা (রা)-কে বললাম : আমি সিরিয়া অভিযুখে রওয়ানা হচ্ছি। ভয় পাচ্ছি আপনার আযান দেয়া
 সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাবী আবদুর আযীয বলেন : ইবন মুহাইরীয আমাকে বলেন যে, আবু
 মাহযুরা তখন তাঁকে বলেছেন : আমি একটি দলের সাথে বের হলাম। আমরা হুনাযনের কোন একটি পথে গিয়ে
 উপনীত হলাম, যা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুনাযন অভিযান হতে ফেরার সময়। রাস্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
 সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াযযিন তাঁর অদূরে সালাতের আযান দিলেন।
 আমরা আযানের ধ্বনি শুনলাম, তখন আমরা ইসলাম থেকে বিমুখ ছিলাম। তাই আমরা আযানের অনুকরণ ও
 তা নিয়ে ঠাট্টা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে আওয়াজ শুনলেন এবং আমাদের ডেকে পাঠালেন। অবশেষে
 আমরা (ধৃত হয়ে) তাঁর সামনে দাঁড়িলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যার ধ্বনি শুনেছিলাম সে
 কে? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করল এবং তারা প্রত্যায়ন করল। তারপর তিনি সকলকে ছেড়ে দিলেন
 এবং আমাকে আটকিয়ে রাখলেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন : দাঁড়াও সালাতের আযান দাও। আমি
 দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং আমাকে আযান দেয়া শিক্ষা দিলেন, তিনি বললেন : বল !

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَشْهَدُ
 اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اَللّٰهُ *

তারপর বললেন : পুনরায় দীর্ঘ স্বরে বল। তারপর তিনি বলেন :

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا
 رَّسُوْلُ اَللّٰهُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
 اَكْبَرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ *

রাসূলুল্লাহ -এর নির্দেশ

সফরের আয়ান

قَالَ وَعَلَّمَانِي

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرُ كُلُّهُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ أَبِي مَحْذُورَةَ. أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ *.

৬৩৪. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ^ﷺ যখন হুনায়েন থেকে বের হলেন, আমি মক্কাবাসী দশ ব্যক্তির অন্যতম হয়ে রাসূলুল্লাহ ^ﷺ ও তাঁর দলের খোঁজে বের হলাম। আমরা তাঁদেরকে সালাতের আযান দিতে শুনলাম। আমরা বিদ্রূপ সহকারে তাঁদের আযানের অনুকরণ করতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ^ﷺ বললেন, “আমি তাদের মধ্যে মধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট এমন একজনের আওয়াজ শুনেছি।” তখন তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। তারপর আমরা সকলেই এক-একজন করে আযান দিলাম। সর্বশেষে ছিলাম আমি। আমি আযান দেয়ার পর বললেন, আস, তারপর আমাকে তাঁর সামনে বসালেন এবং আমার কপালে হাত বুলিয়ে তিনবার বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, যাও, মসজিদে হারামে আযান দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিভাবে দেব? তখন তিনি আমাদের আযান শিক্ষা দিলেন যে রূপ তোমরা এখন আযান দিচ্ছ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ *

তিনি ফজরের আযানে

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - দু'বার বলা শিক্ষা দেন।

তিনি আমাকে ইকামত শিক্ষা দেন : দু'বার করে....

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ *

ইব্ন জুরায়জ বলেন : উসমান (র) এ পুরো হাদীসটি তাঁর পিতা এবং উম্মু আবদুল মালিক ইব্ন আবু মাহযূরা (রা) থেকে। আর তাঁরা উভয়ে আবু মাহযূরা (রা) থেকে শুনেছেন।

اِذَا نَ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ

সফর অবস্থায় একা একা সালাত আদায়কারীর আযান

٦٣٥ . أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ

مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ إِذَا سَافَرْتُمَا فَادْنَا وَاقْنِمَا وَلْيُؤْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا *

৬৩৫. হাজিব ইব্ন সুলায়মান (র) - - - মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি এবং আমার চাচাত ভাই (কখনো বলেছেন আমি এবং আমার সাথী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন : তোমরা দু'জন যখন সফরে যাবে, আযান দিবে এবং ইকামত দিবে, তারপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।

اجْتِزَاءُ الْمَرَّةِ بِإِذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

আবাসে অন্য লোকের আযান যথেষ্ট হওয়া

٦٣٦. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا فَظَنَّ أَنَا قَدْ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا فَسَأَلْنَا عَنْ تَرْكِنَاهُ مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا عَنْدهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمَكُم أَكْبَرُكُمْ *

৬৩৬. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) - - - মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (কয়েকজন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমরা সবাই ছিলাম যুবক ও কাছাকাছি বয়সের। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে বিশ দিন অবস্থান করি। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ও বিনম্র চিত্তের ছিলেন। তাঁর ধারণা হয়ে থাকবে যে, আমরা বাড়িতে যেতে আগ্রহী। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন : বাড়িতে কাদের রেখে এসেছ ? আমরা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের বাড়িতে চলে যাও এবং তোমাদের পরিজনদের মধ্যে থাক। তাদের (দীন) শিক্ষা দাও এবং তাদের (সৎকাজের) আদেশ দাও। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয় তখন যেন তোমাদের কোন একজন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে সালাতের ইমামতি করে।

٦٣٧. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ هُوَ حَى أَفْلَا تَلْقَاهُ قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا كَانَ وَقَعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ فَذَهَبَ أَبِي بِإِسْلَامِ أَهْلِ حِوَانِنَا فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلَنَاهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمَكُم أَكْثَرُكُمْ قُرَأْنَا *

৬৩৭. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - আইয়ুব (র) আবু কিলাবা (রা) থেকে, তিনি আমার ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। (আইয়ুব বলেন) আবু কিলাবা (র) আমাকে বলেছেন যে, আমার ইব্ন সালামা (র) এখনও জীবিত আছেন, আপনি এখনো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন না কেন? আইয়ুব বলেন : আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের পর প্রত্যেক গোত্রই দ্রুত ইসলাম কবুল করতে আরম্ভ করে। আমাদের গোত্রের সকলের পক্ষ থেকে আমার পিতা ইসলাম কবুল করার জন্য যান। তার প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি। তখন তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বললেন : অমুক সালাত অমুক সময়ে আদায় করবে এবং যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যার কুরআন বেশি জানা আছে, সে ইমামতি করবে।

الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

এক মসজিদের জন্য দু'জন মুয়ায্বিন

৬৩৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ *
৬৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দেয় সুতরাং ইব্ন উম্মে মাকতুমের আযান না শোনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।

৬৩৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ *
৬৩৯. কুতায়বা (র) - - - - সালেম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দেয়। সুতরাং ইব্ন উম্মে মাকতুমের আযান না শোনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।

هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فَرَادَى

দুই মুয়ায্বিন একই সময়ে আযান দিবে, না পৃথক পৃথক আযান দিবে

৬৪০. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدَّنَ بِلَالٌ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا *
৬৪০. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন বিলাল (রা) আযান দেয়, তখন থেকে ইব্ন উম্মে মাকতুমের আযান পর্যন্ত তোমরা পানাহার

করবে। আয়েশা (রা) বলেন : দুই আযানের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান হত না। একজন আযান দিয়ে নেমে আসত, অন্যজন আযান দিতে উঠত।

٦٤١. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ أُنَيْسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَدَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا *

৬৪১. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উনায়সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) আযান দেয়, তখন তোমরা পানাহার কর এবং যখন বিলাল (রা) আযান দেয়, তখন আর পানাহার করবে না।

الْأَذَانُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

সালাতের ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া

٦٤٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بَلِيلٌ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا يَغْنَى فِي الصُّبْحِ *

৬৪২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিলাল রাতে তোমাদের ঘুমন্ত লোকদের জাগানোর জন্য এবং সালাতরত লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্য আযান দেন। তিনি ইশারায় বোঝালেন যে, সুবহে কাযিবের প্রকাশে ফজর হয় না।

وَقْتُ أَذَانِ الصُّبْحِ

ফজরের আযানের সময়

٦٤٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَدَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آخَرَ الْفَجْرِ حَتَّى اسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ *

৬৪৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে আযান দিতে আদেশ করলেন। বিলাল (রা) প্রভাত হওয়ার (সুবহে সাদিকের প্রারম্ভে) সাথে সাথে আযান দিলেন। পরবর্তী দিন ভোর ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তিনি ফজরের সালাতে বিলম্ব করলেন। এরপর বিলাল (রা)-কে ইকামত বলার নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) ইকামত দিলেন এবং তিনি সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : এটাই ফজরের সালাতের সময়।

كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي آذَانِهِ

আযান দেওয়ার সময় মুয়াযযিন কি করবে

৬৪৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي آذَانِهِ هَكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا *

৬৪৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন বিলাল (রা) বের হলেন এবং আযান দিলেন। তিনি আযান দেয়ার সময় ডানদিকে এবং বামদিকে এভাবে মুখ ফিরালেন।

رَفَعَ الصَّوْتِ بِالْآذَانِ

উচ্চস্বরে আযান দেয়া

৬৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتُ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جَنْ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৬৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবু সা'সাআ আনসারী আল-মাজিনী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বলেছেন : আমি তোমাকে দেখি তুমি বকরী চরুতে এবং ময়াদানে থাকতে ভালবাসো, যখন তুমি তোমার বকরীর পালের নিকট ময়াদানে থাক এবং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা মুয়াযযিনের আওয়াজ যে পর্যন্ত পৌছবে, কিয়ামতের দিন ঐ স্থানের সকল জিন্ন, মানুষ এবং প্রতিটি বস্তু তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছি।

৬৪৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفِرُ لَهُ بِمَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَأْبَسٍ *

১. বলার সময় ডানদিকে এবং عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বামদিকে মুখ ফিরাতেন।

৬৪৬. ইসমাঈল ইবন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল আলা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, মুয়াযযিনের আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক শুক ও আর্দ্র জিনিস (অর্থাৎ জীবন্ত ও মৃত প্রত্যেক জিনিস) তার (ঈমানের) পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

৬৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمَقْدَمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدَّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِمَنْ صَلَّى مَعَهُ *

৬৪৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথম কাতারে সালাত আদায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন এবং মুয়াযযিনকে তার আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সব শুক ও আর্দ্র জিনিস তার শব্দ শোনে, তারা তাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দেয় এবং তাকে তার সাথে সালাত আদায়কারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হয়।

التَّوْبَةُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

ফজরের আযানে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনাল্লাউম' বর্ধিত করা

৬৪৮. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ كُنْتُ أُوذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৪৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুয়াযযিন ছিলাম। আমি ফজরের প্রথম আযানে 'حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ' এর পরে বলতাম 'الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -'।

৬৪৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ *

৬৪৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইয়াহইয়া ও আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান এই

সনদে অনুরূপ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : এ সনদে উল্লিখিত আবু জাফর আবু জাফর ফাররা নন।

أَخِرِ الْأَذَانَ

আযানের শেষ বাক্য

৬৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخِرِ الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৫০. মুহাম্মদ ইবন মা'দান ইবন ইসা (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আযানের শেষ বাক্যগুলো এরূপ বলতেন : اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৫১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ آخِرَ آذَانَ بِلَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৫১. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিলাল (রা)-এর আযানের শেষ বাক্যগুলো ছিল : اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৫২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ مِثْلَ ذَلِكَ *

৬৫২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসওয়াদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। [অর্থাৎ বিলাল (রা)-এর আযানের শেষ বাক্য ছিল : اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]

৬৫৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آخِرَ الْأَذَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *

৬৫৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিলাল (রা)-এর আযানের শেষ বাক্য : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الْأَذَانُ فِي التَّخْلُفِ مِنْ شَهَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

বৃষ্টির রাতে জামাআতে উপস্থিত না হয়ে অন্যত্র সালাত আদায় করলে আযান দেয়া

৬৫৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

أَوْسٍ يَقُولُ أَنْبَأْنَا رَجُلٌ مِّنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ يَغْنَى فِي لَيْلَةٍ مَّطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ *

৬৫৪. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার নিকট সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সফর অবস্থায় বর্ষার এক রাতে নবী ﷺ-এর ঘোষককে বলতে শুনেছেন :

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ -

...“সকলেই আপন আপন স্থানে সালাত আদায় করে নিন।”

৬৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ *

৬৫৫. কুতায়বা (রা) - - - - নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এক রাতে সালাতের জন্য আযান দেন। সে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল ও প্রচণ্ড বাতাস বইছিল। তিনি আযানে বলেন : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ “সকলেই আপন আপন স্থানে সালাত আদায় করে নিন।” কেননা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে নবী ﷺ মুয়াযযিনকে এই কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দিতেন যে, সকলেই আপন আপন স্থানে সালাত আদায় করে নিন।

الْأَذَانُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأَوَّلَى مِنْهُمَا

যে ব্যক্তি দুই সালাত একত্রে আদায় করবে, তার আযান প্রথম সালাতের সময়

৬৫৬. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقَبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا *

৬৫৬. ইবরাহীম ইবন হারুন (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ চলতে থাকলেন এবং আরাফায় পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, নামীরাম নামক স্থানে তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। যখন সূর্য ঢলে পড়ল, কাসওয়া নামক উষ্ট্রের পিঠে

হাওদা স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বাত্ন-ই ওয়াদিতে পৌছার পর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তারপর বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আল্লাহর
রাসূল যোহরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় বিলাল (রা) ইকামত বললে তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। আর এ দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন সালাত আদায় করলেন না।

الْأَذَانُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا

যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে প্রথম সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পড়বে, তার আযান

৬০৭. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُرْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَأَقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا *

৬৫৭. ইবরাহীম ইবন হারুন (র) - - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আল্লাহর
রাসূল চলতে চলতে মুযদালিফায় পৌছলেন। সেখানে এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন সালাত আদায় করেন নি।

৬০৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ بِجَمْعٍ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ هَكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ *

৬৫৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে মুযদালিফায় ছিলাম। যখন আযান ও ইকামত দেয়া হয়, তখন তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি বলেন : (আবার) সালাত আদায় কর এবং তিনি আমাদের নিয়ে ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কোন সালাত? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আল্লাহর
রাসূল -এর সঙ্গে এস্থানে একুপেই সালাত আদায় করেছি।

الْإِقَامَةُ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ

যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়বে তার ইকামত

৬০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (رَضِيَ) أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ

بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ *

৬৫৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইবন জুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফায় এক ইকামতের সাথে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন এবং আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিও এরূপ করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -ও এরূপ করেছেন।

৬৬০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ *

৬৬০. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক ইকামতে দুই সালাত আদায় করেছেন।

৬৬১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا بَعْدَ *

৬৬১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুযদালিফায় দু' সালাত একত্রে আদায় করেছেন এবং দু' সালাতই তিনি এক ইকামতসহ আদায় করেন এবং দু' সালাতের কোন সালাতেরই পূর্বে বা পরে কোন নফল সালাত আদায় করেন নি।

الْأَذَانُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

কাযা সালাতের আযান

৬৬২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ شَغَلْنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِقَامَةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهِمَا لَوْ قَتَلَهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهِمَا لَوْ قَتَلَهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا *

৬৬২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা আমাদেরকে যোহরের সালাত থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বিরত রেখেছিল। এটা যুদ্ধের সময় সালাতুল খওফ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তারপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : **وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ** "যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (৩৩ : ২৫)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে ইকামত দেওয়ার আদেশ করেন। তিনি যোহরের সালাতের ইকামত দেন। নবী ﷺ সালাতের আসল ওয়াক্তে আদায় করার ন্যায় যোহরের কাযা সালাত আদায় করেন। পরে আসরের জন্য ইকামত বলা হয়। নবী ﷺ তখন সালাতের আসল ওয়াক্তে আদায় করার ন্যায় আসরের কাযা সালাত আদায় করেন। তারপর মাগরিবের আযান দেয়া হয় এবং তা নির্ধারিত সময়ে আদায় করার ন্যায় আদায় করেন।

الْإِحْتِزَاءُ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالْإِقَامَةُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

নির্ধারিত সময়ের ও কাযা সালাতের জন্য একই আযান যথেষ্ট, তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য পৃথক ইকামত বলা

৬৬৩. أَخْبَرَنَا هَنَادٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ *

৬৬৩. হান্নাদ (র) - - - আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা নবী ﷺ-কে চার ওয়াক্ত সালাত হতে বিরত রেখেছিল। পরে তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন, বিলাল (রা) আযান দেন, পরে ইকামত দেন। নবী ﷺ যোহরের সালাত আদায় করেন। পুনরায় ইকামত দেন এবং আসরের সালাত আদায় করেন। পুনরায় ইকামত বলা হয় ও মাগরিবের সালাত আদায় করেন। আবার ইকামত বলা হয় এবং তিনি ইশার সালাত আদায় করেন।

الْإِكْتِفَاءُ بِالْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

প্রত্যেক সালাতের জন্য ইকামত যথেষ্ট হওয়া

৬৬৪. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ

الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا فَأَقَامَ لِبَلْوَةِ الظُّهْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِبَلْوَةِ الْعَصْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِبَلْوَةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِبَلْوَةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّيْنَا ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ *

৬৬৪. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম, মুশরিকরা আমাদেরকে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করতে সুযোগ দেয়নি। যখন তারা চলে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযযিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর যোহরের সালাতের জন্য ইকামত বলা হলে আমরা সালাত আদায় করলাম। আবার আসরের সালাতের জন্য ইকামত বলা হলে আমরা সালাত আদায় করলাম। পরে মাগরিবের জন্য ইকামত বলা হলে আমরা সালাত আদায় করলাম। পুনরায় ইশার সালাতের ইকামত বলা হয় এবং আমরা সালাত আদায় করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : এখন যমীনের উপর তোমরা ব্যতীত এমন আর কোন দল নেই যারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করছে।

الْإِقَامَةُ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَوَةٍ

সালাতের কোন রাক'আত ভুলে গেলে ইকামত বলা

৬৬৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ سُؤَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خُذَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَأَذْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِي أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ أَرَاهُ فَمَرَبِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ قَالُوا هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ *

৬৬৫. কুতায়বা (র) - - - মু'আবিয়া ইব্ন খুদায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেন এবং সালাম ফিরান। কিন্তু এক রাক'আত সালাত তাঁর বাকী রয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ এক রাক'আত বাকী থাকতেই ভুলে সালাম ফিরান)। এক ব্যক্তি তা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আপনি এক রাক'আত সালাত ভুলে গিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে বলেন। বিলাল (রা) ইকামত বললেন। তিনি লোকদের নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি যখন এ ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করি, তখন তারা আমাকে বলল, আপনি কি লোকটিকে চেনেন? আমি বললাম, না, তাঁকে আমি চিনি না। তবে তাঁকে দেখলে চিনতে পারব। সে ব্যক্তি আমার সামনে আসল, আমি বললাম, ইনিই সেই লোক। লোকেরা বলল, ইনি হলেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)।

أَذَانُ الرَّاعِي

রাখালের আযান দেয়া

৬৬৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الرَّاعِي غَنِمَ أَوْ عَارَبَ عَنْ أَهْلِهِ فَانْظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي غَنَمٍ *

৬৬৬. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন রুবায়া'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একবার সফরে ছিলেন এবং এক ব্যক্তির আযানের শব্দ শুনেতে পেলেন। নিয়মানুযায়ী তিনি উত্তরে মুয়াযযিনের অনুরূপ বাক্য বললেন। তারপর বলেন যে, এ ব্যক্তি কোন রাখাল বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হবে। তারপর তাঁরা লক্ষ্য করে দেখলেন যে, সে একজন রাখাল।

الْأَذَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

একা সালাত আদায়কারীর আযান

৬৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ الْمُعَاظِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظَرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ *

৬৬৭. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমার রব সে ব্যক্তির উপর খুশি হন, যে পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে বকরী চরায় এবং সালাতের জন্য আযান দেয় ও সালাত আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তোমরা আমার এ বান্দাকে দেখ, সে আযান দিচ্ছে এবং সালাত কয়েম করছে ও আমাকে ভয় করছে। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।'

الْإِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

একা সালাত আদায়কারীর ইকামত

৬৬৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ

بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا هُوَ جَالِسٌ فِي صَفِّ الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ *

৬৬৮. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - রিফা'আ ইব্ন রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের কাতারে বসা ছিলেন এমন সময় আল-হাদীস।

كَيْفَ الْإِقَامَةُ

ইকামত কিভাবে দিবে

٦٦٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنْكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهُمَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ *

৬৬৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - জামে মসজিদের মুয়াযযিন আবুল মুসান্না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযানের শব্দগুলো দু'-দু'বার এবং ইকামতের শব্দগুলো এক-একবার বলা হতো। কিন্তু তুমি যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলবে (তখন দু'বার বলবে)। কারণ নবী করীম ﷺ-এর মুয়াযযিন দু'বার বলতেন। আমরা যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলার আওয়াজ শুনতাম, তখন উযু করতাম এবং সালাতের জন্য বের হতাম।

إِقَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্য ইকামত বলা

٦٧٠. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِصَاحِبٍ لِي إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاذَّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمُكُمْمَا أَكْبَرُكُمْمَا *

৬৭০. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং আমার এক সাথীকে বললেন : যখন সালাতের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন আযান দেবে (অন্যজন আযানের জবাব দেবে)। পরে একজন ইকামত দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামতি করবে।

فَضْلُ التَّائِذِينَ

আযান দেওয়ার ফযীলত

৬৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الْمَرْءُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى *

৬৭১. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালায় যাতে আযানের আওয়াজ না শোনে। আযান শেষ হলে সে আবার আসে। তারপর সালাতের জন্য ইকামত আরম্ভ হলে সে আবার পালায়। ইকামত বলা শেষ হলে পুনরায় উপস্থিত হয়ে মুসল্লীদের মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না সে সকল বিষয়ে সে বলতে থাকে, ‘অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর’। অবশেষে সে ব্যক্তি এরূপ হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাক‘আত সালাত আদায় করেছে।

الْإِسْتِهَامُ عَلَى التَّائِذِينَ

আযানের জন্য লটারী

৬৭২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوَّهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا *

৬৭২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ যদি জানত, আযান দেয়া এবং সালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি ফযীলত রয়েছে, তবে তা পাবার জন্য লটারী ছাড়া উপায় না থাকলে তারা তার জন্য লটারী করত। আর তারা যদি জানত যে, দ্বি-প্রহরের (যোহর ও জুম‘আ) সালাতের প্রথম সময়ে গমনে কি রয়েছে, তবে তার দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হত। আর তারা যদি জানত ইশা ও ফজরের সালাতে কি রয়েছে, তাহলে উভয় সালাতের জন্য অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।

اتِّخَاذُ الْمُؤَذِّنِ الذِّي لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন বানানো, যে আযানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না

৬৭৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدَّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانُهُ أَجْرًا *

৬৭৩. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবেদন করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমাকে আমার কওমের ইমাম বানিয়ে দিন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে যাও) তুমি তাদের ইমাম। তবে তাদের দুর্বল লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে (সালাত দীর্ঘ করায় তাদের যেন কষ্ট না হয়) এবং যে ব্যক্তি আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না, তাকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করবে।

الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ

মুয়াযযিন আযানে যে শব্দ উচ্চারণ করে, শ্রোতারও সে শব্দ উচ্চারণ করা

٦٧٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ *

৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমরা আযানের শব্দ শুনে, তখন (উত্তরে) মুয়াযযিন যা বলবে তার অনুরূপ বলবে।

ثَوَابُ ذَلِكَ

আযানের জবাব দেয়ার সওয়াব

٦٧٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَّجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدٍ الزُّرْقِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّضَرَ بْنَ سَفْيَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ *

৬৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় বিলাল (রা) আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এর অনুরূপ বলবে (আযানের জবাব দিবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَتَشَهُدُ الْمُؤَذِّنُ

মুয়াযযিনের অনুরূপ শাহাদাতের বাক্য বলা

৬৭৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَمِّعٍ بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَشَهُدَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَتَشَهُدَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي هُكَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৬৭৬. সুওয়াঈদ ইব্ন নাসর (রা) - - - মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হনায়ফ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় মুয়াযযিন আযান দিলেন। মুয়াযযিন দু'বার 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' বললেন, তিনিও দু'বার বললেন। মুয়াযযিন 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' বললেন, তিনিও দু'বার বললেন। মুয়াযযিন 'أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ' বললেন, তিনিও দু'বার বললেন। তারপর তিনি বললেন, মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ مُجَمِّعٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ *

৬৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (রা) - - - আবু উমামা ইব্ন সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুআবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুয়াযযিনের আযান শুনতেন, তখন তাঁকে মুয়াযযিনের অনুরূপ বলতে শুনেছি।

الْقَوْلُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

মুয়াযযিন যখন 'حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ' বলবেন, শ্রবণকারী কি বলবে

৬৭৮. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى أَنَّ عِيْسَى بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَدَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى

الْفَلَاحِ قَالَ لَأَحُولَ وَلَأَقْوَةُ إِلَّا بِاللَّهِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ *

৬৭৮. মুজাহিদ ইবন মুসা ও ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - আলকামা ইবন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ছিলাম। যখন তাঁর মুয়াযযিন আযান দিলেন তখন মু'আবিয়া সে বাক্যগুলো বললেন, যেগুলো মুয়াযযিন বলছিলেন। মুয়াযযিন যখন বললেন : الصَّلَاةُ حَى عَلَى তখন তিনি বললেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ মুয়াযযিন যখন বললেন : حَى عَلَى الْفَلَاحِ তিনি বললেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ তারপর মুয়াযযিন যে বাক্য বললেন, তিনিও সে বাক্য বললেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি।

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْآذَانِ

আযানের পর নবী ﷺ -এর উপর দরুদ পড়া

٦٧٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ جُبَيْرٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَى فَنَاءَهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ أَرَجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ *

৬৭৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন মুয়াযযিনকে আযান দিতে শোন, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বলবে এবং আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ দশবার তার উপর রহমত প্রেরণ করেন। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলা সওয়াল করবে, কেননা ওসীলা জান্নাতের একটি মনযিল। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেউ এর যোগ্য হবে না। আশা করি আমি হব সেই ব্যক্তি। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা চাইবে, সে আমার সুপারিশের অধিকারী হবে।

الدُّعَاءُ عِنْدَ الْآذَانِ

আযানের দোয়া

٦٨٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي

وَقَاصِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ *

৬৮০. কুতায়বা (র) - - - সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি মুয়ায্বিনকে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** বলতে শোনে এবং তখন বলে :

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا -

“আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি স্বতস্কৃতভাবে আল্লাহকে রব, ইসলামকে আমার দীন, মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল মেনে নিয়েছি-” তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৬৮১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدٌ نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَنَ الَّذِي وَعَدْتُهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

৬৮১. আমার ইব্ন মানসূর (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দোয়া পড়বে :

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدٌ نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَنَ الَّذِي وَعَدْتُهُ -

“হে আল্লাহ ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও অনুষ্ঠিতব্য সালাতের মালিক। মুহাম্মদ ﷺ কে ওসীলা (জান্নাতের সর্বোত্তম মর্যাদা) এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন। তাঁকে আপনার ওয়াদাকৃত মাকামে মাহমুদে (শাফাআতের মাকামে) পৌঁছে দিন”^১ সে অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত পাবে।

الصَّلَاةُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত

৬৮২. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ كَثْمَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ

১. বায়হাকীর বর্ণনায় : إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيثَاقَ : “নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার” উল্লিখিত হয়েছে।

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَوةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَوةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَوةٌ لَمَنْ شَاءَ *

৬৮২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার জন্য।

٦٨٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يَصْلُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يَصْلُونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ *

৬৮৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুয়াযযিন আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী মসজিদের খুঁটির নিকট যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ (হুজরা হতে) বের না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। মাগরিবের পূর্বেও তাঁরা (নফল) সালাত আদায় করতেন। তবে মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যে বেশি বিলম্ব করা হত না।

التَّشْدِيدُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ

আযানের পর মসজিদ হতে বাইরে না যাওয়ার হুকুম

٦٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ النَّدَاءِ حَتَّى قَطَعَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ *

৬৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - আশআস ইব্ন আবু শা'সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আযানের পর মসজিদ থেকে বের হল এবং সেখান থেকে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বললেন : এই ব্যক্তি আবুল কাসেম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবাধ্যতা করল।

٦٨٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَخْرَةَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ *

৬৮৫. আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) - - - আবু শা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাতের জন্য আযান দেয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। আবু হুরায়রা (রা) বললেন : এই ব্যক্তি আবুল কাসেম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্য হল।

إِذَا نَ الْمُؤَذِّنِينَ الْإِنْمَةَ بِالصَّلَاةِ

সালাত আরম্ভ হওয়ার সময় মুয়াযযিন কর্তৃক ইমামকে অবহিত করা

৬৮৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَيُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدَرُ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ فَيُخْرِجُ مَعَهُ - وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ *

৬৮৬. আহমদ ইবন আমর ইবনুস সারাহ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ ইশার সালাতের পর থেকে ফজরের সালাত পর্যন্ত সময়ে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাতেন। বিতরের এক রাক'আত পড়তেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, সে সময়ে তোমাদের একজন কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে। তারপর মাথা উঠাতেন। মুয়াযযিন আযান দেওয়া শেষ করলে তিনি ফজরের সালাতের সময় জ্ঞাত হয়ে দুই রাক'আত সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতেন এবং ডান পার্শ্বে শুয়ে পড়তেন। মুয়াযযিন ইকামতের বিষয়ে তাঁর নিকট আসত। তিনি তার সঙ্গে বের হতেন।

৬৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَوَصَفَ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَ رَكْعَةً بِالْوُتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى اسْتَنْقَلَ فَرَأَيْتُهُ يَنْفُخُ وَآتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

১. অর্থাৎ দু' রাক'আতের সাথে এক রাক'আত যুক্ত করে বিতর সালাতকে তিন রাক'আত আদায় করতেন এবং তিন রাক'আত শেষে সালাম ফিরাতেন। বিতর সালাত সম্পর্কে এ কিতাবের 'কিয়ামুল লায়ল' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। - অনুবাদক

৬৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কিভাবে সালাত আদায় করতেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বিতরসহ এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর ঘুমাতেন। একদা তাঁর নিদ্রা গভীর হলো এবং তাঁর নাকের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় বিলাল (রা) তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন : (আসসালাতু ইয়া রাসূলান্নাহ!) ইয়া রাসূলান্নাহ ! সালাত। তিনি উঠলেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। (তবে) তিনি উঠ করেন নি।^১

إِقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

ইমাম বের হওয়ার সময় মুয়ায্বিন কর্তৃক ইকামত বলা

৬৮৮. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ *

৬৮৮. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতের ইকামত হলে আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবেন না।

১. যেহেতু নিদ্রাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তর জাগ্রত থাকত, সেহেতু নিদ্রায় তাঁর উঠ ভঙ্গ হত না। ঙখতের কারো জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। -অনুবাদক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ

অধ্যায় : মসজিদ

الْفَضْلُ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

৬৮৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنِيسَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَذْكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *

৬৮৯. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আমর ইব্ন আনবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, যাতে আল্লাহকে স্মরণ করা হবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করবেন।

الْمُبَاهَاةُ فِي الْمَسَاجِدِ

মসজিদের ব্যাপারে গর্ব করা

৬৯০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتْبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ *

৬৯০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মসজিদের ব্যাপারে লোকের পরস্পরে গর্ব করা কিয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত।

ذَكَرُ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ أَوَّلًا

প্রথম মসজিদের আলোচনা

৬৭১. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنِ فِي السُّكَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السُّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ أَوَّلًا قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ وَكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحِينَئِذَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ *

৬৯১. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাস্তায় বসে আমার পিতার নিকট কুরআন পাঠ করতাম, যখন আমি সিজদার আয়াত পাঠ করলাম তিনি সিজদা করলেন, তখন আমি বললাম আব্বা! আপনি রাস্তায় সিজদা করছেন ! তিনি বললেন, আমি আবু যর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয় ? তিনি বলেছিলেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, এতদূরত্বের মধ্যে ব্যবধান কত ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। আর যমীন তোমার জন্য মসজিদ (সিজদার স্থান)। অতএব যেখানেই সালাতের সময় হবে, সালাত আদায় করবে।

فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

মসজিদে হারামে সালাতের ফযীলত

৬৭২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ *

৬৯২. কুতায়বা (র) - - - - ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন মা'বাদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদে সালাত আদায় করবে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম।

الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ

কা'বায় সালাত আদায় করা

৬৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ *

৬৯৩. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ, উসামা ইবন যায়দ (রা), বিলাল (রা) এবং উসমান ইবন তালহা (রা) কা'বায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খুললেন, তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম। বিলাল (রা)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তার ভেতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি ইয়ামানী দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে সালাত আদায় করেছেন।

فَضْلُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

মসজিদুল আকসার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করার ফযীলত

٦٩٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْنَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ ابْنِ الدِّلْمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالَ ثَلَاثَةِ سَأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَوْتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ فَأَوْتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَّغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ *

৬৯৪. আমর ইবন মানসূর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইবন দাউদ (আ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন : তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন এমন ফয়সালা যা তাঁর ফয়সালার মত হয়। তা তাঁকে প্রদান করা হল। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইলেন এমন রাজ্য, যার অধিকারী তারপর আর কেউ হবে না। তাও তাঁকে দেয়া হল। আর যখন তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করলেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে সালাতের জন্য আগমন করবে, তাকে যেন পাপ থেকে ঐদিনের মত মুক্ত করে দেন যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

فَضْلُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

মসজিদে নববী ও এর অভ্যন্তরে সালাত আদায় করার ফযীলত

٦٩٥. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي

سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَمِيُّ الْجَهَنِّيَّ وَ كَانَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ
 أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَوةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَوةٍ فِيمَا
 سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مَسْجِدُهُ أَخِرُ
 الْمَسَاجِدِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ تَشْكُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَنَا أَنْ نَسْتَنْثِبَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تَوَفَّى أَبُو هُرَيْرَةَ ذَكَرْنَا
 ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ
 سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالِسْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ
 الْحَدِيثَ وَ الَّذِي فَرَطْنَا فِيهِ مِنْ نَحْوِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَنَّهُ أَخِرُ الْمَسَاجِدِ *

৬৯৫. কাছীর ইবন উবায়দ (র) - - - আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান এবং জুহানীদের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আবু আবদুল্লাহ আগার (র) থেকে বর্ণিত, যাঁরা আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : মসজিদে নববীর এক সালাত মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের এক হাজার সালাত থেকে উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ নবী, আর তাঁর মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ। আবু সালামা এবং আবু আবদুল্লাহ বলেন : আমাদের সন্দেহ ছিল না যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস থেকে এটা বর্ণনা করতেন। কাজেই আবু হুরায়রা (রা) এই হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন কিনা সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা থেকে আমরা বিরত রইলাম। যখন আবু হুরায়রা (রা) ইস্তিকাল করলেন, আমরা তা আলোচনা করলাম এবং এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা না করার জন্য একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলাম। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যদি শুনেই থাকতেন তবে তাঁর থেকে বর্ণনা করলেন না কেন? আমরা এই অবস্থায় ছিলাম এমন সময় আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ইবন কারিয আমাদের নিকট এসে বসলেন। তখন আমরা এই হাদীসের ব্যাপারে আলোচনা করলাম এবং আমরা যে আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের বর্ণনায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে অবহেলা করেছি, তাও বললাম। আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি সর্বশেষ নবী আর এ মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ।

٦٩٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ *

৬৯৬. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যস্থিত স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

১. 'সর্বশেষ মসজিদ' এ কথার তাৎপর্য এই যে, মসজিদে নববী (স) দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ তিন মসজিদের সর্বশেষ মসজিদ কিংবা এটি নবীগণের মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ মসজিদ। - অনুবাদক

৬৯৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ قَوَائِمَ مَنَبَرِي هَذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ *

৬৯৭. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার এই মিন্বরের খুঁটিসমূহ জান্নাতের উপরই স্থাপিত।

ذِكْرُ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা

৬৯৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدٌ قُبَاءٌ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ مَسْجِدِي هَذَا *

৬৯৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) দুই ব্যক্তি প্রথম 'তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদ' সম্বন্ধে বিতর্ক করছিল। এক ব্যক্তি বলল, তা হল মসজিদে কুবা, অন্যজন বলল, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হল আমার এই মসজিদ।

فَضْلُ مَسْجِدِ قُبَا وَ الصَّلَاةِ فِيهِ

মসজিদে কুবা ও তাতে সালাত আদায় করার ফযীলত

৬৯৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا *

৬৯৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে গমন করতেন সওয়ার হয়ে এবং পদব্রজে।

৭০০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلِيمَانَ الْكَرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنَ حَنِيفٍ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلُ عُمْرَةٍ *

৭০০. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইবন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বের হয়ে এই মসজিদে কুবায়ে আগমন করবে এবং তাতে সালাত আদায় করবে, এটা তার জন্য এক উমরার সমতুল্য হবে।

مَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

যে মসজিদের জন্য সওয়ারী প্রস্তুত করা যায়

৭.১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى *

৭০১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।^১

اتِّخَاذُ الْبَيْعِ مَسَاجِدَ

গির্জাকে মসজিদ বানানো

৭.২. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُلَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَقَدَّا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرَنَا أَنْ بَارِضَنَا بَيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضَّمْضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوا فَإِذَا آتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَانْكَسِرُوا بِبَيْعَتِكُمْ وَأَنْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا قُلْنَا إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرُّ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ فَقَالَ مَدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طَيْبًا فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِبَيْعَتِنَا ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا فَتَدَانَا فِيهِ بِالْأَذَانِ قَالَ وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِّنْ طَيْءٍ فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ دَعْوَةٌ حَقٌّ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ثَلَاثَةً مِّنْ تِلَاعِنًا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ *

৭০২. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - তালক ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা প্রতিনিধি হিসাবে নবী ﷺ-এর নিকট আগমনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পরে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমরা তাঁকে অবহিত করলাম যে, দেশে আমাদের একটা গির্জা রয়েছে। আমরা তাঁকে উয়ূর উদ্বৃত্ত পানি দিতে অনুরোধ জানালাম। তিনি কিছু পানি আনিয়ে উয়ূ এবং কুল্লি করলেন, তারপর একটি পাত্রে তা ঢেলে দিলেন। আর আমাদের তা নিতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা

১. এই তিন মসজিদের মর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এরূপ বলা হয়েছে, অপর কোন স্থানে যাওয়া থেকে নিষেধ করার জন্য নয়। তবে এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন যে, কোন ওলী-দরবেশের মাযার বা অপর কোন বিশেষ স্থান যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়া এই নিষেধের অন্তর্গত। - অনুবাদক

যাও। যখন তোমরা তোমাদের দেশে পৌছবে, তখন তোমাদের ঐ গির্জাটি ভেঙ্গে ফেলবে আর সেখানে এ পানি ঢেলে দেবে। তারপর সেটাকে মসজিদ বানাবে। আমরা বললাম, আমাদের দেশ অনেক দূরে, গরমও অত্যধিক, পানি শুকিয়ে যাবে। তিনি বললেন, এর সাথে আরও পানি মিশ্রিত করে নেবে। তাতে ঐ পানির সুঘ্রাণ আরও বাড়বে। আমরা সেখান থেকে বের হয়ে আমাদের দেশে পৌছলাম এবং আমাদের গির্জাটি ভেঙ্গে ফেললাম। তারপর তার স্থানে পানি ঢেলে দিলাম আর ওটাকে মসজিদরূপে ব্যবহার করলাম। আমরা তাতে আযান দিলাম। রাবী বলেন : পাদ্রী ছিল তার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। সে আযান ধ্বনি শুনে বলল, এ তো সত্যের প্রতি আহ্বান। তারপর সে ঢালু স্থানের দিকে চলে গেল। তাকে আমরা আর দেখিনি।

نَبَشِ الْقُبُورِ وَاتَّخِذِ أَرْضَهَا مَسْجِدًا

কবরের স্থান সমান করে মসজিদ বানানো

৭.৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فِي عَرْضِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النُّجَارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سِيُوفِهِمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدِيفُهُ وَمَلَأٌ مِنْ بَنِي النُّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النُّجَارِ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِي النُّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ هَذَا قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خَرِبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَتَنْبِشَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ :

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَأَنْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

৭০৩. ইমরান ইব্ন মুসা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি মদীনার এক প্রান্তে বনু আমর ইব্ন আওফ নামক এক গোত্রে অবতরণ করলেন। তিনি সেখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা তাদের তলোয়ার লটকিয়ে আগমন করলেন, আমি যেন এখনও দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীর উপর আর আবু বকর (রা) তাঁর পেছনে উপবিষ্ট। আর বনু নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় সুনানু নাসাই শরীফ (১ম খণ্ড)—৪১

লোকেরা তাঁর চতুর্পার্শ্বে চলতে চলতে তিনি আবু আইয়্যুব (রা)-এর ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। তিনি সালাতের সময় যেখানেই থাকতেন, সেখানেই সালাত আদায় করতেন। তিনি বকরীর পালের স্থানেও সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁকে মসজিদ তৈরি করার আদেশ দেয়া হলে তিনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা আগমন করলে তিনি বললেন, হে বনু নাজ্জারের লোক সকল! তোমরা তোমাদের এ স্থানটি আমার নিকট বিক্রয় কর। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা এর মূল্য গ্রহণ করব না। এর মূল্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইব। আনাস (রা) বলেন : সেখানে মুশরিকদের কবর, ভগ্ন গৃহ এবং খেজুর গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলে ঐ সকল কবর সমতল করে দেয়া হল আর খেজুর গাছ কেটে ফেলা হল এবং বিধ্বস্ত ঘরগুলো ভেঙ্গে সমান করে দেয়া হলো। সাহাবীগণ কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করে খেজুর গাছ রাখলেন এবং পাথর দ্বারা তার গোড়া ভরাট করলেন। তারপর শিলাখণ্ডগুলো সরাচ্ছিলেন আর ছড়া গাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা বলছিলেন :

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةَ

“হে আল্লাহ! আখিরাতের মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল, আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সাহায্য করুন।”

النَّهْيُ عَنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

কবরকে মসজিদরূপে ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা

৭.৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبِئْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَ يُونُسَ قَالَا قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ *

৭০৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (রা) - - - আয়েশা (রা) এবং ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর চেহারা উপর চাদর ফেলেছিলেন আর যখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল, তখন তিনি তাঁর চেহারা হতে জ সরিয়ে ফেলেছিলেন, আর ঐ অবস্থায় তিনি বলছিলেন, ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

৭.৫. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِالْحَبِشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا تِيكَ الصُّورَ أَوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

৭০৫. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা এবং উম্মে সালামা (রা) একটি গির্জার উল্লেখ করেছিলেন, যা তারা হাবশায় দেখেছেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের মধ্যে যখন কোন নেককার লোক মৃত্যুবরণ করত, তখন তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং ঐ সকল লোকের ছবি তৈরি করে রাখত। কিয়ামতে তারা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে।

الْفَضْلُ فِي اثْنَانِ الْمَسَاجِدِ

মসজিদে আগমনের ফযীলত

৭.৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حِينَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرَجُلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَرَجُلٌ تَمْحُو سَيِّئَةً *

৭০৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে মসজিদের দিকে বের হয়, তখন তার এক পদক্ষেপে একটি নেকী লেখা হয় আর এক পদক্ষেপে একটি গুনাহ মুছে যায়।

النَّهْيُ عَنْ مَنَعَ النِّسَاءِ مِنْ اثْنَانِ الْمَسَاجِدِ

মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করার নিষেধাজ্ঞা

৭.৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُمْنَعُهَا *

৭০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারও স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তবে সে যেন তাকে নিষেধ না করে।

مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

মসজিদে যেতে যাকে নিষেধ করা হবে

৭.৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ

- আলোচ্য হাদীসের আলোকে সাধারণভাবে মহিলাদের মসজিদে গমনাগমনের অনুমতি প্রমাণিত হয়। আবার কোন কোন হাদীসের মাধ্যমে সুগন্ধি ও অলংকার বর্জন করে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু হযরত 'আয়েশা (রা) তাঁর কালে মহিলাদের মসজিদে গমনে আপত্তি তুলেছিলেন। বর্তমানকালের ইসলামী আইনবেত্তাগণ যুগের দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের মসজিদে যাওয়াকে অপছন্দ করেছেন।

جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ الثُّومِ
ثُمَّ قَالَ الثُّومُ وَ الْبَصَلُ وَ الْكَرَاثُ فَلَا يَقْرَبُنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهَا يَتَأَذَّى
مِنْهُ الْإِنْسُ *

৭০৮. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
যে ব্যক্তি এ গাছ থেকে খায়, প্রথম দিন তিনি বলেছেন, রসুন; তারপর তিনি বলেছেন, রসুন, পিয়াজ এবং
কুররাছ।^১ সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে। কেননা ফেরেশতাগণ কষ্টানুভব করেন যদ্বারা মানুষ
কষ্ট অনুভব করে থাকে।^২

مَنْ يُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

মসজিদ থেকে যাকে বের করে দেয়া হবে

٧.٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مُعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّكُمْ أَيُّهَا
النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلُ وَ الثُّومُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ
اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيَمِتْهُمَا
طَبْحًا *

৭০৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - মা'দান ইব্ন আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)
বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা দু'প্রকার সবজি খেয়ে থাক। আমি এতদুভয়কে নিকৃষ্ট মনে করি। তা হলো
পিয়াজ এবং রসুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি কারও নিকট থেকে এর গন্ধ পেতেন, তখন
তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। এরপর তাকে বাকী'-এর দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব যে
ব্যক্তি তা খায়, সে যেন তা পাকিয়ে গন্ধমুক্ত করে ফেলে।

حُزِبُ الْخِبَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে পর্দা লটকানো

٧١. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ . عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفَ صَلًى الصُّبْحِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ

১. স্বাদে ও গন্ধে পিয়াজের মত এক প্রকার সবজি, কিন্তু পিয়াজ গোলাকৃতি আর কুররাছ লম্বা।

২. কাঁচা পিয়াজ ও রসুন দুর্গন্ধময়। অতএব এ ধরনের গন্ধযুক্ত বস্তু যথা, মুখের দুর্গন্ধ, ঘামের গন্ধ, তামাকের গন্ধ
ইত্যাদি গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করাও এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

أَنْ يَّعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَّعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضْرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةَ فَضْرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضْرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبِرُّ تُرْدَنَ فَلَمْ يَّعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ *

৭১০. আবু দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইতিকাক্ষ করার ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের সালাত আদায় করার পর যে স্থানে ইতিকাক্ষের ইচ্ছা করতেন, সেখানে প্রবেশ করতেন। তিনি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাক্ষের ইচ্ছা করলেন আর তাঁর স্থাপনের আদেশ দিলেন এবং তাঁর জন্য তাঁর খাটানো হলো। আর হাফসা (রা) আদেশ করলে তাঁর জন্যও তাঁর খাটানো হলো, যয়নব (রা) তাঁর তাঁর দেখলেন। তিনিও আদেশ করলেন, তাঁর জন্যও পৃথক তাঁর খাটানো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা কি নেকীর প্রত্যাশা করছো? তিনি সে রমযান মাসে ইতিকাক্ষ করলেন না এবং শাওয়াল মাসে দশদিন ইতিকাক্ষ করলেন।

٧١١. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمِيَّةً رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضْرِبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ *

৭১১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাদ (রা) খন্দকের যুদ্ধে আহত হলেন। এক কুরায়শ ব্যক্তি তাঁর বাহুতে তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে তাঁর জন্য একটি তাঁর খাটালেন, যাতে তিনি নিকট থেকে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন।

إِدْخَالُ الصُّبَّانِ الْمَسَاجِدِ

মসজিদে শিশুদের নিয়ে প্রবেশ করা

٧١٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيَعْبُدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَوَتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

৭১২. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইবন সুলায়ম যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুল আস ইবন রবীর কন্যা উমামাকে কোলে নিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা যয়নব (রা)। তিনি

ছিলেন ছোট বালিকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বহন করেই বেড়াতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন তাঁকে কাঁধে রেখেই। তিনি রুকু' করার সময় তাঁকে রেখে দিতেন। দাঁড়ালে আবার কাঁধে তুলে নিতেন। এমনভাবে তিনি তাঁর সালাত শেষ করলেন।

رَبَطُ الْأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধা

৭১৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطَ بِسَارِيَةِ مِّنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ (مختصر) *

৭১৩. কুতায়বা (র) - - - সাঈদ ইব্ন আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল সৈন্য নাজদের দিকে পাঠালেন। তারা ইয়ামামাবাসীদের সর্দার সুমামা ইব্ন উসাল নামক বনু হানীফার জনৈক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসলেন। এরপর তাকে মসজিদের এক খুঁটির সাথে বাঁধা হলো। (সংক্ষিপ্ত)

ادْخَالَ الْبَيْعِ الْمَسْجِدِ

মসজিদে উট প্রবেশ করানো

৭১৪. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَى بَيْعِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ *

৭১৪. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে উটে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করলেন এবং লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে চুমা দিলেন।

النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحْلُقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও জুমু'আর সালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসার নিষেধাজ্ঞা

৭১৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحْلُقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ *

৭১৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)- - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ জুমু'আর দিন সালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে এবং মসজিদে জন্ম-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে কবিতা পাঠের নিষেধাজ্ঞা

৭১৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ *

৭১৬. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ মসজিদে কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

الرُّخْصَةُ فِي انِّشَادِ الشُّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে উত্তম কবিতা পাঠের অনুমতি

৭১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ ابْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ أَتَشَدْتُ وَفِيهِ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ التَفْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي أَلَلَّهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَلَلَّهُمَّ نَعَمْ *

৭১৭. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা উমর (রা) হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে মসজিদে কবিতা পাঠ করতে দেখলেন। তিনি তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বললেন : আমি তো মসজিদে, এই সময় কবিতা পাঠ করেছি, যখন তাতে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ) উপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : আপনি কি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শোনেন নি [হে হাস্‌সান !] ? আমার পক্ষ থেকে উত্তর দাও। হে আল্লাহ! তাকে রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করুন ? তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, হ্যাঁ।

النَّهْيُ عَنْ انِّشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

৭১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَجَدْتُ *

৭১৮. মুহাম্মদ ইবন ওহাব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি মসজিদে এসে হারানো বস্তুর ঘোষণা দিতে লাগল। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি যেন না পাও।

إِظْهَارُ السَّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে হাতিয়ার বের করা

৭১৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسَوَّرِ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسْمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ *

৭১৯. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমর (রা)-কে বললাম, আপনি কি জাবিরকে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি কতকগুলো তীর নিয়ে মসজিদে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : এর ধারাল দিক হাতে ধর ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে তাশবীক করা

৭২০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ قُلْنَا لَا قَالَ قُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ *

৭২০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং আলকামা (রা) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাদের বললেন, এরা কি সালাত আদায় করেছে ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, উঠ, সালাত আদায় কর। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াতে মনস্থ করলাম। তিনি আমাদের একজনকে তাঁর ডানদিকে এবং অন্যজনকে তাঁর বামদিকে দাঁড় করালেন। তিনি আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে সালাত আদায় করলেন। পরে যখন রুকুতে গেলেন, তখন তাঁর অঙ্গুলির মধ্যে তাশবীক^১ করলেন এবং তা দুই হাঁটুর মধ্যস্থলে রাখলেন এবং বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

১. তাশবীক অর্থ ---আঙ্গুলসমূহকে পরস্পর ঢুকিয়ে জালের মত করা। এরূপ পদ্ধতি রহিত হয়ে গেছে। যেমন সালাতে ইমাম ব্যতীত দুইজন লোক থাকলে তাদেরকে ডানে বামে দাঁড় করানোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৭২১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৭২১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবরাহীমকে আলকামা (র) এবং আসওয়াদ (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বলতে শুনেছি, এরপর তিনি পূর্ববৎ উল্লেখ করলেন।

الِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে শয়ন করা

৭২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى *

৭২২. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাদ ইবন তামীম (র)-এর চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মসজিদে এক পা অন্য পায়ের উপর রাখা অবস্থায় (শুয়ে থাকতে) দেখেছেন।

النُّومُ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে নিদ্রা যাওয়া

৭২৩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌ عَزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ *

৭২৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় শয়ন করতেন আর তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক, তাঁর স্ত্রী ছিল না।

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে থুথু ফেলা

৭২৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا *

৭২৪. কুতায়বা (র) - - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মসজিদে থুথু ফেলা পাপ এবং এর কাফ্ফারা হলো তা পুঁতে ফেলা।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

মসজিদের কিবলার দিকে কফ ফেলার নিষেধাজ্ঞা

৭২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى *

৭২৫. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের কিবলার দেয়ালে থুথু দেখে তা উঠিয়ে ফেললেন, তারপর লোকদের দিকে মুখ করে বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সম্মুখ দিকে থুথু না ফেলে। কেননা যখন সে সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার সামনে থাকেন।

ذَكَرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

সালাতে সামনে অথবা ডানদিকে থুথু ফেলার ব্যাগারে নবী ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা

৭২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحِصَاةٍ وَنَهَى أَنْ يُبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى *

৭২৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা পাথরের টুকরা দ্বারা ঘষে উঠিয়ে ফেললেন এবং তিনি নিষেধ করলেন যেন কোন ব্যক্তি তার সামনে অথবা ডানদিকে থুথু না ফেলে এবং বললেন : সে বামদিকে অথবা বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলবে।

الرُّخْصَةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

মুসল্লীর জন্য পেছনে অথবা বামদিকে থুথু ফেলার অনুমতি

৭২৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَّكَه *

৭২৭. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - তারিক ইবন আবদুল্লাহ আল মুহারিবি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি সালাত আদায় করতে থাকবে, তখন তোমার সামনে অথবা তোমার ডানদিকে থুথু ফেলবে না, তোমার পেছনে অথবা বামদিকে ফেলতে পার যদি সালাতের বাইরে থাক, তা না হলে এরূপ, এই বলে তিনি পায়ের নিচে থুথু ফেললেন এবং তা মলে ফেললেন।

بِأَيِّ الرَّجُلَيْنِ يَذُكُّ بِصَافَةٍ

কোন পায়ে থুথু মলে বিনাশ করবে

৭২৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবুল আ'লা ইবন শিখখীর-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি দেখলাম যে, তিনি নাক ঝাড়লেন এবং তা তাঁর বাম পা দ্বারা মলে ফেললেন।

تَخْلِيْقُ الْمَسْجِدِ

মসজিদকে সুগন্ধিময় করা

৭২৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের কিবলার দিকে নাকের ময়লা দেখে এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তখন এক আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে তা মুছে ফেলে তদন্তে খলুক নামক সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা কতইনা উত্তম কাজ।

الْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়

৭৩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الْغِيلَانِيُّ بِصُرِّيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَابْنَ أُسَيْدٍ يَقُولَانِ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ *

৭৩০. সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ গায়লানী বাসরী (র) - - - আবদুল মালিক ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু হুমায়দ এবং আবু উসায়দকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে : اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ১ আর যখন বের হয় তখন যেন বলে : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ২

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

বসার পূর্বে সালাতের নির্দেশ

৭৩১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ *

৭৩১. কুতায়রা (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে।

الرُّخْصَةُ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

সালাত ব্যতীত মসজিদে বসা ও বের হওয়ার অনুমতি

৭৩২. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخْلَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلْفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَ يَخْلِفُونَ لَهُ وَ كَانُوا بِضْعًا وَ ثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِلَانِيَتَهُمْ وَ بَايَعَهُمْ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَ كُلَّ سَرَائِرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالِ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا

১. অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।

২. হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।

خَلَقَكَ أَلَمْ تَكُنْ ابْتِغَتْ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَاخِرُجٌ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ فَقَدْ عَلِمْتُ لَنَنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ لِيَرْضَى بِهِ عَنِّي لِيُوشِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسَخِّطُكَ عَلَيَّ وَلَنَنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُوا فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرُ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ * (مختصر)

৭৩২. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কা'ব ইবন মালিককে তবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তার যোগদান থেকে বিরত থাকার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাৱে তবুক থেকে আগমন করলেন। তিনি যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর লোকদের সাথে বসতেন। এইবার যখন তিনি এরূপ করলেন, তখন যারা জিহাদে যোগদান থেকে বিরত ছিল, তারা এসে তাঁর নিকট যোগদান না করার অজুহাত পেশ করতে আরম্ভ করল এবং তাঁর নিকট কসম করতে লাগল। তারা সংখ্যায় আশিজনের অধিক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক কারণগুলো মেনে নিলেন এবং তাদের বায়আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা চাইলেন। আর তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলেন। এমন সময় আমি সেখানে আসলাম। আমি যখন সালাম করলাম তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন : আস। আমি এসে তাঁর সম্মুখে বসে পড়লাম। তিনি বললেন : তোমাকে কিসে ফিরিয়ে রাখল, তুমি কি সওয়ারী সংগ্রহ করেছিলে না? আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদারের সামনে উপবিষ্ট থাকতাম তা হলে আমার মনে হয় আমি তার ক্রোধ হতে বের হয়ে যেতে পারতাম, আমাকে বাক চাতুর্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি, আজ যদি আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলি, তাহলে তাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার উপর ক্রোধান্বিত করে দেবেন। আর যদি সত্য কথা বলি, তা হলে আপনি হয়ত আমার উপর ক্রোধান্বিত হবেন। তবে আমি আল্লাহর ক্ষমা কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনার সাথে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিলাম, তখনকার চাইতে কোন সময় অধিক শক্তিশালী অথবা অধিক সম্পদশালী ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। উঠ, অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন ফয়সালা করেন। তখন আমি উঠে গেলাম। (সংক্ষিপ্ত)

صَلَاةُ الذِّي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

মসজিদের নিকট দিয়ে গমনকারীর সালাত

٧٣٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَعْلَى قَالَ كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَمَرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّي فِيهِ *

৭৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় আমরা ভোরে বাজারের দিকে যেতাম। তখন আমরা মসজিদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সালাত আদায় করতাম।

الْتَرغِيبُ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ

সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

٧٣٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ *

৭৩৪. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে যতক্ষণ মুসাল্লায় বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য নিম্নরূপ দোয়া করতে থাকেন : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন), যাবৎ না তার উষ ভঙ্গ হয়।

٧٣٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عُقَبَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ *

৭৩৫. কুতায়বা (র) - - - আইয়াশ ইব্ন উকবা (র) থেকে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইব্ন মাইমুন তাঁকে বলেছেন যে, তিনি সাহল আস-সাদ্দী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মসজিদে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, সে যেন সালাতের মধ্যে থাকে।

ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْأَيْلِ

উটের বসার স্থানে সালাত আদায়ে নবী ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা

٧٣٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْأَيْلِ *

৭৩৬. আমর ইবন আলী (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের বসার স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

এ ব্যাপারে অনুমতি

৭৩৭. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا إِنَّمَا أَدْرَكَ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ صَلَّى *

৭৩৭. হাসান ইবন ইসমাইল ইবন সুলায়মান (র) - - - জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার জন্য সমগ্র যমীনকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি যেখানেই সালাত পায়, সেখানেই সালাত আদায় করবে।

الصَّلَاةُ عَلَى الْحَصِيرِ

মাদুরের ওপর সালাত

৭৩৮. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهَا فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهَا فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَأَتَاهَا فَعَمِدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَتَضَحَّتْ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلُّوا مَعَهُ *

৭৩৮. সাঈদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ উমাবী (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিবেদন করলেন, তিনি যেন তাঁর নিকট আগমন করে তাঁর ঘরে সালাত আদায় করেন। তাহলে তিনি ঐস্থানকে সালাতের স্থান নির্ধারণ করে নেবেন। তিনি তাঁর ঘরে আসলেন, তখন তিনি একটি চাটাইর ব্যবস্থা করলেন এবং পানি দ্বারা তা মুছে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর সালাত আদায় করলেন এবং অন্য লোকেরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন।

الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ

শুধু সিজদা করা যায় এমন ক্ষুদ্র চাটাইয়ের ওপর সালাত

৭৩৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنَى الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ *

৭৩৯. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুমরার^১-এর ওপর সালাত আদায় করতেন।

الصَّلَاةُ عَلَى الْمِنْبَرِ

মিষরের উপর সালাত আদায় করা

৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَرَفُ مِمَّ هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مَرَى غُلَامَكَ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُ فَعَمَلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَبَهَا فَوَضِعَتْ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَقِيَ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي *

৭৪০. কুতায়বা (র) - - - আবু হাযিম ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন লোক সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা)-এর নিকট আসলেন, তাঁরা মিষরের ব্যাপারে সন্দেহ করতে লাগলেন যে, তার কাঠ কোথা থেকে আনা হয়েছে। তারা তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি জানি তা কোথা থেকে আনা হয়েছে। প্রথম যেদিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে উপবেশন করেছিলেন, সেদিন আমি তা দেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন যে, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আদেশ কর, সে যেন আমার জন্য একটা কাঠের মিষর তৈরি করে দেয়, আমি লোকের সাথে কথা বলার সময় তাতে বসব। ঐ রমণী তাকে আদেশ করলে সে অরণ্যের ঝাউ বৃক্ষের কাঠ দ্বারা তা বানালো এবং মহিলার কাছে তা নিয়ে আসল। সে মহিলা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর নির্দেশে তা এখানে রাখা হলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাতে আরোহণ করে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি এর উপর থেকেই তাকবীর বললেন ও রুকু করলেন। তারপর তিনি পেছনে সরে মিষরের মূলে সিজদা করলেন। তিনি পুনরায় মিষরে আরোহণ করলেন। তারপর তিনি সালাত শেষ করে লোকের দিকে মুখ করে বললেন : হে লোক সকল! আমি এক্রপ করলাম যাতে তোমরা আমার ইকতিদা করতে পার এবং আমার সালাত সম্পর্কে তোমরা জানতে পার।

১. খুমরা - খেজুর পাতার তৈরি ছোট চাটাইবিশেষ, যার উপর সালাত আদায়কালে শুধু সিজদা করা যায়।

الصَّلَاةُ عَلَى الْحِمَارِ

গাধার ওপর সালাত

৭৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى خَيْبَرَ *

৭৪১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গাধার ওপর সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন তিনি খায়বার অভিযাত্রী ছিলেন।

৭৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ *

৭৪২. মুহাম্মদ ইব্ন মানসুর (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গাধার ওপর সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তখন তিনি খায়বার অভিযাত্রী ছিলেন আর কিবলা ছিল তাঁর পেছনে।

كِتَابُ الْقِبْلَةِ

অধ্যায় : কিবলা

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : কিবলার দিকে মুখ করা

৭৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ إِنَّ وَجْهَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ وَجَّهَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ *

৭৪৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আগমনের পর ষোল মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। তারপর তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হলো। এরপর এক ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছিলেন, আনসার সম্প্রদায়ের একদল লোকের নিকট গিয়ে বললেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কা'বা অভিমুখী করা হয়েছে। ফলে তাঁরা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : যে অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করা বৈধ

৭৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

৭৪৪. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে তাঁর সওয়ারীর উপর সওয়ারী যেকোনো মুখ করত সেদিকেই মুখ করে সালাত আদায় করতেন। মালিক (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন-দীনার বলেছেন, ইবন উমরও এরূপই করতেন।

٧٤٥. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ *

৭৪৫. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যেকোনো মুখ করতো সেদিকে ফিরেই তিনি সালাত আদায় করতেন। তারপর বিতর আদায় করতেন কিন্তু তিনি এর ওপর ফরয সালাত আদায় করতেন না।

بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَا بَعْدَ الاجْتِهَادِ

পরিচ্ছেদ : ইজতিহাদের পর ভুলের প্রকাশ

٧٤٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقَبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ أَنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ *

৭৪৬. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোক কুবায় ফজরের সালাতে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এই রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে তাঁকে কিবলার দিকে মুখ করার আদেশ করা হয়েছে। অতএব আপনারা কিবলার দিকে মুখ করুন। তখন তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে, পরে তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

سُتْرَةُ الْمُصَلِّي

মুসল্লীর সুতরা ব্যবহার করা

٧٤٧. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ *

৭৪৭. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ দূরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাত আদায়কারীর সুতরা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তা হাওদার পেছনের হেলান-কাঠের ন্যায়।^১

৭৪৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا *

৭৪৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তিনি বর্শার ফলা পুঁতে তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।

الْأَمْرُ بِالدُّنُو مِنَ السُّتْرَةِ

সুতারার নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ

৭৪৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سْتُرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَوَتُهُ *

৭৪৯. আলী ইব্ন হুজর ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সুতারার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার নিকটবর্তী হয়। তাহলে শয়তান তার সালাত ভঙ্গ করতে পারবে না।

مِقْدَارُ ذَلِكَ

এর পরিমাণ

৭৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَأَاهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِّنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعَ

১. খোলা জায়গায় সালাত আদায় করার সময় মুসল্লীর সামনে কিছু সুতরা (আড়াল) থাকা উচিত। সুতরা অন্তত এক হাত লম্বা ও আঙ্গুল পরিমিত মোটা হলেই চলে। জামাআতের সালাতে ইমামের সুতরা মুসল্লীদের জন্য যথেষ্ট।

৭৫০. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইব্ন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইব্ন তালহা হাজাবী কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর বলেন : বিলাল যখন বের হলেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কি করলেন? তিনি বললেন, তিনি একটি খুঁটি তাঁর বামদিকে, দু'টি খুঁটি তাঁর ডানদিকে রাখলেন আর তিনটি খুঁটি তাঁর পেছনে রাখলেন। আর বায়তুল্লাহ তৎকালে ছয়টি খুঁটির উপর ছিল, তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। তিনি তাঁর এবং দেয়ালের মধ্যস্থলে প্রায় তিন হাত ব্যবধান রাখলেন।

ذِكْرًا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي سِتْرَةٌ

সালাত আদায়কারীর সামনে সুতরা না থাকলে, যাতে সালাত নষ্ট হয় আর যাতে নষ্ট হয় না

৭৫১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ *

৭৫১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ায়, তখন সে নিজেকে আড়াল করে নেবে যদি তার সামনে হাওদার হেলান কাঠের মত কিছু থাকে। যদি তার সামনে হাওদার হেলান কাঠের মত কিছু না থাকে, তাহলে তার সালাত নষ্ট করবে নারী, গাধা এবং কাল কুকুর। আমি বললাম, লাল ও হলদে কুকুরের তুলনায় কালো কুকুরের অবস্থা কি? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করেছিলাম, যেমন তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ। তখন তিনি বললেন : কাল কুকুর শয়তান।*

৭৫২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ وَهَيْشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ *

৭৫২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন বস্তু সালাত নষ্ট করে? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন : ঋতুমতী নারী, কুকুর। ইয়াহুইয়া বলেন : শু'বা একে মরফু' করেছেন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সনদের ধারা পৌঁছিয়েছেন)।

১. স্ত্রীলোক দৃষ্টি আকর্ষণকারিণী, গাধার স্বর কর্কশ এবং কুকুর ভীতির কারণ। এজন্য বলা হয়েছে যে, এগুলো সালাত বিনষ্টকারী। সালাত বিনষ্ট দ্বারা সালাতের একগুহতা নষ্ট হওয়া বুঝানো হয়েছে।

৭৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانِ لَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَعْرَةَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَا هَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا *

৭৫৩. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং ফযল আমাদের এক গর্দভীর উপর সওয়ার হয়ে আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তারপর তিনি কিছু বললেন, যার অর্থ হচ্ছে, আমরা কোন এক কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম এবং তা থেকে নামলাম এবং ওটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কিছুই বললেন না।

৭৫৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةِ لَنَا وَلَنَا كَلْبِيَّةٌ وَجِمَارَةٌ تَرَعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَجِرَا وَلَمْ يُؤْخَرَا *

৭৫৪. আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র) - - - - ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এক বাগানে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন, সেখানে আমাদের ছোট্ট কুকুর ছিল আর গর্দভী ঘাস খাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে আসরের সালাত আদায় করলেন। তখন যে দু'টি তাঁর সামনে ছিল, না এ দু'টিকে ধমক দেওয়া হয়েছিল, না পেছনে সরানো হয়েছিল।

৭৫৫. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَارِ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلُوا وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلُّوا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعِيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَقَرَعَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ *

৭৫৫. আবুল আশ'আস (র) - - - - সুহায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি এবং বনু হাশিমের এক বালক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে গাধার উপর সওয়ার হয়ে গেলেন। তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তখন তারা অবতরণ করে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত সমাপ্ত না করতেই বনু আবদুল মুত্তালিবের দু'টি বালিকা দৌড়ে আসল। তারা এসে তাঁর হাঁটুদ্বয় ধরল। তিনি তাদের উভয়কে পৃথক করে দিলেন। তখনও তিনি সালাত শেষ করেন নি।

৭৫৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَاذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ فَأَمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْسَلْتُ أَنْسِلًا *

৭৫৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে ছিলাম আর তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি যখন উঠে যেতে চাইলাম, তখন আমি দাঁড়িয়ে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাওয়াটাকে খারাপ মনে করে আস্তে আস্তে (চাদরের নিচ থেকে) বের হয়ে গেলাম।

التَّشْدِيدُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُرَّتِهِ
মুসল্লী ও তার সুতার মাঝখান দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী

৭৫৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ *

৭৫৭. কুতায়বা (র) - - - - বুসর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন খালিদ তাঁকে আবু জুহায়মের নিকট মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারী সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তিনি কি বলতে শুনেছেন তা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। তখন আবু জুহায়ম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি (ক্ষতি ও পাপ) হবে, তাহলে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা সে উত্তম মনে করতো।

৭৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ *

৭৫৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে থাকে তাহলে সে যেন কাউকে তার সামনে দিয়ে যেতে না দেয়, যদি সে না মানে, তাহলে সে যেন শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেয়।

الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
এর অনুমতি

৭৫৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِي حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَافِ أَحَدٌ *

৭৫৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - কাছীর (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম তিনি সাতবার কা'বার তাওয়াফ করলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট বায়তুল্লাহর বরাবর দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর ও তাওয়াফকারীদের মধ্যে কেউ ছিল না।

الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

নিদ্রিত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করার অনুমতি

٧٦٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ *

৭৬০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি তাঁর ও কিবলার মধ্যস্থলে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি বিতরের সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমি বিতরের সালাত আদায় করতাম।

النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقَبْرِ

কবরের দিকে সালাত আদায় করার নিষেধাজ্ঞা

٧٦١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ وَائِلَةَ ابْنِ الْأَشْعَقِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا *

৭৬১. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবু মারসাদ গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না এবং তার উপর উপবেশন করবে না।

الصَّلَاةُ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

ছবিওয়ালা কাপড়ের দিকে সালাত আদায় করা

٧٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ
تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ
أَخْرِيه عَنِّي فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ *

৭৬২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা সান'আনী (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল যাতে ছবি ছিল। আমি তা ঘরের তাকের দিকে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ্ তার দিকে সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি বলেছিলেন : হে আয়েশা ! ওটা আমার সম্মুখ থেকে সরেও। আমি সরিয়ে ফেললাম এবং তা দ্বারা বালিশ বানালাম।

النَّصْلِيُّ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سِتْرَةٌ

মুসল্লী এবং ইমামের মধ্যে আড়াল

٧٦٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَيَخْتَجِرُهَا
بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا فَقَطَّنَ لَهُ النَّاسُ فَصَلُّوا بِصَلَوَتِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْحَصِيرَةُ فَقَالَ
اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنْ أَحَبَّ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ تَرَكَ مُصَلَّاهُ ذَلِكَ فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ إِذَا عَمِلَ
عَمَلًا أَثْبَتَهُ *

৭৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ -এর একখানা মাদুর ছিল। তিনি দিনের বেলা তা বিছাতেন এবং রাতের বেলায় তা দ্বারা কুঠুরির মতো বানাতেন এবং তার ভেতর সালাত আদায় করতেন। লোক তা জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে সালাতে শরীক হতেন, তখন তাঁর মধ্যে এবং তাদের মধ্যে থাকত ঐ মাদুর। তিনি বললেন, যতক্ষণ সামর্থ্য হয়, খুশিমনে আমল করতে থাক। তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত না হও ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের থেকে অনুগ্রহের ধারা বন্ধ করেন না। আর আল্লাহর নিকট ঐ আমলই সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় যা স্থায়ীভাবে করা হয়। যদিও তা স্বল্প হয়। তারপর তিনি তাঁর এই সালাতের স্থান ত্যাগ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর সেখানে ফিরে আসেন নি। তিনি যখন কোন কাজ আরম্ভ করতেন, তা সব সময় আদায় করতেন।

الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

এক বস্ত্রে সালাত

٧٦٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ
أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ *

৭৬৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক বস্ত্রে সালাত আদায় করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'খানা কাপড় রয়েছে ?

৭৬৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتٍ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَضْعَا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ *

৭৬৫. কুতায়বা (র) - - - - উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক বস্ত্রে তার দু'দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর রেখে উম্মে সালামার ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

الصَّلَاةُ فِي تَمِيصٍ وَاحِدٍ

এক জামায় সালাত আদায় করা

৭৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي إِسْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا الْقَمِيصُ أَفَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ وَازْرَهُ
عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ *

৭৬৬. কুতায়বা (র) - - - - সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি শিকার করতে যাই তখন জামা ছাড়া আমার গায়ে আর কিছু থাকে না। আমি কি তাতেই সালাত আদায় করব ? তিনি বললেন : তার গেরেবান বন্ধ করে নেবে কাঁটা দ্বারা হলেও।

الصَّلَاةُ فِي الْأَزَارِ

ইয়ার পরিধান করে সালাত আদায় করা

৭৬৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَاقِدِينَ أَرْزَهُمْ كَهَيْئَةِ الصَّبْيَانِ
فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا *

১. এমত বুঝা যায় যে, দু' কাপড়ে অর্থাৎ তহবন্দ ও চাদর কিংবা তহবন্দ ও জামায় সালাত আদায় করা উত্তম হলেও এক কাপড়েও তা জায়েয।

২. গেরেবান জামার গলার বা বুকের দিকে উন্মুক্ত অংশ। গেরেবান বন্ধ করার উদ্দেশ্য এই যে, এতে ভেতরের দিকে সতর দেখা যাবে না।

৭৬৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে শিশুদের মত ইয়ারে গিরা দিয়ে সালাত আদায় করতেন। মহিলাদের বলা হতো, পুরুষেরা সোজা হয়ে বসার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা সিজদা থেকে ওঠাবে না

৭৬৮. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ لِيَوْمَكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ قَالَ فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أَصْلَى بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةٍ مَفْتُوقَةً فَكَانُوا يَقُولُونَ لِأَبِي أَلَا تُغَطِّيَ عَنَّا اسْتِ ابْنِكَ *

৭৬৮. শু'আয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - আমর ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আমার সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করল, তখন তারা বলল যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের ইমামতি করবে সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে কুরআন বেশি পড়তে পারে। তিনি আরো বলেন : তখন তারা আমাকে ডাকল এবং আমাকে রুকু-সিজদা শিখিয়ে দিল। তারপর আমি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতাম। তখন আমার গায়ে থাকত একখানা কাটা চাদর। তারা আমার পিতাকে বলতো, আপনি কি আমাদের থেকে আপনার ছেলের নিতম্ব ঢাকবেন না ?

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

কোন পুরুষের এমন কাপড়ে সালাত আদায় করা যার কিছু অংশ রয়েছে তার স্ত্রীর উপর

৭৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৭৬৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সালাত আদায় করতেন তখন আমি তাঁর পাশে ঋতুমতি অবস্থায় থাকতাম। তখন আমার গায়ে একখানা চাদর থাকত যার কিয়দংশ থাকত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ে।

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

পুরুষের এমন এক বস্ত্রে সালাত আদায় করা যার কোন অংশ স্কন্ধের উপর না থাকে

৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৭৭০. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে সালাত আদায় না করে যার কিছু অংশ তার স্কন্ধে না থাকে।

الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ

রেশমী বস্ত্রে সালাত

৭৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ *

৭৭১. কুতায়বা ও ঈসা ইবন হাম্মাদ যুগবা (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি রেশমী কাবা (قُبَا) হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত আদায় করে অতি তাড়াতাড়ি অপছন্দকারী ন্যায় তা খুলে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন : এটা মুত্তাকীদের জন্য উপযুক্ত নয়।^১

الرُّخَصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

নকশা করা কাপড়ে সালাত

৭৭২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ ثُمَّ قَالَ شَغَلْتَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَا نِيَّةً *

৭৭২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নকশা করা কাপড়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : এর নকশা আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। এটা আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য নকশাবিহীন মোটা চাদর আন।

الصَّلَاةُ فِي الثِّيَابِ الْحُمْرِ

লাল কাপড়ে সালাত

৭৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنْزَةً فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمْرُ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْجِمَارُ *

১. রাসূলুল্লাহ (সা) রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে পরিধান করেছিলেন। অথবা কাপড়টি রেশম ও অন্য বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল।

৭৭৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত জুব্বা পরিধান করে বের হলেন এবং একটি তীর পুঁতে তার দিকে সালাত আদায় করলেন যার অপরদিক দিয়ে কুকুর, নারী এবং গাধা চলাচল করছিল।

الصَّلَاةُ فِي الشَّعَارِ

চাদরে সালাত

৭৭৪. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو الْقَاسِمِ فِي الشَّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَعُدَّهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ مَعِيَ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدَّهُ إِلَى غَيْرِهِ *

৭৭৪. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - খিলাস ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ ﷺ) একই চাদরে থাকতাম আর তখন আমি অধিক হয়েযগন্তা ছিলাম, যদি আমা হতে কিছু তাঁর গায়ে লাগত তাহলে তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন, এর অতিরিক্ত ধুতেন না এবং তাতেই সালাত আদায় করতেন। তারপর আবার আমার সাথে অবস্থান করতেন। যদি আমা হতে কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তিনি তা-ই ধুতেন, তাছাড়া আর কোন অংশ ধুতেন না।

الصَّلَاةُ فِي الْخُفَيْنِ

চামড়ার মোজা পরিধান করে সালাত আদায় করা

৭৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَامٍ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا *

৭৭৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) - - - - হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জারীর (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন, তারপর পানি আনিয়ে উষু করলেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন, পরে উঠে সালাত আদায় করলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

الصَّلَاةُ فِي النَّعْلَيْنِ

জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা

৭৭৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَغَسَّانَ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ

وَأَسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بَصْرِيُّ ثِقَّةٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ *

৭৭৬ আমর ইবন আলী (র) - - - আবু সালামা সাঈদ ইবন ইয়াযীদ বাসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করতেন কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

أَيُّنَ يَضَعُ الْإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

ইমামতি করার সময় ইমাম জুতা কোথায় রাখবেন

۷۷۷. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ *

৭৭৭. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ও শুআয়ব ইবন ইউসুফ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সালাত আদায় করলেন : তিনি তাঁর জুতা তাঁর বামদিকে রাখলেন।

كِتَابُ الْإِمَامَةِ

অধ্যায় : ইমামত

ذِكْرُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ : إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

ইমামত ও জামাআত : আলিম এবং মর্যাদাবানদের ইমামতি

٧٧٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهْنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتِ الْآنَصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَاتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَإِيَّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ *

৭৭৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করলেন, আনসার সম্প্রদায় বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবে আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবে। তাঁদের নিকট উমর (রা) এসে বললেন : তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা)-কে আদেশ করেছিলেন, লোকের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করতে? অতএব তোমাদের মধ্যে কার মন খুশি হবে আবু বকরের অগ্রগামী হতে? তাঁরা বললেন, নাউযু বিল্লাহ! আমরা আবু বকরের অগ্রবর্তী হতে চাই না।

الصَّلَاةُ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

অত্যাচারী শাসকদের সাথে সালাত আদায় করা

٧٧٩. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ أَخَّرَ زِيَادُ الصَّلَاةَ فَاتَّانَى ابْنُ صَامِتٍ فَالْتَقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ

صُنْعَ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَضَرَبَ فَخَذَى قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ
فَخَذَى كَمَا ضَرَبْتُ فَخَذَكَ وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخَذَى كَمَا
ضَرَبْتُ فَخَذَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا
تَقُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلَّى*.

৭৭৯. যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব (র) - - - আবুল আলিয়া বাররা^১ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যিয়াদ বিলখে সালাত আদায় করল। তারপর ইব্ন সামিত (রা) আমার নিকট আসলে আমি তাঁর জন্য একখানা কুরসী পেতে দিলাম। তিনি তার উপর উপবেশন করলেন। আমি তাঁর নিকট যিয়াদের কাণ্ড বর্ণনা করলাম, তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় কামড়ে ধরলেন এবং আমার উরুদেশ চেপে ধরলেন এবং বললেন : আমি আবু যর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তিনিও আমার উরুদেশে হাত মেরেছিলেন যেমন আমি হাত মেরেছি তোমার উরুর উপর এবং বলেছিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তারপর তিনি আমার উরুতে হাত মারলেন, যেমন আমি তোমার উরুতে হাত মেরেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : সালাত যথাসময়ে আদায় করবে। যদি তাদের সাথে সালাত পাও, তবে আদায় করে নিবে কিন্তু একথা বলো না যে, আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি, এখন আর আদায় করবো না।

৭৮০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِيُغَيَّرَ وَقْتُهَا فَإِنْ
أَدْرَكَتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَجَعَلُوهَا سُبْحَةً*

৭৮০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হয়ত তোমরা এমন লোকের সাক্ষাত পাবে যারা অসময়ে সালাত আদায় করবে। যদি তোমরা তাদের পাও, তাহলে সময়মত সালাত আদায় করবে এবং তাদের সাথে সালাত আদায় করবে এবং তা নফল ধরে নেবে।

مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

কে ইমাম হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি

৭৮১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ
أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ
كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهَجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا تَوْمَ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ
إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ *

৭৮১. কুতায়বা (র) - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দলের ইমামতি করবে ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অধিক ভাল পাঠ করে। যদি তারা সকলেই কিরাআতে সমপর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে পূর্বে হিজরত করেছে। যদি তারা সকলেই হিজরতে সমপর্যায়ের হয়, তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। যদি তারা সুন্নাহতেও সমপর্যায়ের হয়, তাহলে যার বয়স অধিক, সে ব্যক্তি। আর তুমি কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে ইমামতি করবে না। আর তুমি তার আসনে উপবেশন করবে না, হ্যাঁ, যদি তিনি তোমাকে অনুমতি দেন।

تَقْدِيمُ ذَوِي السَّنِ

বয়োজ্যেষ্ঠকে ইমাম মনোনীত করা

৭৮২. أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْجَبِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي وَقَالَ مَرَّةً أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ إِذَا سَافَرْتُمَا فَادُّنَا وَأَقِيمَا وَلْيُؤْمِكُمَا أَكْبَرُكُمَا *

৭৮২. হাজিব ইব্ন সুলায়মান মানবিজী (র) - - - মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। অন্য এক সময় বলেছেন, আমি এবং আমার এক সাথী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বললেন : যখন তোমরা সফর করবে, তখন তোমরা আযান দিবে এবং ইকামত বলবে, আর তোমাদের ইমামতি করবে, তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়।

اجْتِمَاعُ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

একদল লোকের এমন স্থানে একত্র হওয়া যেখানে সকলেই সমান

৭৮৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمِّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ *

৭৮৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তিন ব্যক্তি একত্র হবে তখন তাদের একজন ইমামতি করবে আর তাদের মধ্যে ইমামতের অধিক হকদার সেই, যে বেশি কুরআন জানে।

اجْتِمَاعُ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

যদি দলে শাসক উপস্থিত থাকেন

৭৮৪. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

اسْمُعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَوْمُ
الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ *

৭৮৪. ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ তায়মী (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ
বলেছেন : কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে অন্য কেউ তার ইমাম হবে না। অথবা তার বসার স্থানেও বসা
যাবে না। হ্যাঁ, তার অনুমতি পেলে ভিন্ন কথা।

إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِيَّ هَلْ يَتَأَخَّرُ

প্রজার ইমামতির সময় শাসক আসলে

৭৮৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي أَتَّاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَاطَتْ الْأُولَى فَجَاءَ بِلَالٌ
إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ
أَنْ تَوْمُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَعَ
النَّهْضُ وَرَأَاهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي
التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ
لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا التَّفَتَ إِلَيْهِ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ
لِلنَّاسِ حِينَ أَشْرْتَ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ
يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৭৮৫. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ -এর নিকট সংবাদ পৌঁছল
যে, বনু আমর ইবন আউফ-এর মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ কিছু লোকসহ তাদের মধ্যে
মীমাংসা করার জন্য বের হলেন। রাসূলুল্লাহ সেখানে কাজে আটকা পড়লেন। ইত্যবসরে আসরের সময়
হলো। বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট এসে বললেন : হে আবু বকর (রা)! রাসূলুল্লাহ তো আটকা

পড়েছেন, আর এদিকে সালাতের সময় হয়েছে। আপনি কি লোকদের ইমাম হবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি ইচ্ছা কর! তখন বিলাল (রা) ইকামত বললেন আর আবু বকর (রা) সম্মুখে অগ্রসর হলেন। তিনি লোকদের নিয়ে সালাতের তাকবীর বললেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেঁটে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর লোক (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতির কথা জানানোর জন্য) হাত তালি দিতে লাগলেন। আবু বকর (রা) সালাতের মধ্যে এদিকে লক্ষ্য করছিলেন না। যখন লোক এরূপ বারবার করতে লাগলেন তখন তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইঙ্গিতে সালাত আদায় করতে আদেশ করলেন। আবু বকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং পেছনে সরে আসলেন এবং সালাতের কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন : হে লোক সকল ! তোমাদের কি হলো যে, সালাতে কোন সমস্যা দেখা দিলে তোমরা হাত তালি দিতে আরম্ভ কর? হাত তালি দেওয়া তো নারীদের জন্য। সালাতে কারো কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা সুবহানাল্লাহ বলতে শুনলে সকলেই তার দিকে লক্ষ্য করবে। (তারপর তিনি বললেন :) হে আবু বকর ! আমি যখন তোমার প্রতি ইঙ্গিত করলাম তখন সালাত আদায় করা থেকে তোমাকে কোন্ বস্তু বিরত রাখলো? আবু বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আবু কুহাফার পুত্রের ইমামতি করা শোভা পায় না।

صَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِّنْ رُّعِيَّتِهِ

অধীনস্থের পেছনে শাসকের সালাত আদায় করা

৭৮৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْرُ صَلَاةُ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ *

৭৮৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ যে সালাত লোকের সাথে জামা'আতে আদায় করেন তা ছিল আবু বকর (রা)-এর পেছনে। তিনি এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছিলেন এবং বিপরীত দিক হতে কাঁধের ওপর কাপড় পরে বুকের ওপর এর দু'প্রান্তে গিট দিয়ে নিয়েছিলেন।

৭৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَيْسَى صَاحِبُ الْبُصْرَى قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى لِلنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ *

৭৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রা) লোকের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন তাঁর পেছনের কাতারে।

إِمَامَةُ الزَّائِرِ

যিয়ারতকারীর ইমামতি

৭৮৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُذَيْلُ بْنُ

مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَظِيَّةٍ مَوْلَى لَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّينَ بِهِمْ *

৭৮৮. সুয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - মালিক ইবন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ কোন দলের সাক্ষাতের জন্য যায়, তখন সে যেন তাদের ইমামতি না করে।

إِمَامَةُ الْأَعْمَى

অন্ধের ইমামতি

৭৮৯. أَخْبَرَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلَّ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي مَكَانًا آتَخِذْهُ مُصَلًى فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آيُنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ لَكَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৭৮৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - মাহমুদ ইবন রবী (র) থেকে বর্ণিত। ইত্বান ইবন মালিক (রা) তাঁর দলের লোকের ইমামতি করতেন আর তিনি ছিলেন অন্ধ।^১ তিনি রাসূলুল্লাহ -কে বললেন : অনেক সময় অন্ধকার, বৃষ্টি এবং বন্যা হয়, আর আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। অতএব ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার বাড়িতে একস্থানে একবার সালাত আদায় করুন। আমি ঐ স্থানটি সালাতের জন্য নির্ধারণ করে নেব। রাসূলুল্লাহ -কে তাঁর বাড়িতে আগমন করে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার কোথায় সালাত আদায় করাকে তুমি পছন্দ কর? তখন তিনি তাঁর ঘরের একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ -কে সেখানে সালাত আদায় করলেন।

إِمَامَةُ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْتَلَمَ

বালগে হওয়ার পূর্বে ইমামতি

৭৯০. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوفِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَتَنَعَلُمْ

১. উপস্থিত লোকদের মধ্যে অন্ধের চাইতে শরীআতের অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কিংবা তার সমান জ্ঞানসম্পন্ন লোক থাকতে অন্ধের ইমামতি মাকরুহ।

مِنْهُمْ الْقُرْآنَ فَاتَى أَبِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيَوْمُكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَجَاءَ أَبِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَوْمُكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَتَنْظَرُوا فَكَنتُ أَكْثَرُ هُمْ قُرْآنًا فَكَنتُ أَوْمُهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانَ سِنِينَ *

৭৯০. মুসা ইব্ন আবদুর রহমান মাসরুকী (র) - - - - আমর ইব্ন সালামা জিরমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট আরোহী যাত্রীগণ আসতেন, আমরা তাঁদের নিকট কুরআন শিক্ষা করতাম। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশি জানে, সেই ইমামত করবে। আমার পিতা এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে বেশি কুরআন জানে, সেই ইমামত করবে। তারা দেখলেন, আমি কুরআন অধিক জানি, তখন আমিই তাদের ইমামত করতাম আর তখন আমি ছিলাম আট বছরের বালক।^১

قِيَامُ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْإِمَامَ

ইমামকে দেখলে দাঁড়ানো

٧٩١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمْتَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي *

৭৯১. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন সালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

الْإِمَامُ تَغْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে

٧٩٢. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجَى نِرْحَلٍ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ *

৭৯২. যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাতের ইকামত বলা

১. নাবালেগের ফরয সালাত নফল সালাত হিসেবে গণ্য। সুতরাং তার পেছনে বয়স্ক লোক ফরয সালাতের ইকতিদা করলে তার ফরয সালাতও নফল সালাত হিসেবে গণ্য হবে। এ কারণে নাবালেগের পেছনে বয়স্ক লোকের ফরয সালাতের ইকতিদা করা জায়েয নয়। এমনকি অধিকাংশ আলিমের মতে নাবালেগের পেছনে নফল সালাতের ইকতিদা করাও জায়েয নয়। আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলা হবে যে, সাহাবীগণের এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্ঞাতসারে হয়নি। তারা ইজতিহাদবশত এরূপ করেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ, সাধারণ অর্থাৎ বালেগ-নাবালেগ সকলের মধ্যে যেই অধিক কুরআন জানে, সেই ইমামতি করবে। অথচ এ নির্দেশের মর্ম ছিল এই যে, বয়স্কদের মধ্যে যে অধিক কুরআন জানে, সে-ই ইমামতি করবে। - অনুবাদক

হলো আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন না, যতক্ষণ না লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল।^১

الْإِمَامُ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

মুসল্লায় দাঁড়ানোর পর ইমামের স্মরণ হলো, তিনি পবিত্র নন

৭৭৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطَفُ رَأْسُهُ فَأَغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ *

৭৯৩. আমরা ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাছীর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাতের ইকামত বলা হলো, লোক তাদের কাতার ঠিক করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন, যখন তিনি তাঁর মুসল্লায় দাঁড়ালেন, তখন তাঁর স্মরণ হলো, তিনি গোসল করেন নি। তখন তিনি লোকদের বললেন, তোমরা তোমাদের জায়গায় থাক। তারপর তিনি ঘরে গেলেন। পরে বের হলেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছিল। তিনি গোসল করলেন, তখন আমরা কাতারে ছিলাম।

اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ إِذَا غَابَ

ইমাম অনুপস্থিত থাকলে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা

৭৭৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَغْنَاهَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ قِتَالُ بَيْنِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ إِذَا حَضَرَ الْعَصْرُ وَلَمْ أَتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَصَفَّ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ التَّصْفِيفَ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ التَّفَتُّ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُ

১, বিশেষ জরুরী কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছিলেন কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ করা যে জায়েয, তা বুঝানোর জন্য তিনি এরূপ করেছিলেন।

أَمْضِهِ ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقْبَيْهِ فَتَأَخَّرَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقَدَّمَ
فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلَوَتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِمْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ
مَضِيئًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ
فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالَ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءَ *

৭৯৪. আহমদ ইব্ন আবদা (র) - - - - সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনু আমর ইব্ন আউফ-এর মধ্যে মারামারি হচ্ছিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলো। তিনি যোহরের সালাত আদায় করে তাদের মধ্যে আপস করে দেবার জন্য তাদের নিকট গেলেন। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন, বিলাল! যদি আসরের সালাতের সময় হয় আর আমি আসতে না পারি তবে আবু বকর (রা)-কে বলবে সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হলো তখন বিলাল (রা) আযান দিলেন। তারপর ইকামত বললেন এবং আবু বকর (রা)-কে বললেন, সামনে যান। তখন আবু বকর (রা) সামনে গিয়ে সালাত আরম্ভ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন এবং লোকদের কাতারের মধ্য দিয়ে এসে আবু বকরের পেছনে দাঁড়ালেন। লোকজন হাততালি দিয়ে ইংগিত করলেন। আর আবু বকর (রা) সালাতে দাঁড়ালে কোনদিকে লক্ষ্য করতেন না। যখন তিনি দেখলেন তাদের হাততালি বন্ধ হচ্ছে না, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজ হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতের জন্য তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। তারপর আবু বকর (রা) পেছনে সরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। যখন সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন : হে আবু বকর ! আমি যখন তোমাকে ইঙ্গিত করলাম, তখন তুমি পিছে সরে আসা থেকে কেন বিরত থাকলে না ? তিনি বললেন : আবু কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামত করা শোভা পায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের বললেন : যখন তোমাদের কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে আর মহিলারা হাততালি দিবে।

الْإِتِمَامُ بِالْإِمَامِ

ইমামের অনুসরণ করা

٧٩٥. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ
مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الْإِيْمَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُوذُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا
قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *

৭৯৫. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া থেকে ডানদিকে পড়ে গেলেন। লোক তাঁকে দেখতে (তাঁর ঘরে) প্রবেশ করল। ইতিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত

হল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন : ইমাম বানান হয় তার অনুসরণ করার জন্য। যখন তিনি রুকু করেন, তখন তোমরাও রুকু করবে। আর যখন মাথা উঠান, তোমরাও মাথা উঠাবে আর যখন সিজদা করেন, তোমরাও সিজদা করবে। আর যখন ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলেন, তখন তোমরা বলবে রাব্বানা লাকাল্ হামদ।

الْإِتِّمَامُ بِمَنْ يَأْتُمُ بِالْإِمَامِ

যে ইমামের অনুসরণ করেছে তার অনুসরণ করা

৭৭৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوا فَاتَّمُوا بِي وَلْيَأْتُمْ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤْخِرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৭৯৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে পেছনে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন : তোমরা সামনে এগিয়ে আস এবং আমার সাথে ইকতিদা কর। আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের ইকতিদা করবে। কোন সম্প্রদায় সর্বদা পেছনে থাকলে, পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছিয়েই রাখেন।

৭৭৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ نَحْوَهُ *

৭৯৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবু নাযরা (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৭৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَاتِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيُ النَّاسَ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ *

৭৯৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে আদেশ করলেন। তিনি বলেন : তখন নবী ছিলেন আবু বকর (রা)-এর সামনে। তিনি বসে সালাত আদায় করলেন। আর আবু বকর (রা) লোকদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন। লোকজন ছিল আবু বকর (রা)-এর পেছনে।

৭৭৯. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا *

৭৯৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাযালা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন তখন আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁর পেছনে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলতেন তখন আবু বকর (রা)-ও আমাদেরকে শোনাবার জন্য তাকবীর বলতেন।

مَوْقِفُ الْإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالْإِخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ

তিনজন মুসল্লী হলে ইমামের স্থান এবং এ ব্যাপারে মতভেদ

৪০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلٍ عَنْ هُرُونَ بْنِ عَنَتَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ نَصِفَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرًا يَشْتَغِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلُّوا لَوَقْتِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ *

৮০০. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ কুফী (র) - - - - আসওয়াদ এবং আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : আমরা দ্বিপ্রহরে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, অচিরেই এমন নেতা আবির্ভূত হবে যারা যথাসময়ে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। অতএব তোমরা যথাসময়ে সালাত আদায় করবে। তারপর তিনি আমার এবং তাঁর (আলকামা) মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এরূপ করতে দেখেছি।^১

৪০১. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ غُلَامٍ لَجَدَهُ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ فَقَالَ مَرَّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ يَامَسْعُودُ أَتَيْتَ أَبَا تَمِيمٍ يَعْنِي مَوْلَاهُ فَقُلْ لَهُ يَحْمِلُنَا عَلَى بَعْثٍ وَيَبْعَثُ الْبِنَا بَزَادٍ وَدَلِيلٍ يَدُلُّنَا فَجِئْتُ إِلَى مَوْلَايَ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ مَعِيَ بَيْعِيرٍ وَوَطْبٍ مِنْ لَبْنٍ فَجَعَلْتُ أَخْذِبُهُمْ فِي إِخْفَاءِ الطَّرِيقِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ عَرَفْتُ الْإِسْلَامَ وَأَنَا مَعَهُمَا فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ فَقُمْنَا خَلْفَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُرَيْدَةُ هَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ *

৮০১. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - বুয়াদা ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন ফরওয়াতুল আসলামী তাঁর দাদার এক গোলাম থেকে বর্ণনা করেন। যার নাম ছিল মাসউদ। তিনি বলেন : আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু

১. সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা) স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে কোন কোন সময় এরূপ করেছিলেন কিংবা এই হাদীস পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

বকর (রা) আগমন করলেন। আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, হে মাসউদ ! আবু তামীমের নিকট যাও অর্থাৎ তাঁর মনিব-এর নিকট এবং তাকে বল, সে যেন আমাদের জন্য উটের সওয়ারীর ব্যবস্থা করে, আমাদের জন্য কিছু সামান ও একজন পথপ্রদর্শক পাঠায় যে আমাদের পথ দেখাবে। আমি আমার মালিকের নিকট গিয়ে এ সংবাদ দিলাম। তিনি আমার সাথে একটি উট ও এক মশক দুধ পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের নিরিবিলি স্থানে নিয়ে গেলাম, এমতাবস্থায় সালাতের সময় হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন আর আবু বকর (রা) তাঁর ডানদিকে দাঁড়ালেন। আমি ইসলাম সম্বন্ধে জানতাম। আমিও তাঁদের সঙ্গে সালাতে শরীক হলাম। অতএব আমি তাঁদের পেছনে দাঁড়িলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-এর বক্ষে হাত রেখে তাঁকে পেছনে সরিয়ে দিলেন। আমরা তখন তাঁর পেছনে দাঁড়িলাম।

আবু আবদুর রহমান বলেন : এই বুয়ায়দা হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন।

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَامْرَأَةً

তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা হলে

৪.২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مَلِيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ قَدْ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلَاصِلَى بِكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَأَاهُ وَالْعَجُوزُ مِنِ وُرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ *

৮০২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য খানা তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলেন। তিনি তা খেলেন। তারপর বললেন : তোমরা ওঠ। আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা) বলেন, অতএব আমি আমাদের একখানা চাটাই ছিল তা আনতে গেলাম। যা বহুল ব্যবহারে কাল হয়ে গিয়েছিল। আমি তাতে পানি ছিটলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িলাম আর বৃদ্ধা আমাদের পেছনে। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে (ঘরে) ফিরে গেলেন।

إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হলে

৪.৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَالْيَتِيمُ وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قُومُوا فَلَاصِلَى بِكُمْ قَالَ فِي غَيْرِ وَقْتٍ صَلَاةٍ قَالَ فَصَلَّى بِنَا *

৮০৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন আর তখন আমি, আমার মা, ইয়াতীম এবং আমার খালা উম্মে হারাম ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন : তোমরা দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা) বলেন : তখন (পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্য হতে কোন) সালাতের সময় ছিল না। তিনি বলেন : তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন (অর্থাৎ বরকতের জন্য নফল সালাত আদায় করলেন)।

৪. ৮. ৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَخْتَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ خَلْفَهُمَا *

৮০৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর মা এবং খালা এক জায়গায় ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। আনাস (রা)-কে তাঁর ডানদিকে রাখলেন। আর তাঁর মা ও খালাকে উভয়ের পেছনে দাঁড় করালেন।

مَوْقِفُ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

ইমামের সাথে শিশু এবং নারী থাকলে ইমামের স্থান

৪. ৮. ৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ قَزْعَةَ مَوْلَى لِعَبْدِ قَبَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تَصَلَّى مَعَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَلَّى مَعَهُ *

৮০৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি। তখন আয়েশা (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সালাত আদায় করি।

৪. ৮. ৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا *

৮০৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং আমার পরিবারের এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি আমাকে দাঁড় করালেন তাঁর ডানদিকে আর মহিলা ছিলেন আমাদের পেছনে।

مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَبِيْ

মুকতাদী শিশু হলে ইমামের স্থান

৪০৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْتٌ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ *

৪০৭. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সালাত আদায় করতে উঠলেন। আমি তাঁর বামদিকে দাঁড়িলাম। তিনি আমাকে এই বললেন— আমার মাথা ধরে আমাকে তাঁর ডানদিকে দাঁড় করালেন।

مَنْ يَلِي الْإِمَامَ ثُمَّ الذِّي يَلِيهِ

ইমামের কাছে কে দাঁড়াবে এবং তার কাছে কে দাঁড়াবে

৪০৮. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَانْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبِرَةَ *

৪০৮. হানাদ ইবন সাররী (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে আমাদের স্কন্ধ স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তর এলোমেলো হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। তারপর যারা তাদের কাছাকাছি এবং তারপর যারা তাদের কাছাকাছি। আবু মাসউদ বলেন : আজকাল তোমাদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ। আবু আবদুর রহমান বলেন : আবু মা'মরের নাম আবদুল্লাহ ইবন সাখবারাহ।

৪০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدِّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَتَحَانِي وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَأْتِي لَا يَسُوؤُكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَٰكَ أَهْلُ الْعُقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْنَهُمْ أَسَىٰ وَلَكِنْ
أَسَىٰ عَلَىٰ مَنْ أَضَلُّوا قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا يَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقْدِ قَالَ الْأَمْرَاءُ *

৮০৯. মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন আলী ইবন মুকাদ্দাম (র) - - - - কায়স ইবন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এক সময় মসজিদে প্রথম কাতারে ছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পেছন থেকে আমাকে টেনে পেছনে হটিয়ে আমার স্থানে দাঁড়ালেন। আল্লাহর শপথ ! আমি আমার সালাতই ভুলে যেতে লাগলাম। যখন সে ব্যক্তি সালাত সম্পন্ন করল, দেখা গেল তিনি ছিলেন উবাই ইবন কা'ব (রা)। তিনি আমাকে বললেন : হে যুবক! আল্লাহ যেন তোমাকে চিন্তিত না করেন, এটা আমাদের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ, যেন আমরা তাঁর কাছে দাঁড়াই। তারপর তিনি কিবলার দিকে মুখ করে তিনবার বললেন, কা'বার প্রভুর কসম! 'আহলে উকাদ' ধ্বংস হয়েছে। তারপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাদের জন্য আক্ষেপ করি না, কিন্তু আমি আক্ষেপ করি ঐ সকল লোকের জন্য, যারা পথভ্রষ্ট করেছে। আমি বললাম, হে আবু ইয়াকুব ! আহলে উকাদ-এর অর্থ কি ? তিনি বললেন, প্রশাসকগণ।

إِقَامَةُ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

ইমামের বের হওয়ার পূর্বেই কাতার ঠিক করা

৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعُدَلَتِ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانصَرَفَ فَقَالَ لَنَا مَكَانُكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلَّى *

৮১০. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সালাতের ইকামত বলা হলে আমরা দাঁড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে আসার পূর্বেই কাতার ঠিক করা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে মুসালামা দাঁড়ালেন। তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের নিজ নিজ স্থানে স্থির থাক। আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি গোসল করে আমাদের নিকট আসলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল। তখন তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাত আদায় করলেন।

كَيْفَ يَقُومُ الْإِمَامُ الصُّفُوفَ

ইমাম কিরূপে কাতার সোজা করবেন

৪১১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ الثَّعْمَانِ بْنِ

بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ الصُّفُوفَ كَمَا تَقُومُ الْقِدَاحُ فَأَبْصَرَ رَجُلًا خَارِجًا
صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ
بَيْنَ وَجُوهِكُمْ *

৮১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওআলহি
ওআলসাল্লাম</sup> কাতার সোজা করতেন যেমন তীর সোজা করা হয়। (একদা) তিনি দেখলেন এক ব্যক্তির বুক কাতারের বাইরে
চলে গেছে; তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, তা না হলে আল্লাহ
তা'আলা তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন।

৮১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ
مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ *

৮১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওআলহি
ওআলসাল্লাম</sup> কাতারের একদিক থেকে অন্যদিকে প্রবেশ করে আমাদের কাঁধ ও বুক স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা
কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। তিনি বলতেন :
আল্লাহ প্রথম কাতারের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও প্রথম কাতারের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা
করেন।

مَا يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

ইমাম কাতার ঠিক করতে কি বলবেন

৮১৩. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ
بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ
اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَلِيَلْبِسَنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيُ ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ *

৮১৩. বিশর ইবন খালিদ আসকারী (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওআলহি
ওআলসাল্লাম</sup> আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তাহলে তোমাদের অন্তরে
অনৈক্য সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যে জ্ঞানীগণ আমার সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে, তারপর যারা তাদের
নিকটবর্তী, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী (এভাবে দাঁড়াবে)।

كَمْ مَرَّةً يَقُولُ اسْتَوْوَا

‘সোজা হয়ে দাঁড়াও’ কতবার বলবেন

১১৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اسْتَوْوَا اسْتَوْوَا اسْتَوْوَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ *

৮১৪. আবু বকর ইবন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন : তোমরা বরাবর হয়ে দাঁড়াও, বরাবর হয়ে দাঁড়াও, বরাবর হয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! আমি তোমাদের দেখছি আমার পেছন থেকে যেভাবে আমি তোমাদের দেখছি আমার সম্মুখ থেকে।

حِثُّ الْأِمَامِ عَلَى رِصِّ الصُّفُوفِ وَالْمَقَارَبَةِ بَيْنَهَا

কাতার ঠিক করতে ইমামের উৎসাহ দান

১১৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنَّبَانَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكْبَّرَ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي *

৮১৫. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন, তখন তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক কর এবং পরস্পর মিশে দাঁড়াও। আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখে থাকি।

১১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ نَبِيَّ ﷺ قَالَ رَأَوْا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَازُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خِلَالِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ *

৮১৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কাতারে পরস্পর মিশে দাঁড়াও। কাতারসমূহকে পরস্পর নিকটবর্তী রাখ এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ! আমি শয়তানকে দেখছি ছোট ছোট বকরীর মত কাতারের মধ্যে প্রবেশ করছে।

১১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ

تَمِيمُ بْنُ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالُوا وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّونَ الصِّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ يَتَرَأَّصُونَ فِي الصِّفِّ *

৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন : তোমরা কি কাতার সোজা করবে না যে রূপ ফেরেশতাগণ তাঁদের প্রভুর সামনে কাতার সোজা করে দাঁড়ান। তাঁরা বললেন, ফেরেশতাগণ তাদের রবের সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ান? তিনি বললেন : তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করেন এবং কাতারে মিশে দাঁড়ান।

فَضْلُ الصِّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

দ্বিতীয় কাতারের উপর প্রথম কাতারের ফযীলত

৪১৪. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصِّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً *

৮১৮. ইয়াহইয়া ইব্ন উসমান হিমসী (র) - - - - ইরবায় ইব্ন সারিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রথম কাতারের জন্য তিনবার (রহমত ও মাগফিরাতের) দোয়া করতেন, তারপর দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার।

الصِّفُّ الْمُؤَخَّرُ

শেষের কাতার

৪১৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتِمُّوا الصِّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصِّفِّ الْمُؤَخَّرِ *

৮১৯. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রথম কাতার পূর্ণ কর, তারপর পরবর্তী কাতার। যদি খালি থাকে, তবে তা থাকবে শেষ কাতারে।

مَنْ وَصَلَ صَفًّا

যে ব্যক্তি কাতার মিলায়

৪২. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৮২০. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মাসরুদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাতার মিলায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে মিলিয়ে দেন, আর যে ব্যক্তি তাকে পৃথক করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পৃথক করে দেন।

ذِكْرُ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

নারীর উত্তম কাতার ও পুরুষের নিকৃষ্ট কাতার প্রসঙ্গ

৮২১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا *

৮২১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো শেষ কাতার। আর নারীদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার।

الْصَّفُّ بَيْنَ السُّوَارِي

স্তম্ভসমূহের মধ্যে সালাত

৮২২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ أَنَسٍ فَصَلَّيْنَا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْراءِ فَدَفَعُونَا حَتَّى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَجَعَلَ أَنَسٌ يَتَأَخَّرُ وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৮২২. আমর ইব্ন মানসুর (র) - - - - আবদুল হামীদ ইব্ন মাহমুদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আনাস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা আমীরদের মধ্য থেকে এক আমীরের সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তারা আমাদের পেছনে হটিয়ে দিল। তারপর আমরা দুই স্তম্ভের মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আনাস (রা) পিছিয়ে যেতে থাকলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আমরা এটা (দুই স্তম্ভের মধ্যে দাঁড়ানো) পরিহার করতাম।

الْمَكَانُ الَّذِي يَسْتَحِبُّ مِنَ الصَّفِّ

কাতারের মধ্যে যে স্থান মুস্তাহাব

৪২৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ *

৪২৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করতাম। তখন আমি তাঁর ডানদিকে থাকতে পছন্দ করতাম।

مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

ইমাম কর্তৃক সালাত সহজ করা

৪২৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ *

৪২৪. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগগ্রস্ত, দুর্বল এবং বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একা একা সালাত আদায় করে, তখন সে যত ইচ্ছা সালাত দীর্ঘ করতে পারে।

৪২৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَوةً فِي تَمَامٍ *

৪২৫. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পূর্ণ আহকাম-আরকানসহ জামা'আতের সালাত সকলের চেয়ে সহজে আদায় করতেন।

৪২৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَوْجِزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ *

৪২৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি সালাতে দাঁড়ালে শিশুর ক্রন্দন শুনতে পাই। তখন আমি সালাত সংক্ষেপ করি, পাছে তার মাকে কষ্ট দিয়ে ফেলি।

الرُّخْصَةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّطَوُّيلِ

ইমামের জন্য লম্বা করার অনুমতি

৪২৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ وَيُؤْمِنُ بِالصَّافَّاتِ *

৪২৭. ইসমাসীল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত সহজ করতে বলতেন, আর তিনি আমাদের ইমামতি করতেন, 'সূরা সাফফাত' দিয়ে।

مَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

ইমামের জন্য সালাতে যা বৈধ

৪২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَاذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ سَجُودِهَا أَعَادَهَا *

৪২৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি লোকের ইমামতি করছেন। আর তখন তিনি উমামা বিনত আবুল আসকে তাঁর কাঁধে উঠিয়ে রাখছেন। যখন তিনি রুকু করছেন, তাকে রেখে দিচ্ছেন, আর যখন সিজদা থেকে উঠছেন, তাকে পুনরায় তুলে নিচ্ছেন।

مُبَادَرَةُ الْإِمَامِ

ইমাম থেকে অগ্রগামী হওয়া

৪২৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ *

৪২৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন ?

৪৩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا *

৮৩০. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারা (রা) বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন তখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতেন আর তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সিজদা করতে দেখে তাঁরা সিজদা করতেন।

৪৩১. أَخْبَرَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَعْدَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أَقْرَبَ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فَأَرَمَ الْقَوْمُ قَالَ يَاحِطَّانُ لَعَلَّكَ قُلْتَهَا قَالَ لَا وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلَوَاتِنَا وَسُنَنَاتِنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُخَبِّكُمُ اللَّهُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِتْلَتُكَ بِتْلَتِكَ *

৮৩১. মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - - হিট্তান ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু মূসা (রা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি বৈঠকে থাকাকালে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে বলল, “সালাত নেকী এবং যাকাত-এর সাথে মিলিত হয়েছে,” আবু মূসা (রা) যখন সালাম ফিরালেন তখন তিনি লোকের দিকে ফিরে বললেন : তোমাদের মধ্যে কে একথা বলেছে? তখন লোক চুপ হয়ে গেল আর তিনি বললেন : হে হিট্তান! তুমি এটা বলে থাকবে। তিনি বললেন : না, আমি ভয় করছিলাম, আপনি এর জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সালাত ও তার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ইমাম এজন্য যে, তার ইকতেদা করা হবে। যখন তিনি তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলবে, আর যখন তিনি الضَّالِّينَ وَلَا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বলেন, তখন তোমরা آمِينَ বলবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। আর যখন তিনি রুকু করেন, তখন তোমরাও রুকু করবে। আর যখন

তিনি মাথা উঠিয়ে **لَمَنْ حَمَدَهُ** বলেন, তখন তোমরা বলবে **لَكَ الْحَمْدُ** আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। আর যখন ইমাম সিজদা করেন, তোমরাও সিজদা করবে, যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন, তোমরাও মাথা উঠাবে। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবেন এবং তোমাদের পূর্বে মাথা উঠাবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এটা তার সমান হয়ে যাবে।^১

خُرُوجُ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَفَرَاغُهُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ
মুসল্লী কর্তৃক ইমামের সালাত থেকে বেরহয়ে মসজিদের কোন প্রান্তে পৃথক সালাত আদায় করা
৪২২. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ وَأَنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذُ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُعَاذٌ لَّيْسَ أَصْبَحْتُ لِذِكْرِنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَى مُعَاذُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحِي مِنَ النَّهَارِ فَجِئْتُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَطَوَّلَ فَأَنْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَتَانُ يَامُعَاذُ أَفَتَانُ يَامُعَاذُ *
*

৮৩২. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন : সালাতের ইকামত বলার পরে এক আনসারী ব্যক্তি আগমন করল। সে মসজিদে প্রবেশ করে মু'আয (রা)-এর পেছনে সালাতে দাঁড়াল। তিনি কিরা'আত লম্বা করলেন। লোকটি সালাত থেকে বের হয়ে মসজিদের এক কোণে সালাত আদায় করে চলে গেল। মু'আয (রা) যখন সালাত শেষ করলেন, তাঁকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি এরূপ এরূপ করেছে। মু'আয (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে অবশ্যই অবহিত করব। মু'আয (রা) নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি যা করেছে তা করতে তোমাকে কিসে বাধ্য করেছে? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দিনের বেলায় আমার উটের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর আমি আসলাম এবং পূর্বেই সালাতের ইকামত বলা হয়েছিল। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সালাতে শরীক হলাম। কিন্তু তিনি সালাতে অমুক অমুক সূরা আরম্ভ করে সালাত লম্বা করে দিলেন। এজন্য আমি সালাত থেকে বের হয়ে মসজিদের এক কোণে সালাত আদায় করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে মু'আয ! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে? হে মু'আয ! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে? হে মু'আয ! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে?

১. ইমাম যদি প্রথমত সিজদায় বেশিক্ষণ থাকেন তাহলে মুক্তাদীগণ মাথা উঠাবার সময় একটু দেরী করলে তার সমান হয়ে যাবে।

الْإِتِمَامُ بِالْإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

বসে সালাত আদায়কারী ইমামের পেছনে ইকতিদা করা

৪২৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحِشَ شِقَهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَوةً مِّنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ *

৮৩৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং তা থেকে পড়ে তাঁর ডান পাঁজরে আঘাত পেলেন। এরপর এক ওয়াক্ত সালাত বসে আদায় করলেন, আমরাও তাঁর পেছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাত শেষ করে তিনি বললেন : ইমাম নিযুক্ত হয় তার অনুসরণ করার জন্য। ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। যখন ইমাম রُكْعَةً لِّمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে الْحَمْدُ আর যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।

৪২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُومُ فِي مَقَامِكَ لَا يَسْمَعُ بِالنَّاسِ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ فَقَالَ مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَأَنْتَ صَوَاحِبَاتُ يَوْسُفَ مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِيفَةً قَالَتْ فَقَامَ يَهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رِجْلَاهُ تَخْطِآنِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِسَّهُ فَذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ قُمْ كَمَا أَنْتَ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَامَ عَنْ بُسَارِ أَبِي بَكْرٍ جَالِسًا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

৮৩৪. মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (রা) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন বেড়ে গেল, তখন বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের খবর দিতে আসলেন। তিনি বললেন : আবু বকর (রা)-কে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর একজন কোমল-হৃদয় লোক। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের কির'আত শোনাতে পারবেন না। অতএব যদি আপনি উমর (রা)-কে আদেশ করতেন তবে ভাল হত। তিনি বললেন : আবু বকর (রা)-কে বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তারপর আমি হাফসা (র)-কে আমার কথা বলার জন্য বললাম। তিনিও তাঁকে তা বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা (পীড়াপীড়ি করার ব্যাপারে) ঐ সকল নারীর ন্যায় যারা ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে জড়িত ছিল। আবু বকর (রা)-কে বল, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন : তাঁকে অনুরোধ করা হলে যখন তিনি সালাত আরম্ভ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন, তিনি দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের সহায়তায় চললেন আর তাঁর পদদ্বয় মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল। যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, আবু বকর (রা) তাঁর আগমন অনুভব করে পেছনে হটতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইঙ্গিতে নিজ অবস্থায় থাকতে বললেন। আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আবু বকর (রা)-এর বামদিকে দাঁড়ালেন এবং লোকদের সাথে বসে সালাত আদায় করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন বসে, আবু বকর (রা) ছিলেন দাঁড়ানো। আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইকতিদা করছিলেন আর অন্যান্য লোক ইকতিদা করছিল আবু বকর (রা)-এর সালাতের।^১

৮৩৫. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَاغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوُءَ ثُمَّ أَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثِ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا رَقِيقًا فَقَالَ يَاعُمَرُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

১. আবু বকর (রা) লোকদের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাকবীর শোনাতেন।

وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً فَجَاءَ يَهْدَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِبُصْلَةٍ الظُّهْرِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمَا فَاجْلَسَا إِلَى جَنْبِهِ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ فَحَدَّثْتُهُ فَمَا أَنْكَرَمْنَاهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَى كَرَمِ اللَّهِ وَجْهُهُ *

৮৩৫. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আশ্বারী (র) - - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ সম্বন্ধে অবহিত করবেন না ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম ; না, আপনার অপেক্ষা করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন, আমার জন্য পাশে কিছু পানি রাখ। আমরা তা করলে তিনি গোসল করলেন এবং মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। ইত্যবসরে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে বললেন, লোকগণ কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য পাশে কিছু পানি রাখ। আমরা যখন পানি রাখলাম তিনি গোসল করলেন। তারপর দাঁড়বার ইচ্ছা করলে আবার তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এরপর তৃতীয়বারও তিনি ঐরূপ বললেন। আয়েশা (রা) বলেন : তখন লোকেরা মসজিদে ইশার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপেক্ষায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বললেন। সেই লোক এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বলেছেন। আবু বকর (রা) ছিলেন কোমল হৃদয়ের লোক। তিনি উমর (রা)-কে বললেন, হে উমর ! লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন। তিনি বললেন, এ কাজের জন্য আপনিই উপযুক্ত। তারপর আবু বকর (রা) এই কয়দিন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন এবং তিনি দু'জন লোকের সাহায্য নিয়ে যোহরের সালাতের জন্য আসলেন। তাঁদের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। যখন আবু বকর (রা) তাঁকে দেখলেন তখন তিনি পিছে হটতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইঙ্গিতে পিছু হটতে নিষেধ করলেন এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে আদেশ করলে তাঁরা তাঁকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দিলেন। তখন আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকগণ আবু বকরের ইকতিদা করছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে সালাত আদায় করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন : তারপর আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আয়েশা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কি আপনার নিকট বর্ণনা করব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি তার কোন কিছুই অস্বীকার করলেন না। কিন্তু তিনি বললেন, তিনি তোমার নিকট ঐ ব্যক্তির নাম বলেছেন কি, যিনি আব্বাসের সঙ্গে ছিলেন ? আমি বললাম, না। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন আলী (রা)।

اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْعَامَّةِ

ইমাম ও মুকতাদীর নিয়্যতের ভিন্নতা

৪৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ يَوْمُهُمْ فَأَخَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الصَّلَاةَ وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ يَوْمُهُمْ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ تَأَخَّرَ فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا نَافَقْتَ يَا فُلَانُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا نَافَقْتُ وَلَا تَيْنُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأْتِينَا فَيَوْمُنَا وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَنَّا فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ إِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَأْتَانِ أَنْتَ أَقْرَأُ بِسُورَةٍ كَذَا وَسُورَةٍ كَذَا *

৮৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করে স্বীয় গোত্রের নিকট ফিরে যেতেন এবং তাদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করতেন।^১ একদা নবী ﷺ-এর সাথে তিনি বিলম্বে সালাত আদায় করলেন। তারপর নিজ গোত্রের নিকট ফিরে তাদের ইমামতি করেন এবং তিনি তাতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। গোত্রের এক ব্যক্তি এরূপ কিরাআত শুনে সালাত থেকে সরে পড়ল এবং একা সালাত আদায় করে বেরিয়ে পড়ল। তখন লোকগণ তাকে বললেন, হে অমুক ! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছ ? সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি মুনাফিক হইনি। আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলব। তারপর সে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মু'আয আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তারপর আমাদের নিকট এসে আমাদের ইমামতি করেন। গত রাতে আপনি সালাত দেরি করে আদায় করেন। তিনি আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করার পর আমাদের ইমামতি করতে যান এবং তিনি সূরা বাকারা শুরু করে দেন। আমি তা শুনে পেছনে হটে যাই এবং একা সালাত আদায় করি। আমরা উটের রাখাল, আমরা নিজ হাতে কাজ করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে ? তুমি অমুক অমুক সূরা পাঠ করবে।

৪৩৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের এক ওয়ায্কে ফরয সালাত ফরয হিসেবে দু'বার আদায় করা বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَوةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكَعَتَيْنِ وَبِالَّذِينَ جَاءُوا رَكَعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعًا وَلِهَؤُلَاءِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ *

৮৩৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার তিনি ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথমে তাঁর পেছনের লোকদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর যারা পরে আসল তাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত চার রাক'আত হল আর অন্যদের হলো দুই দুই রাক'আত।

فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

জামা'আতের ফযীলত

৮৩৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَائِفٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً *

৮৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জামা'আতের সালাত একাকী সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ মর্যাদাপূর্ণ।

৮৩৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا *

৮৩৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জামা'আতের সালাত তোমাদের একাকী সালাত থেকে পঁচিশ গুণ উত্তম।

৮৪০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَوةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَوةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً *

৮৪০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জামা'আতের সালাত একাকী সালাত অপেক্ষা পঁচিশ গুণ মর্যাদাশালী।

الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

তিনজনের জামা'আত

৮৪১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمَرْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَفْرَوْهُمْ *

৮৪১. কুতায়বা (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তিনজন লোক হবে তখন তাদের একজন ইমামতি করবে, আর তাদের মধ্যে ইমামতের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি যে অধিক কिरাআত জানে (আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন)।

الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

তিনজনের একজন পুরুষ, একজন বালক এবং একজন মহিলার জামা'আত

৮৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ قَزْعَةَ مَوْلَى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَمَاتُشَةُ خَلْفَنَا تَصَلَّى مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَلَّى مَعَهُ *

৮৪২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাশে সালাত আদায় করেছি। তখন আয়েশা (রা) আমাদের পেছনে থেকে আমাদের সাথে সালাত আদায় করছিলেন। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাশে থেকে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম।

الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

দুইজনের জামা'আত

৮৪৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ *

৮৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে সালাত আদায় করি। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর বাম হাতে ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

৮৪৪. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ

فَقَالَ أَشْهَدُ فَلَانَ الصَّلَاةَ قَالُوا لَا قَالَ فَلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تَوَهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَا بَتَدْرُ تُمُوهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَخَدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৮৪৪. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি বললেন : অমুক কি সালাতে উপস্থিত হয়েছে ? উপস্থিত মুসল্লীগণ বললেন, না। তিনি বললেন : অমুক ব্যক্তি ? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এ দু'টি সালাত (ইশা ও ফজর) মুনাফিকদের উপর অত্যন্ত কঠিন। তাতে কি মর্যাদা রয়েছে তারা যদি তা জানতো তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাতে উপস্থিত হতো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। আর প্রথম সারি হলো ফেরেশতাদের সারির ন্যায়। যদি তোমরা তার মর্যাদা জানতে তাহলে তোমরা তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে। একজন লোকের সাথে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায় করা থেকে উত্তম। আর দুইজন লোকের সাথে কোন ব্যক্তির সালাত আদায় করা এক ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর যতই বৃদ্ধি পাবে ততই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হবে।

الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

নফল সালাতের জামা'আত

৪৬০. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودٍ عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ السَّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَأَحِبُّ أَنْ تَاتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَنَفْعَلُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ تَرْيَدٍ فَأَشْرَتْ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ *

৮৪৫. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - - ইহ্বান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কওমের মসজিদ এবং আমার মধ্যে পানির স্রোত বাধা সৃষ্টি করে। অতএব আমার মনের বাসনা, আপনি আমার বাড়ি এসে আমার ঘরের এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সে স্থানটিকে মসজিদ বানিয়ে নিই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তাই করব, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন : কোথায় সালাত আদায় করা তুমি পছন্দ কর ? আমি ঘরের এক কোণের দিকে ইঙ্গিত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পেছনে কাতার বেঁধে দাঁড়িলাম। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করলেন।

الْجَمَاعَةُ لِلْفَاتِنَةِ مِنَ الصَّلَاةِ

কাযা সালাতের জামা'আত

৪৮৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي *

৮৪৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন : তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পর মিলে দাঁড়াও। কেননা আমি তোমাদের আমার পিঠের পেছন দিক থেকে দেখে থাকি।

৪৮৭. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ وَأَسْمُهُ عَبْدُ ثَرْبُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالُ أَنَا أَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجِعُوا فَنَامُوا وَاسْتَدَّ بِلَالُ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقَيْتَ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ فَمُ يَا بِلَالُ فَاذْنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ بِلَالُ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّؤُوا يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ *

৮৪৭. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ দলের একজন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি আরও বিলম্ব করে সালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন : আমি ভয় করি তোমরা সালাত ছেড়ে গুয়ে পড়বে। বিলাল (রা) বললেন : আমি আপনাদের দেখাশুনা করব। তারপর সকলেই গুয়ে পড়লেন এবং নিদ্রা গেলেন। বিলাল (রা) তাঁর সওয়ারীর সাথে হেলান দিয়ে পিঠ লাগিয়ে রইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হয়ে দেখলেন সূর্য উদিত হচ্ছে। তিনি বললেন : হে বিলাল ! তুমি যা বলেছিলে তা কোথায় ? তিনি বললেন আমাকে এত গভীর নিদ্রা আর কখনো পায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করলেন তখন তোমাদের রুহ কব্জ করে নিলেন আর যখন ইচ্ছা, ফিরিয়ে দিলেন। হে বিলাল ! উঠ লোকদের সালাতের আহবান কর। তারপর বিলাল (রা) উঠে আযান দিলেন, এরপর সকলে উযু করলেন অর্থাৎ যখন সূর্য বেশ উপরে উঠলো। পরে তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

٨٤٨ . أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتْ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلَامِيُّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكَنُكَ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُوَيْنَ حِمَصٍ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَامِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا يَبْدُو وَلَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ . قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ *

৮৪৮. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - মাদান ইব্ন আবু তালহা ইয়া'মুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুদ-দারদা (রা) আমাকে বললেন : তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম : আমার বাড়ি হিমসের নিকটবর্তী এক গ্রামে। তখন আবুদ-দারদা বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন গ্রামে অথবা অনাবাদী স্থানে তিনজন লোক থাকাবস্থায় সেখানে সালাত প্রতিষ্ঠিত না হলে তাদের উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। অতএব তোমরা জামা'আতকে অত্যাৱশ্যকীয়রূপে গ্রহণ করবে। কেননা ব্যাঘ্র বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে। সাযিব (র) বলেন : জামা'আত অর্থ সালাতের জামা'আত।

التَّشْدِيدُ فِي التَّخْلَفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

٨٤٩ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجُلٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْتُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ *

৮৪৯. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি কিছু জ্বালানি কাঠ আনতে আদেশ করব, তা সংগ্রহ হলে সালাতের আদেশ করব। তারপর তার জন্য আযান দেয়া হবে। পরে এক ব্যক্তিকে আদেশ করব সে লোকের ইমামতি করবে। আর আমি লোকদের পেছন থেকে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেব (যারা জামা'আতে আসে না)। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি তাদের কেউ জানত যে, একখানা মাংসল হাড় অথবা দুই টুকরা বকরীর সুন্দর খুর পাবে, তাহলে তারা ইশার সালাতে অবশ্যই উপস্থিত হতো।

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَ

সালাতের আযান দিলে তার হিফাযত করা

৪৫০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنِّي لَا أَحْسِبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً أَوْ يَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ يُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَلَقَدْ رَأَيْنَا نُقَابَ بَيْنَ الْخَطَا وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ *

৮৫০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কাল আল্লাহু তা'আলার সঙ্গে একজন মুসলমান হিসাবে সাক্ষাত করার আশা রাখে, সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফাযত করে, সেখানে তার আযান দেয়া হয়। আল্লাহু তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে হিদায়াতের নিয়মাবলী বর্ণনা করেছেন, আর ঐগুলো হিদায়াতের নিয়মের অন্তর্গত। আর আমি ধারণা করি, তোমাদের ঘরে প্রত্যেকের একটা সালাতের স্থান রয়েছে। অতএব যদি তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় কর আর তোমাদের মসজিদ পরিত্যাগ কর, তাহলে তোমরা তোমাদের নবী ﷺ -এর তরীকা পরিত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবী ﷺ -এর তরীকাই পরিত্যাগ করলে তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হলে। আর যে মুসলিমই উত্তমরূপে উযু করে, তারপর সে সালাতের জন্য পায়ে হেঁটে যায়, আল্লাহু তা'আলা তার প্রতি পদক্ষেপে একটি পুণ্য লেখেন, অথবা তার জন্য তার মর্যাদার একটি ধাপ উন্নত করে দেন। অথবা তদ্বারা তার একটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। আমি সেই সময়টা যেন দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা (মসজিদে যাওয়ার সময়) কাছাকাছি পা ফেলে চলতাম (যাতে অধিক নেকী পাওয়া যায়) আর তা থেকে বিরত থাকত না কেউ ঐ মুনাফিক ব্যক্তিত্ব যার নিফাক প্রকাশ্য। পক্ষান্তরে আমি দেখেছি, এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির সাহায্যে চলতে থাকত। অবশেষে তাকে কাতারে দাঁড় করান হতো।

৪৫১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ ابْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلَاةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ
فَإَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَهُ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجِبْ *

৮৫১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন অন্ধ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার এমন কোন পথপ্রদর্শক নেই, যে আমাকে সালাতে নিয়ে যাবে। সে ব্যক্তি তাঁর নিকট নিজ ঘরে সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ডেকে বললেন : তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তার উত্তর দাও (অর্থাৎ আযানের উত্তর দাও এবং জামা'আতে উপস্থিত হও)।

৮৫২. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح
وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهُوَامِ وَالسَّبَاعِ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ
نَعَمْ قَالَ فَحَيَّ هَلَّا وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ *

৮৫২. হারুন ইবন যায়দ ইবন আবু যারকা (র) ও আবদুল্লাহ ইবন-মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) - - - - ইবন উম্মে মাকতুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মদীনা় বহু সরীসৃপ জন্তু এবং হিংস্র প্রাণী রয়েছে। তিনি বললেন : তুমি কি “সালাতের দিকে আস, কল্যাণের দিকে আস” এ আওয়াজ শুনতে পাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তুমি আসবে। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না।

الْعَذْرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত ত্যাগের ওষর

৮৫৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَمٍ كَانَ يَوْمَ
أَصْحَابِهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ *

৮৫৩. কুতায়বা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আরকাম (রা) তাঁর সাথীদের ইমামতি করতেন। একদিন সালাতের সময় হলে তিনি তাঁর প্রয়োজনে চলে গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কারও পায়খানার প্রয়োজন হয়, তখন সে যেন সালাতের পূর্বেই তা সেরে নেয়।

৪০৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِالْعِشَاءِ *

৮৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাতের খানা উপস্থিত আর সালাত আরম্ভ হয়, তখন প্রথমে আহার করে নেবে।

৪০৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحُثَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ *

৮৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবুল মলীহ (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হুনায়েনে ছিলাম, এমন সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াযযিন ঘোষণা দিলেন, আপনারা নিজ নিজ বাসস্থানে সালাত আদায় করুন।

حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত প্রাপ্তির সীমা

৪০৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ طَحْلَاءَ عَنْ مُحْصِنِ بْنِ أَبِي الْفَهْرِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا *

৮৫৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করল তৎপর মসজিদের উদ্দেশে বের হয়ে দেখল লোক সালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান সওয়াব লিখে দেবেন এবং তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।

৪০৭. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْحَكِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَاسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ *

৮৫৭. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - উসমান ইবন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য উষ্ম করল পূর্ণরূপে, তারপর ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো এবং তা আদায় করল লোকের সাথে। অথবা তিনি বলেছেন জামা'আতে অথবা বলেছেন মসজিদে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাপসমূহ মার্জনা করে দিবেন।

إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

একাকী সালাত আদায় করে পরে জামা'আতে আদায় করা

৪০৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِخْجَنٍ عَنْ مِخْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ وَمِخْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حُثِّتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ *

৮৫৮. কুতায়বা (র) - - - - মিহজান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক মজলিসে ছিলেন। তখন সালাতের আযান হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, তারপর সালাত আদায় করে এসে দেখলেন মিহজান (রা) সেই মজলিসেই রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তোমাকে সালাত আদায় করা থেকে কোন্ জিনিস বাধা দিল ? তুমি কি মুসলমান নও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি আমার ঘরে সালাত আদায় করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : যখন আসবে, তখন লোকের সাথে সালাত আদায় করে নেবে, যদিও পূর্বে সালাত আদায় করে থাক।

إِعَادَةُ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

একাকী ফজরের সালাত আদায় করলে পুনরায় জামা'আতে আদায় করা

৪০৭. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَىٰ بِهِمَا

فَاتَىٰ بِهِمَا تَرَعْدُ فَرَأَيْتَهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ *

৮৫৯. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যূব (র) - - - ইয়াযীদ ইব্ন আসওয়াদ আমিরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মসজিদে খায়ফে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, লোকজনের শেষ প্রান্তে দুইজন লোক দেখলেন, যারা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেনি। তিনি বললেন : ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে এস। তাদেরকে আনা হলো। ভয়ে তারা কাঁপছিল। তিনি বললেন : কি কারণে তোমরা আমাদের সাথে সালাত আদায় করলে না ? তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আমাদের ঘরে সালাত আদায় করেছি। তিনি বললেন : আর এরূপ করবে না। যখন তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করে জামা'আতের মসজিদে আগমন করবে, তখন তাদের সাথে সালাত আদায় করবে আর তা তোমাদের জন্য নফল (বলে গণ্য) হবে।^১

إِعَادَةُ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

সময় চলে গেলে জামা'আতে পুনঃ সালাত আদায় করা

৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُرِبَ فَخْذِي كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْكَ ثُمَّ أَذْهَبَ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أَقِيتَ الصَّلَاةَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ *

৮৬০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সুদরান (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুদেশে হাত রেখে বললেন : যদি তুমি এমন লোকের মধ্যে বেঁচে থাক যারা সঠিক সময় থেকে সালাতকে পিছিয়ে দেবে, তখন তুমি কি করবে ? তিনি বললেন, আপনি যা আদেশ করবেন। তিনি বললেন : তুমি সময়মত সালাত আদায় করে নেবে। তারপর তোমার প্রয়োজনে যাবে। যদি সালাত আরম্ভ হয় আর তুমি মসজিদে থাক, তাহলে সালাত আদায় করবে।

১. একবার ফরয সালাত আদায়ের পর দ্বিতীয়বার সেই সালাত আদায় করলে তা নফল সালাত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। অপরদিকে ফজর ও আসরের পরে নফল সালাত পড়া নিষিদ্ধ। আর মাগরিবের তিন রাক'আত ফরয সালাত দ্বিতীয়বার নফল হিসেবে আদায়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আলোচ্য হাদীসটি উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার পূর্বককার।

سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

মসজিদে ইমামের সঙ্গে জামা'আতে সালাত আদায় করলে

৪৬১. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبِلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لَا تُصَلِّي قَالَ أَنَّى قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ *

৮৬১. ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ তায়মী (র) - - - - মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে বালাত নামক স্থানে উপবিষ্ট দেখলাম আর লোক তখন সালাত আদায় করছিল। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আপনার কি হয়েছে, সালাত আদায় করছেন না কেন? তিনি বললেন : আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একদিনে এক সালাত দু'বার আদায় করা যাবে না।^১

الَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ

সালাতের জন্য দৌড়ানো

৪৬২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا *

৮৬২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান যুহরী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ; যখন তোমরা সালাতে আগমন করবে তখন তোমরা দৌড়ে আসবে না, বরং হেঁটে আসবে। তোমাদের কর্তব্য স্বস্তিতে আসা। তারপর যা পাবে তা আদায় করবে আর যা ছুটে যাবে তা পরে আদায় করে নেবে।

الْإِسْرَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعَرٍ

সালাতের জন্য না দৌড়ে দ্রুত গমন করা

৪৬৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَنبُودٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى

الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عَنْهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ
فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَفَ لَكَ أَفَ لَكَ قَالَ فَكَبَّرَ ذَلِكَ
فِي ذُرْعِي فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي فَقَالَ مَا لَكَ أَمْشِرَ فَقُلْتُ أَحَدْتُ حَدَّثًا قَالَ وَمَا
ذَلِكَ قُلْتُ أَفُفْتُ بِي قَالَ لَا وَلَكِنْ هَذَا فَلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فَلَانٍ فَعَلَّ نِمْرَةً فَدُرَّعَ
الآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ *

৮৬৩. আমার ইবন সাওয়াদ ইবন আসওয়াদ ইবন আমর (র) - - - - আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে বনু আবদুল আশহালের নিকট যেতেন এবং তাদের
সাথে কিছু কথাবার্তা বলতেন। তারপর মাগরিবের সালাতের জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসতেন। আবু রাফি'
বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিব সালাতের জন্য তাড়াতাড়ি আসছিলেন। আমরা বাকী' নামক স্থানের
নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন, “তোমার জন্য আফসোস, তোমার জন্য আফসোস।” তিনি বলেন :
এটা আমার কাছে কঠিন মনে হল। অতএব আমি পেছনে রয়ে গেলাম, আর আমি মনে করলাম, তিনি
আমাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি বললেন : তোমার কি হলো, চলো। আমি বললাম, আমি কি কোন ঘটনা
ঘটিয়েছি? তিনি বললেন : তা কি? আমি বললাম, আপনি বললেন তোমার জন্য আফসোস। তিনি বললেন :
না, (আমি যাকে লক্ষ্য করে আফসোস বলেছি) সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে আমি অমুক গোত্রের নিকট যাকাত
উসুলকারী করে পাঠিয়েছিলাম। সে একখানা চাদর আত্মসাৎ করেছিল। এখন তাকে ঐরূপ আশুনের একখানা
চাদর পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

৮৬৪. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنبُوذُ رَجُلٌ مِّنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
رَافِعٍ نَحْوَهُ *

৮৬৪. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবু রাফি' (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

التَّهَجُّرُ إِلَى الصَّلَاةِ

আগেভাগে সালাতে উপস্থিত হওয়া

৮৬৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مِثْلُ الْمُهْجَرِ إِلَى الصَّلَاةِ كَمِثْلِ الذِّي يُهْدَى الْبِدَنَةُ ثُمَّ الذِّي عَلَى أَثَرِهِ
كَالَّذِي يُهْدَى الْبَقَرَةُ ثُمَّ الذِّي عَلَى أَثَرِهِ كَالَّذِي يُهْدَى الْكَبْشُ ثُمَّ الذِّي عَلَى أَثَرِهِ كَالَّذِي يُهْدَى
الدَّجَاجَةُ ثُمَّ الذِّي عَلَى أَثَرِهِ كَالَّذِي يُهْدَى الْبَيْضَةُ *

৮৬৫. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুগীরা (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান এবং আবু আবদুল্লাহ আগারর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাত্মে সালাতে যে ব্যক্তি উপস্থিত হয় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি উট কুরবানী করে, তারপর যে ব্যক্তি আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে। এরপর যে ব্যক্তি আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি দুগ্ধ কুরবানী করে। পরে যে ব্যক্তি আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মুরগী আল্লাহর রাস্তায় দান করে। তারপর যে ব্যক্তি আগমন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ডিম আল্লাহর রাস্তায় দান করে।

مَا يَكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

ইকামতের সময় যে সালাত মাকরুহ

৮৬৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ইকামত বলা হয় তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই।

৮৬৭. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন ইকামত বলা হয় তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই।^১

৮৬৮. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন ইকামত বলা হয় তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই।^২

৮৬৯. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন ইকামত বলা হয় তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই।^৩

১. ফজরের দু' রাকআত সন্নত সালাত আদায় করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া এ সালাত আদায় করার যথেষ্টও তাকিদ রয়েছে। তাই এ সন্নত সালাত আদায় করে যদি ফজরের ফরয সালাতের এক রাকআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মসজিদের দরজার কাছে কিংবা কোন খুঁটির পেছনে এ সালাত আদায় করে জামা'আতে শরীক হওয়ার বিধান রয়েছে। - অনুবাদক

৮৬৮. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফজর সালাতের ইকামত বলা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে সালাত আদায় করছে আর মুয়াযযিন ইকামত বলছে। তিনি তখন বললেন : তুমি কি ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছো ?

فِيْمَنْ يُصَلِّي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

যে ফজরের দুই রাক'আত আদায় করছে অথচ ইমাম সালাতে

৪৬৯. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ الرُّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ يَا فُلَانُ أَيُّهُمَا صَلَوَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ *

৮৬৯. ইয়াহুয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আগমন করল রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। সে ব্যক্তি দুই রাক'আত সালাত আদায় করে সালাতে শরীক হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাত শেষ করে বললেন : হে অমুক ! তোমার সালাত কোন্টি, তুমি যে সালাত আমাদের সাথে আদায় করেছ সেটি, না যে সালাত একা আদায় করেছ ?

الْمُنْفَرِدُ خَلْفَ الصَّفِّ

কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায়কারী

৪৭০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِنَا فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَهُ وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا *

৮৭০. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। আমি এবং আমাদের এক ইয়াতীম তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম। আর উম্মে সুলায়ম আমাদের পেছনে সালাত আদায় করলেন।

৪৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحٌ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ مَالِكٍ وَهُوَ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسَنَاءَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا وَيُسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي

الصَّفِّ الْمُوَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ *

৮৭১. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অতি সুন্দরী এক মহিলা রাসূলুল্লাহ
ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করছিল। তিনি বলেন : তখন গোত্রের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রথম কাতারে
এগিয়ে গেল, যেন তাকে দেখতে না পায়। আর তাদের কেউ কেউ পেছনে রয়ে গেল। যখন রুকু করল তখন
তারা বগলের নিচ দিয়ে তাকাচ্ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

অর্থ : “তোমাদের মধ্যে যারা আগে অগ্রসর হয়ে গেছে, তাদেরকেও আমি জানি আর যারা পেছনে রয়ে গেছে,
তাদেরকেও জানি।” (১৫ : ২৪)

الرُّكُوعُ دُونَ الصَّفِّ

কাতারের বাইরে রুকু করা

৮৭২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ قَالَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ *

৮৭২. হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ (র) - - - হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু বাকরা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা
করেছেন যে, তিনি এমন সময় মসজিদে প্রবেশ করলেন যখন রাসূলুল্লাহ
ﷺ রুকুতে চলে গেছেন। তিনি
(তাড়াতাড়ি) কাতারের বাইরেই রুকু করে ফেললেন। পরে রাসূলুল্লাহ
ﷺ তাঁকে বললেন : আল্লাহ তোমার
আগ্রহ বাড়িয়ে দিন কিন্তু আর কখনও এরূপ করবে না।

৮৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ
بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا
ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا فَلَانُ أَلَا تَحْسَنُ صَلَاتَكَ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي كَيْفَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَإِنِّي
أُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ بَيْنَ يَدَيَّ *

৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
একদিন রাসূলুল্লাহ
ﷺ সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে বললেন : হে অমুক ব্যক্তি, তুমি তোমার
সালাত ঠিকমত আদায় কর না। তুমি কি মুসল্লীদেরকে দেখ না তারা কিরূপে তাদের সালাত আদায় করে? আমি
(তোমাদেরকে) পেছনে থেকে দেখি যে রূপ তোমাদেরকে সামনে দিয়ে দেখি।

الصَّلَاةُ بَعْدَ الظُّهْرِ

যোহরের পর সালাত

৮৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ *

৮৭৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন আর তার পরেও দুই রাক'আত। আর তিনি মাগরিবের পরও নিজ গৃহে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি ইশার পরেও দুই রাক'আত আদায় করতেন। আর তিনি জুমআর পর কোন সালাত আদায় করতেন না (ঘরে) না ফেরা পর্যন্ত। তারপর তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।^১

الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعَصْرِ

(وَذَكَرَ اخْتِلَافَ الثَّقَلَيْنِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ فِي ذَلِكَ)

আসরের সালাতের পূর্বে সালাত

৮৭৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْنَا إِنْ لَمْ نَطْقُهُ سَمِعْنَا قَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَاتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هُنَا كَهَيْئَاتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَيُفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالتَّيَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ *

৮৭৫. ইসমাসীল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আসিম ইব্ন যামরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তোমাদের কার ক্ষমতা আছে? আমি বললাম, আমি তার ক্ষমতা না রাখলেও শুনতে বাসনা রাখি। তিনি বললেন : যখন সূর্য আসরের সময় আপন অবস্থায় এখানে থাকত তখন তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর যিকরের সময় যখন

১. পাঁচ ওয়াক্তের সন্মত সালাত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ফজর সালাতের পূর্বে দু' রাক'আত, যোহরের আগে চার রাক'আত ও পরে দু' রাক'আত, আসরের পূর্বে চার রাক'আত মাগরিবের পরে দু' রাক'আত, ইশার পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু' রাক'আত পড়বে। আর ইচ্ছা করলে ইশার পর চার রাক'আত পড়বে।

তা আপন অবস্থায় এখানে উপস্থিত হতো, তখন তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং তারপর দুই রাক'আত আদায় করতেন। প্রতি দুই রাক'আত সালামের মাধ্যমে পৃথক করতেন, তাঁর এই সালাম ছিল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, নবীগণ আর তাঁদের অনুগামী মুসলমান এবং মু'মিনদের প্রতি।

৪৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ *

৮৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আসিম ইব্ন যামরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিনের ফরযের পূর্বের সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, কে এর সামর্থ্য রাখে? তারপর তিনি তা আমাদের অবহিত করলেন। বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য উপরে উঠতো তখন দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর দুপুরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করে তার শেষে সালাম করতেন।

অনুবাদক পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী ছিলেন বাংলাদেশের একজন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার হরিণখাইন গ্রামে ১৯৩০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লিখাপড়া করে তিনি পটিয়া জিরি মাদরাসায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। ১৩৭১/১৯৫৩ সালে তিনি সেখান থেকে দাওয়ায়ে হাদীসে মিসর, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ভারত ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের ৪৫০ জন ছাত্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি দেওবন্দে সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানীর হাতে বায়আত হন। তিনি আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি জনৈক হিন্দু পণ্ডিতের নিকট হিন্দী ভাষাও শিক্ষা করেন।

মাওলানা ইসলামাবাদী দারুল উলূম দেওবন্দে তৎকালীন উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় উস্তাদগণের সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী, শায়খুল আদব ওয়া ফিকহ মাওলানা ইয়ায আলী, মাওলানা আবদুল আহাদ, মাওলানা মিরাজুল হক, হাকিমুল উম্মত কারী মুহাম্মদ তায়েব, মুফতী মাহদী হাসান, মাওলানা সায়্যিদ আখতার হুসায়ন, কারী আহমদ হুসায়ন মিয়া সাহেব, কারী হিফজুর রহমান, মুফতী মুহাম্মদ হায়াত, ইশতিয়াক আহমদ, মাওলানা যহর আহমদ, মাওলানা বশীর আহমদ প্রমুখ।

মাওলানা ইসলামাবাদী সউদী আরব গেলে পবিত্র মক্কা নগরীর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। একবার উমরার সময় তিনি উক্ত লাইব্রেরীতে একটানা চারমাস গবেষণা করেন। সেখানকার লাইব্রেরীয়ানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাঁকে একজন গবেষক হিসেবে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এ লাইব্রেরী থেকে তিনি অনেক দুস্ত্রাপ্য বই এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগ্রহে এমন দুস্ত্রাপ্য কিতাব রয়েছে যা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই।

মাওলানা ইসলামাবাদী গওহরডাঙ্গা খাদিমুল ইসলাম মাদরাসা, বড় কাটরা আশরাফুল উলূম মাদরাসা, ফরিদাবাদ মাদরাসা, জিরি মাদরাসা, পটিয়া মাদরাসা, মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসা, চট্টগ্রাম কৈগ্রাম মাদরাসাসহ বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষাদান করেন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি নারায়ণগঞ্জে দারুল উলূম দেওভোগ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইসলামপুর নবাববাড়ি জামে মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাপ্তাহিক রুটিন ছিল, শনিবারে কেরাণীগঞ্জ ওহাবুল উলূম মাদরাসায় ও রোববারে মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসায় বুখারী শরীফের দরস দান এবং রোববার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্পাদনা বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণ।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তাফসীরে কুরআনুল করীম, তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, সিহাহ সিত্তাহর হাদীস

গ্রন্থসমূহ, সীরাতে ইব্ন হিশাম, ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের অনুবাদক ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি দুটি বই রচনা করেন। তাঁর ১৮টি অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজব্যয়ে তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

জীবনে তিনি ১২বার সউদী আরব, ২বার ইরাকসহ ইরান, সিরিয়া, ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ শুক্রবার জুমুআর আযানের পূর্ব মুহূর্তে এ মহান জ্ঞান সাধক ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তিনি ব্যাংকে কিংবা ঘরে কোন টাকা-পয়সা রেখে যাননি; রেখে গেছেন প্রায় সাত লক্ষ টাকা মূল্যমানের বিশ হাজার মূল্যবান ও দুপ্রাপ্য পুস্তক। মহান আল্লাহ এ জ্ঞান সাধককে উত্তম বদলা দান করুন।



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ